একটি সংগ্রামমুখর জীবন

অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্মারকগ্রন্থ

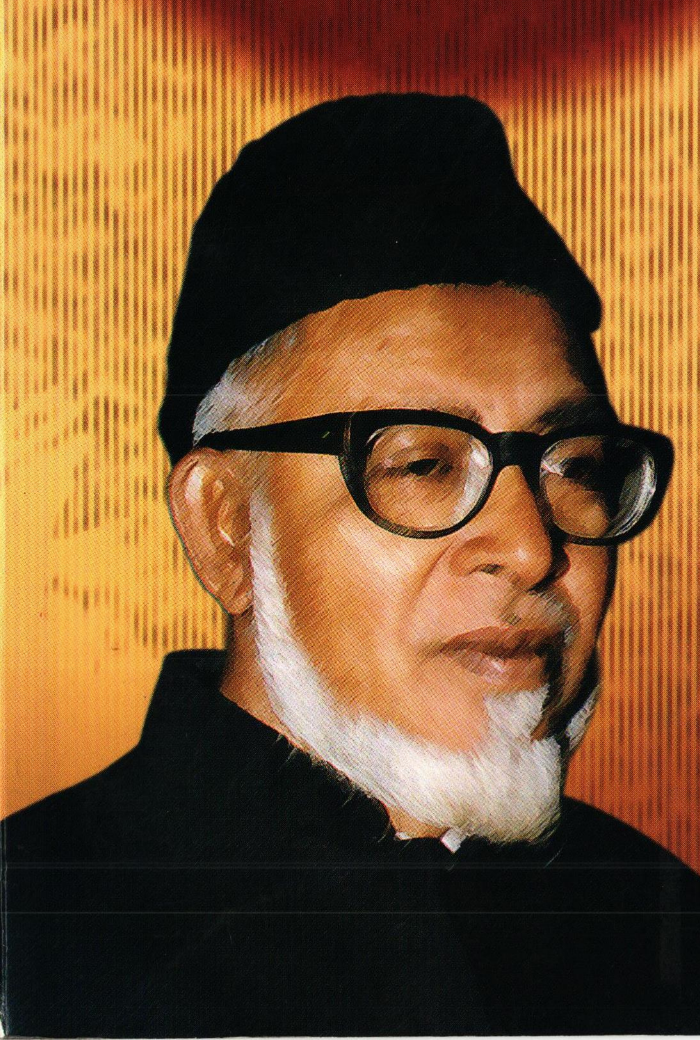

জামায়াতে
ইসলামী
বাংলাদেশ

একটি সংগ্রামমুখর জীবন

অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্মারকগ্রন্থ

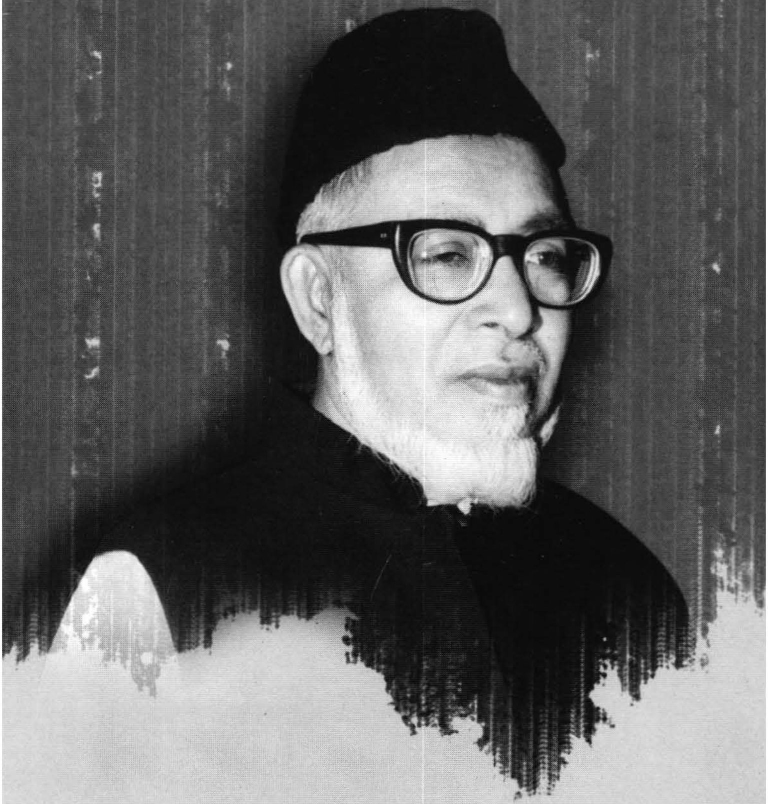

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

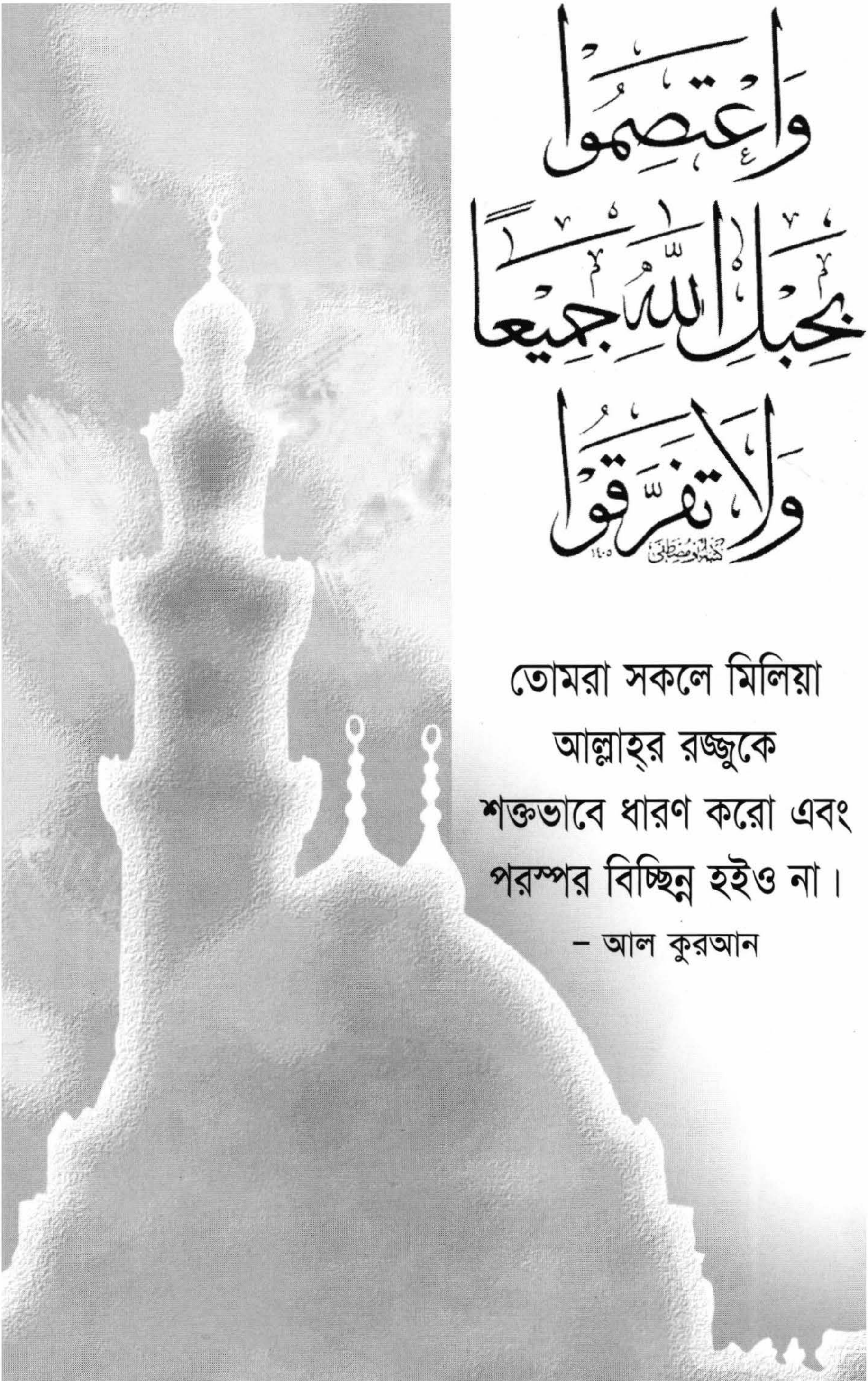

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা সকলে মিলিয়া
আল্লাহ্‌র রজ্জুকে
শক্তভাবে ধারণ করো এবং
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

– আল কুরআন

www.bjilibrary.com

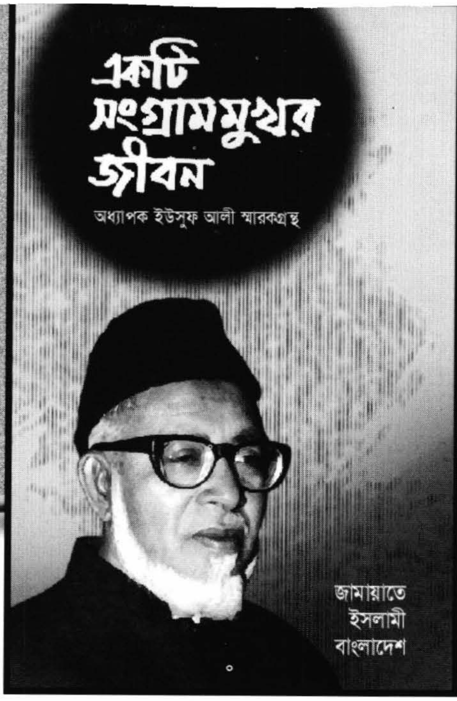

সম্পাদনা পরিষদ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

অধ্যাপক মোহাম্মদ তাসনীম আলম

সরদার ফরিদ আহমদ

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

জন্ম : ১ মার্চ ১৯৪২ সাল

মৃত্যু : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

www.bjilibrary.com

একটি সংগ্রামমুখর জীবন

অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্মারকগ্রন্থ

প্র কা শ না য়

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭
ফোন : ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩১২৯৯৭

প্র কা শ কা ল

জুলাই ২০০৪

প্র চ্ছ দ ও অ ল ং ক র ণ

ফরিদী নুমান

গ্রা ফি ক্স

ডিজিটাল ক্যানভাস
ফোন : ৮০৫১৮১৫, ০১৮৯২১৯৩৪৫

মু দ্র ণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১

শু ভে চ্ছা মূ ল্য

১০০ টাকা

www.bjilibrary.com

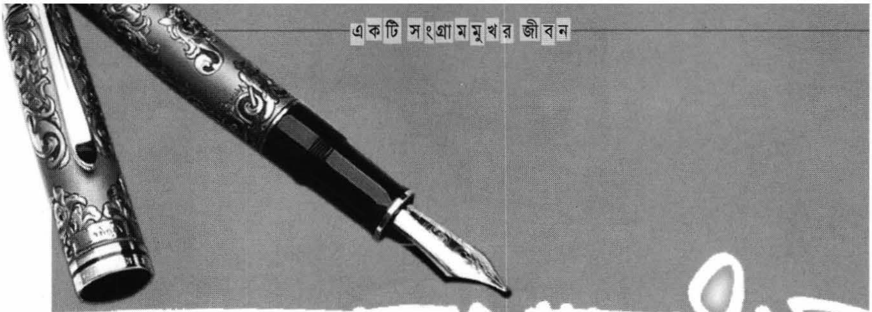

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে এমন কিছু লোকের আগমন ঘটে যারা নিরন্তর এবং বিরতিহীনভাবে সংগ্রাম করে যান এবং প্রতিটি মূহূর্তকে কাজে লাগান। নির্মোহ, নিরংকার, সরল ও সাদাসিদে জীবন যাপন করেন। মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি। সময়কে কাজে লাগিয়েছেন, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনের আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে হয়নি। কী সৌভাগ্য তাঁর! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বেহেস্ত নসীব করুন। মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর দোয়ার মাহফিলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ঘোষণা দিয়েছিলেন মরহুমের জীবন ও কর্মের উপর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের। সময় মতো লেখা হাতে না পাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন কারণে স্মারকগ্রন্থটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও শুভাকাংখীদের হাতে তুলে দিতে বিলম্ব হয়ে গেল বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

মেধাবী ছাত্র, ছাত্রনেতা, আদর্শ শিক্ষাবিদ, ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাতারের একজন সৈনিক, সমাজকর্মী ও লেখক হিসেবে তাঁর জীবন থেকে বর্তমান প্রজন্মের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। আজকের সমাজ পরিবর্তন সময়ের দাবি। অশান্তি, বিশৃংখলা, সংঘাত, সন্ত্রাস, অনাচার-পাপাচার এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এ সমাজ পরিবর্তনের জন্য যে ধরনের লোক প্রয়োজন অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তিত্ব। সমাজে এ ধরনের লোক সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পাবে একটি সুন্দর ও শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ততো উজ্জ্বল হবে। আমরা আশা করব মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর এই স্মারকগ্রন্থ থেকে পাঠক মহৎ ও সুন্দর জীবনের সন্ধান পাবেন। আমরা সবাই যেন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মতো আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে ব্রতী হতে পারি এবং বিশ্ব মানবতার বন্ধু ও শিক্ষক, মানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের পথে মানবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সহায় হোন। আমীন।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

নেতৃবৃন্দের অনুভূতি

- মরহুম ইউসুফ আলী : ইখলাসের সাথে দ্বীনী দায়িত্ব পালন করে গেছেন
  মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী - ১২
- অধ্যাপক ইউসুফ আলী : এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এক মহান শিক্ষক
  মকবুল আহমদ - ১৩
- তাঁকে বার বার মনে পড়ে
  আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ - ১৬
- সরল এক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ
  মুহাম্মদ কামারুজ্জামান - ১৭
- এক নীরব ইতিহাস
  অধ্যাপক মুজিবুর রহমান - ২১
- প্রফেসর ইউসুফ আলীর সংগ্রামী জীবন
  বদরে আলম - ২৭
- একটি প্রশান্ত চিত্ত
  অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম - ২৯
- তাঁকে যেমন দেখেছি
  মীম ওবায়দুল্লাহ - ৩২
- স্মৃতিপটে ইউসুফ আলীর শেষ কর্মদিবস
  মু: আবদুর রব - ৩৪
- মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের সাথে কিছুদিন
  মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম - ৪০
- সবরের বাস্তব প্রতীক
  এ জি এম বদরুদ্দুজা - ৪৫
- অনুকরণীয় আদর্শের প্রতীক
  মো: আবুল বাশার ভূইয়া - ৪৭
- তাঁকে হৃদয় দিয়ে সম্মান করি
  শেখ মোতাহার হোসাইন - ৪৯

www.bjilibrary.com

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ঘনিষ্ঠজনদের স্মৃতিচারণ

- আল্লাহতে সমর্পিত একজন ব্যক্তি
  শাহ আবদুল হান্নান - ৫৪
- একটি উৎসর্গকৃত প্রাণ
  ড. মোহাম্মদ লোকমান - ৫৭
- ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ বিরল ব্যক্তিত্ব
  মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ - ৭০
- হায় এমন সুহৃদ আমি কোথায় পাই
  এ. কে. এম আবদুল বারী - ৭৮
- তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস
  মুহম্মদ হাফিজুল্লাহ - ৮০
- তাঁর 'না'
  আবূ আশরাফ - ৮৮
- ইউসুফ ভাইয়ের সান্নিধ্যে
  সিদ্দিক জামাল - ৯২
- বৃক্ষই তো ছিলেন, ছায়া তো কম দেননি
  মাহবুবুল হক - ৯৭
- 'জুলহাস একজন ডাক্তার নিয়ে আসো'
  শরীফ আবদুল গোফরান - ১০১
- অভিভাবকতুল্য এক বিরল ব্যক্তিত্ব
  জয়নুল আবেদীন - ১০৪
- মরহুমের কর্মময় জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক
  মোঃ আবদুল মতিন আকন্দ - ১০৭
- মর্দে মুমিন
  গোলাম শরীফুদ্দিন সিদ্দিকী - ১০৮

স্বজনদের স্মৃতি

- সহধর্মিনীর চোখে অধ্যাপক ইউসুফ আলী
  মিসেস শরীফুন নেসা ইউসুফ - ১১৪
- ভাইকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা
  আসাদ বিন হাফিজ - ১১৮
- অসাধারণ স্নেহশীল একজন মানুষ
  সাবেরা খাতুন - ১২৩
- চিরদিনের স্মৃতি
  মোঃ শফিউদ্দীন মাকসুদ - ১২৬
- আমার নানা ছিলেন আদর্শের সৈনিক
  আবদুল্লাহ আল যুবায়ের - ১২৮
- আমার দাদা
  লাবিব হাসান - ১৩১

www.bjilibrary.com

■ প্রফেসর সাহেব
সালেহ মাহমুদ - ১৩৩

নি বে দি ত ক বি তা

■ নৈঃশব্দের মতো
হাসান আলীম - ১৪১
■ নিভে গেল দীপটি
আবুবকর সিদ্দিকী - ১৪২
■ কি করে জানাই বলুন?
গোলাম শরীফুদ্দিন সিদ্দিকী - ১৪৩
■ মূল্যবান জীবনটি
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান - ১৪৪
■ বাবা তুমি কোথায়
সায়মা ফেরদৌস - ১৪৫
■ মন তোমাকে খোঁজে
শেখ সাফওয়ানা জেরীন - ১৪৬
■ সত্যের নির্ভীক সৈনিক
আস হোমায়দী - ১৪৬

মি ডি য়া

■ যে মৃত্যু না দিয়ে গেলো সবাইকে
সরদার ফরিদ আহমদ - ১৪৮
■ আসুন আমরা অধ্যাপক ইউসুফের জন্য দোয়া করি - ১৫২
■ Yusuf Ali 1940-2003
Islamic politics in Bangladesh - ১৫৪
■ অধ্যাপক ইউসুফ আলীর শূণ্যতা
আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি - ১৫৫
■ অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ - ১৫৮
■ তা'মীরুল মিল্লাতে দোয়া মাহফিল - ১৬২

জী ব নী

■ অধ্যাপক ইউসুফ আলী - ১৬৫
■ স্মৃতির পাতা : কতিপয় খন্ডচিত্র
অধ্যাপক মু. ইদ্রিস আলী - ১৬৬

স্মৃ তি এ্যা ল বা ম (রঙীন) - ১৬৯

www.bjilibrary.com

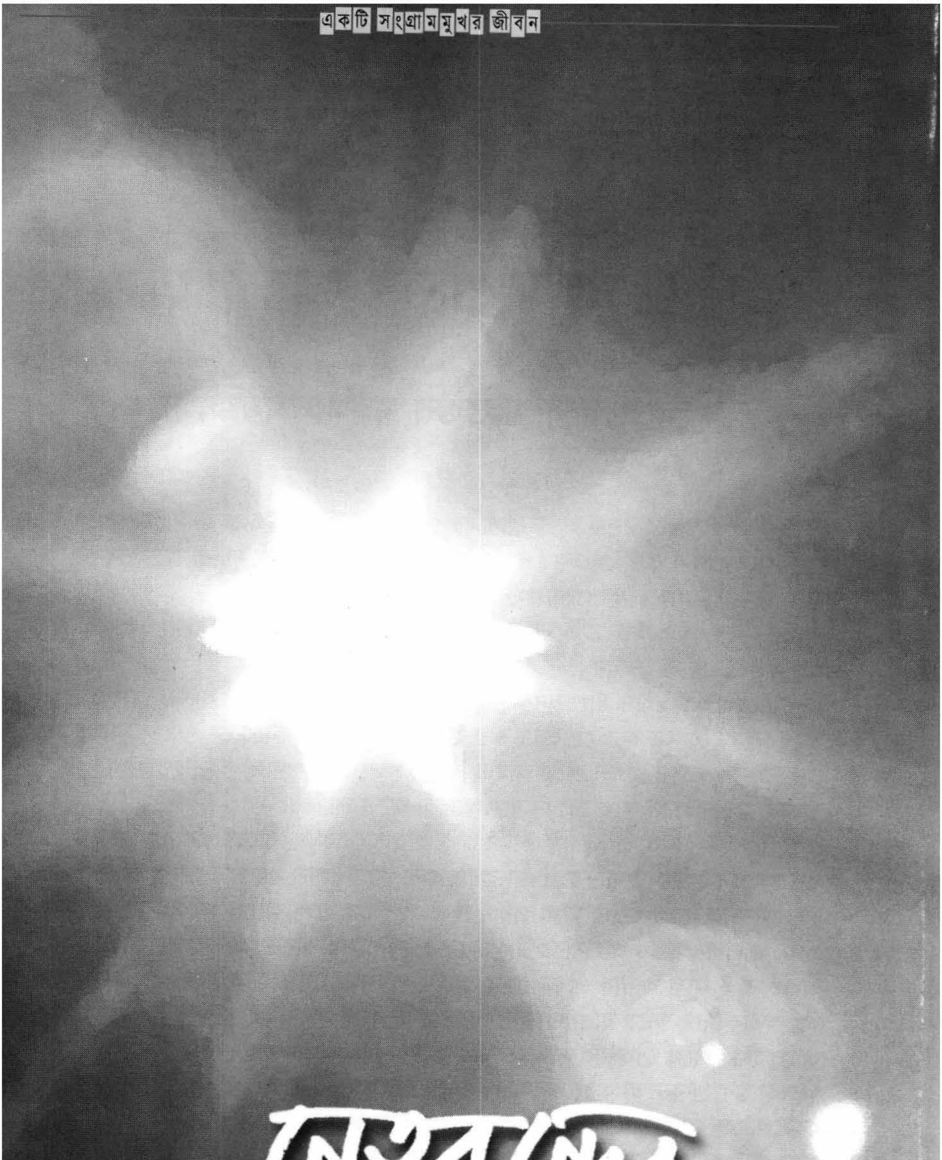

www.bjilibrary.com

মরহুম ইউসুফ আলী
ইখলাসের সাথে দ্বীনী দায়িত্ব পালন করে গেছেন

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত ইখলাসের সাথে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। দ্বীন কায়েমের পথে কর্মরত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া শাহাদাতের শামিল। অতএব আমরা একিনের সাথে ধারণা করতে পারি আল্লাহতায়ালা তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দেবেন।

জামায়াতের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক মজবুতী ও শৃংখলা রক্ষায় তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালে দায়িত্ব পালনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ কিভাবে হবে তা নিয়ে আমরা চিন্তিত। তবে সে শূন্যতা আল্লাহতায়ালা তাঁর গায়েবী মদদে পূরণ করে দেবেন বলে আমরা আশা করছি।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন একেবারেই আত্মপ্রচারবিমুখ, দ্বীনের একনিষ্ঠ প্রচারক ও ধারক-বাহক। দ্বীনের দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ইখলাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই ইখলাস তাঁর সকল গুণের মধ্যে প্রধান ছিল। ইখলাস হলো আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত। সামান্য ত্রুটি থাকলেও ইখলাসের কারণে আল্লাহ মাফ করে দেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। নিজের জীবনকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতির সাথে এই ধরনের ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করলে জীবনকে সার্থক করার অনেক পথ পাওয়া যায়।

মৃত্যু বাস্তব, ধ্রুব সত্য এবং অবধারিত। এর দিনক্ষণও আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত। কে কোন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করবেন আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। তাই সবরের সাথে মৃত্যুর বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। মানুষের হায়াত তার কর্মের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়। একজন অনেকদিন বেঁচেও জীবনকে সার্থক করে তুলতে ব্যর্থ হতে পারে। আবার অল্প সময় বেঁচেও কর্মগুণে জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে। ২২ বছর বয়সে শাহাদাত বরণকারী শহীদ আবদুল মালেকের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

মরহুম ইউসুফ আলীর নেক আমলসমূহ ও তাঁর দ্বীনি খেদমত আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে তার সহকর্মীদের তৌফিক দিন।

৩ মার্চ ২০০৩ তারিখে আল ফালাহ মিলনায়তনে মরহুমের রূহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে আয়োজিত দোয়ার মাহফিলে আমীরে জামায়াতের ভাষণ।

www.bjilibrary.com

এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এক মহান শিক্ষক

মকবুল আহমদ

২০০৩ এর জানুয়ারির শেষ দিকে আল্লাহর অপার মহিমায় হজ্ব সফরে বায়তুল্লাহ জিয়ারতের এক সুযোগ পেলাম। হজ্বের কাজ-কর্ম শেষ করে নবী পাক (সাঃ)-এর রওজা জিয়ারতে মদিনা শরীফে পৌঁছলাম। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ রাতেই খবর পেলাম আমাদের প্রিয় ভাই, জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম অধ্যাপক ইউসুফ আলী মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ঢাকা থেকে এখনই খবর পেয়েছেন আমাদের মদিনা প্রবাসী ভাইয়েরা। তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম মনে। সবর করে খবর নিয়ে জানলাম বিস্তারিত ঘটনা। সাংগঠনিক সফর শেষ করে কুমিল্লা থেকে ফেরার পথে তিনি গাড়িতেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সেখানেই তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। প্রভুর ডাক যখন আসে তখন আর আগফের হয় না। এ সত্যকে বাস্তবে প্রমাণ করে আমাদের প্রিয় ভাই অধ্যাপক ইউসুফ আলী দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। অতীতের অনেক স্মৃতি মনে পড়ল। কিন্তু আমি যে প্রবাসে, দেশ থেকে অনেক দূরে। তাঁর পরিবার-পরিজনদের সাথে যে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করব তাও সম্ভব হলো না।

সাথে সাথে মদিনা প্রবাসী দ্বীনি ভাই, আমাদের পরিচিত বাংলাদেশী হাজী ভাইদের বাদ

www.bjilibrary.com

ফজর মসজিদে নববীতে একত্রিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দিতে বললাম। বাদ ফজর সবাই একত্রিত হলাম। মাহফিলে তাঁর গৌরবময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করলেন আমাদের ভাইয়েরা। মহানবীর রওজার পাশে বসে কেঁদে কেঁদে সবাই তাঁর জন্য দোয়া করলেন। অনেকে খবর জানেন না, তাই ঠিক হলো বাদ জোহরও আবার দোয়ার মাহফিল হবে। এবারও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী একত্রিত হলেন। দোয়া হলো আল্লাহ যেন আমাদের এ সম্মানিত ভাইয়ের জীবনের সকল ভুল-ক্রটি মাপ করে দেন। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করেন। যিনি সারা জীবন দ্বীনী আন্দোলনে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেছেন। সে কাজে নিয়োজিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। এতো জিহাদে রত অবস্থায় মৃত্যু। আল্লাহ তাকে যেন শহীদের মর্যাদা দান করেন।

মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও উঁচুদরের সংগঠক ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলনের সুবাদে তাঁর সাথে পরিচিত হই দীর্ঘ দিন আগে। তিনি তখন নরসিংদী কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক।

ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন জিম্মাদারীর কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালে তাঁর সান্নিধ্যে বেশি বেশি আসার সুযোগ হয়েছে। ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম থেকে এসে যখন কেন্দ্রীয় অফিসে যোগদান করি তখন আরো বিভিন্ন কাজে জড়িত হয়েছি তাঁর সাথে।

ব্যক্তি জীবনে তিনি খুবই সহজ-সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন। বৈঠক আলোচনায় যখনই কোনো বিষয় সুস্পষ্ট মতপার্থক্য দেখা দিত দেখতাম তিনি খুব সুন্দরভাবে একটা আপস প্রস্তাব বা সমন্বিত প্রস্তাব পেশ করতেন যা সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য হতো। সাংগঠনিক জীবনে এ ভূমিকাটা খুবই কল্যাণকর অবদান রাখত।

সাংগঠনিক বিষয়াদি, কর্মী তৈরি ইত্যাদি বিষয় বেশ কিছু বই তিনি লিখেছেন। তন্মধ্যে 'ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন' ও 'মুমিনের পারিবারিক জীবন' খুবই উল্লেখযোগ্য।

একদিন তিনি সৌজন্য কপি হিসেবে 'মুমিনের পারিবারিক জীবন' বইটি দিলেন। কেন্দ্রীয় সকল নেতৃবৃন্দকেই বইটি দিলেন। খুবই সুখপাঠ্য বইটি। পড়ে ফেললাম। লেখকের দরদী মনের কলমের আঁচড়ে তিনি আমাদের জন্য কুরআন-হাদীসের আলোকে একটা সুন্দর বই উপস্থাপন করলেন- মনটা খুবই খুশি হলো। এত মুনশিয়ানার সাথে জানা বিষয়কে তিনি এমনভাবে লিখলেন, পড়লে আশ্চর্য হতে হয়।

আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, শরীর অসুস্থ, কোন ফাঁকে এত বড় বই লিখে ফেললেন। তিনি বললেন, আস্তে আস্তে লিখলাম, ছোট ছোট প্রবন্ধ, পরে সব মিলিয়ে বই হয়ে গেল। তার বলার ভঙ্গিমায় মনে হলো এ বই লেখা এত সহজ-যাতে আমরাও উৎসাহিত হলাম– কিছু কিছু লেখার জন্য।

বিভিন্ন সময় সাংগঠনিক অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে তাঁর সামনে যখনই আসত তিনি এত সহজে সমাধান করতেন যা সহজবোধ্য মনে হয়।

www.bjilibrary.com

সাংগঠনিক জীবনে অনেক স্মৃতির সাথে মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। নিয়ম মত, সময় মত বৈঠকাদিতে উপস্থিত হওয়া। এ ব্যাপারে ইউসুফ ভাই খুবই সচেতন ছিলেন। খুব কমই এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হতো।

'মুমিনের পারিবারিক জীবন' গ্রন্থে তিনি ছোটখাট আমলগুলোর ব্যাপারে কত সুন্দর করে আমাদের সচেতন করেছেন বইটি না পড়লে বুঝা যায় না।

হজ্ব থেকে ফিরে এসে মরহুমের বিবি ও ছেলেমেয়েদের সাথে সাক্ষাতের জন্য মীরহাজিরবাগে তাদের বাসায় গেলাম। ভাবী, তার ছেলেমেয়েদের মুরুব্বীহারা ব্যথার ভিতরও অকৃত্রিম মেহমানদারীতে খুবই অভিভূত হলাম। সবাইকে দ্বীনি আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আবেদন জানালাম। তাঁর বিবি, এক ছেলে, তিন জামাতা ইসলামী আন্দোলনের রুকন বা সদস্য। নিজ পরিবারকেও ইসলামী আন্দোলনের আদলে গঠন করার জন্য তিনি সার্বিক চেষ্টা করেছেন।

কেন্দ্রীয় সংগঠন ও অফিসের সাথে জড়িত রুকন ভাই ও বোনদের নিয়ে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে একটি সাংগঠনিক ইউনিট পরিচালিত হয়। একদিন আমরা সবাই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, নেতৃবৃন্দ, দায়িত্বশীল ভাই ও বোনদের ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজনকে কিভাবে আরো ভালো করে একটা সুন্দর পরিবার গঠন করতে পারি। সাবেক আমীরে জামায়াত তখন এ বিষয়টি নিয়ে একটা পেপার তৈরি করতে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইকেই দায়িত্ব দিলেন। তিনি 'ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের পরিবারের সদস্যদের আন্দোলনমুখী করার উপায়' এ বিষয়ের উপর খুবই সুন্দর একটা প্রবন্ধ পরবর্তী বৈঠকে পেশ করলেন– যা এ নামে বই আকারে বের হয়েছে।

আমাদের সকলের জন্য এ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মরহুম ইউসুফ আলী ভাই তিলে তিলে সংগঠনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। ত্যাগ, কুরবানী, নিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন আমাদের জন্য।

তিনি ডায়াবেটিস ও হার্টের রোগী ছিলেন। তাই চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়ায় খুবই সংযমী ছিলেন। তাকে অনেক ঔষধ খেতে হতো। এ কারণে শরীরে ক্লান্তি এসেছিল। তবুও অনবরত কাজ করে যেতেন ধীরস্থিরভাবে।

তিনি কেন্দ্রীয় অফিসের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও যানবাহন বিভাগ দেখাশুনা করতেন। এ সব জায়গায়ও তিনি বেশ আন্তরিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পরিকল্পনা, প্রকাশনা, প্রোগ্রাম ও সফর বিভাগও বেশ যোগ্যতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে আমরা তীব্রভাবে তার প্রয়োজন অনুভব করলাম।

মকবুল আহমদ
নায়েবে আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

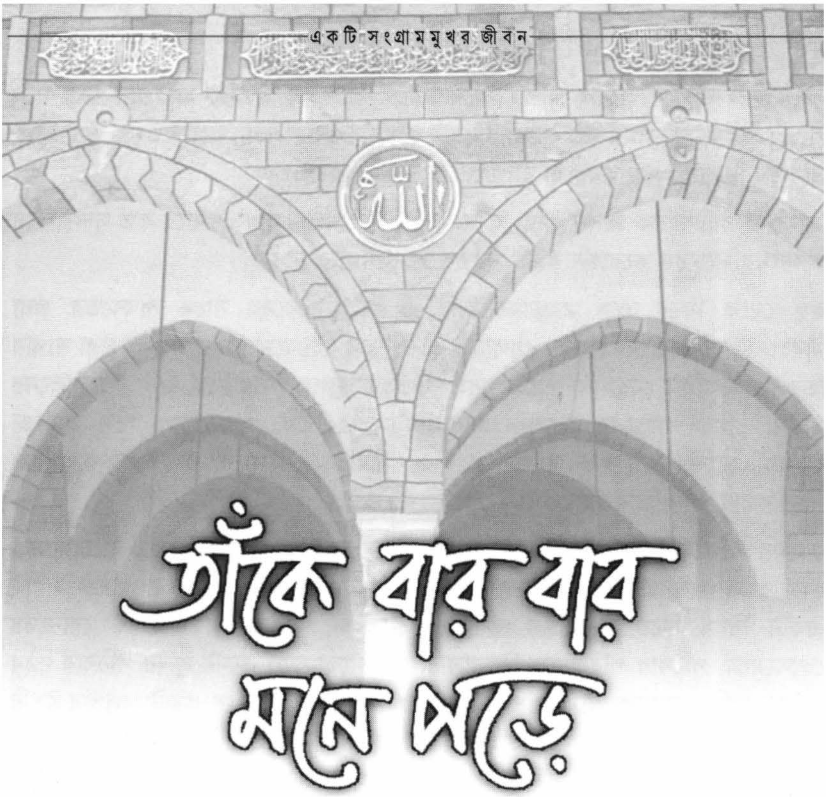

তাঁকে বার বার মনে পড়ে

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

এমন কিছু মানুষ আছে যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও কখনো ভোলা যায় না, বার বার মনে পড়ে। অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমনি একজন মানুষ। তিনি সারাটি জীবন জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এমন কিছু পদ আছে যা হয়তো অফিসিয়ালি পূরণ করা যায়– কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যক্তি দিয়ে সব পদ পূরণ করা যায় না। আমাদের সবার উচিত মরহুমের মতো জীবন গঠনের চেষ্টা করা। তাঁর জীবনে অসংখ্যগুণের সমাবেশ ঘটেছিল।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী তাঁর গোটা জীবন সংগঠনের জন্য ব্যয় করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সংগঠক। ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

৩ মার্চ ২০০৩ তারিখে আল ফালাহ মিলনায়তনে মরহুমের রূহের মাগফেরাতের উদ্দেশে আয়োজিত দোয়ার মাহফিলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি জেনারেলের প্রদত্ত ভাষণ।

www.bjilibrary.com

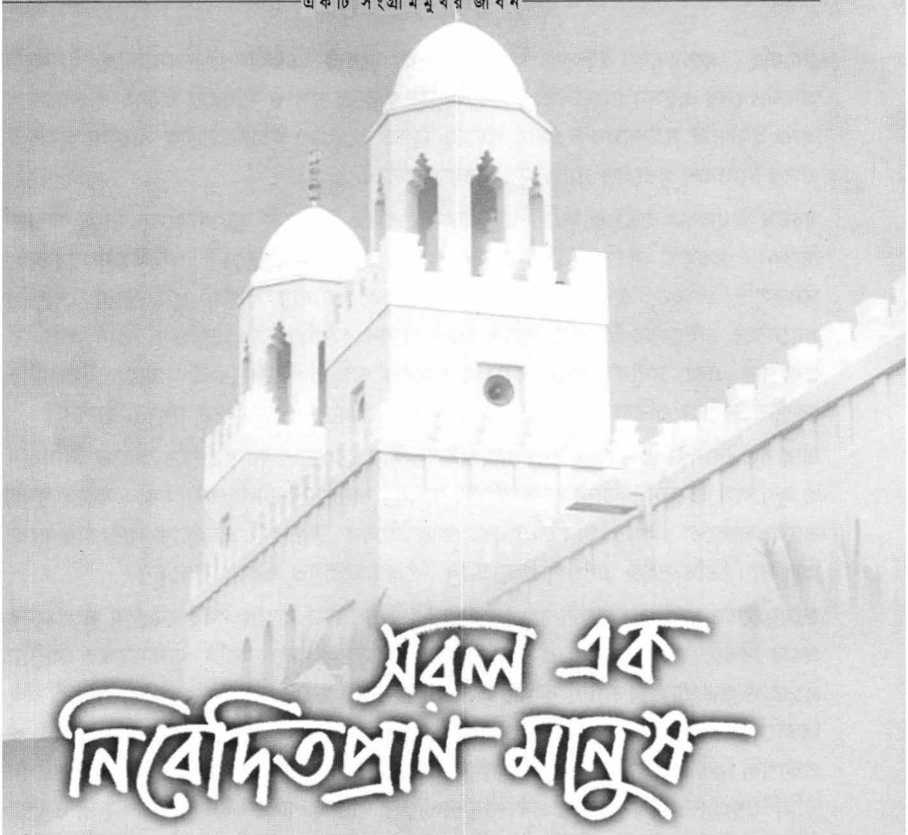

সরল এক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে দীর্ঘদিন অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সাথে পরিচয়। বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে আপনি বলেই সম্বোধন করতেন। তাঁকে দেখেছি অতি জুনিয়রদেরকেও আপনি বলে সম্বোধন করতেন। বিশেষ করে আমাদের সমাজের অনেক প্রভাবশালী এবং নেতৃস্থানীয় লোক অপরিচিত লোক (যদি মনে করেন তার চাইতে বয়স কিছুটা কম হবে) তুমি বলে সম্বোধন করে থাকেন। ইউসুফ ভাইকে দেখেছি তার ছেলেদের চাইতে কম বয়স্কদেরকেও আপনি বলে সম্বোধন করতে।

অনিয়ম, স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকা, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম না করা, সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা, সারাক্ষণ ব্যস্ততা, নানাবিধ দুশ্চিন্তা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ইসলামী আন্দোলনের অনেক দায়িত্বশীলের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে

www.bjilibrary.com

দেখেছি। অধ্যাপক ইউসুফ আলী এঁদের মধ্যেই একজন। নিঃসন্দেহে ইসলামী আন্দোলনের এইসব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফলেই বাংলাদেশে আজ ইসলামী আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ঐসব নিষ্ঠাবান মুখলেস ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করবেন।

মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বহুমুখী দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। জামায়াতের পরিকল্পনা বিভাগ, সফরসূচি প্রণয়ন, প্রকাশনা বিভাগ, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পরিচালনা বোর্ডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইত্যাদি দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি আধুনিক প্রকাশনী এবং চাষীকল্যাণের কাজের সাথেও জড়িত ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, মজলিশে শুরার তিনি সদস্য ছিলেন।

তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও মুখলেস ছিলেন। তাঁর সরল জীবন-যাপন, সাদাসিদা চালচলন আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো। বড় কথা তিনি নিরহংকার ছিলেন। কথাকথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি সহজ এবং পরিচ্ছন্নভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতেন।

জামায়াতের ঢাকা মহানগরী শাখায় অল্প কিছুদিন কাজ করার পরই কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালনের কারণে আমি জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগীয় কমিটির সদস্য ছিলাম। মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী এই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সাবেক আমীরে জামায়াত প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা কমিটি করে দেন। আমাকে প্রকাশনা বিভাগের কমিটিতেও সদস্য করা হয়। প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পালনে ইউসুফ ভাই সদা তৎপর ছিলেন। কোনো সিদ্ধান্ত তিনি একা নিতেন না। বৈঠক করেই সিদ্ধান্ত নিতেন। কিছু কিছু ব্যাপারে আমি বলতাম, ইউসুফ ভাই বৈঠক দরকার নেই আপনিই এটা করে নিন। তিনি বলতেন, একটু সময় বের করেন, সবাই আলাপ করেই সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়। কোনো সময় যদি বৈঠক করার সময় না পাওয়া যেতো সকল সদস্যের মতামত নিয়ে তারপরই কাজটা করতেন।

তিনি যখন সোনার বাংলায় পরিচালনা বোর্ডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব নিলেন তখন যথেষ্ট তৎপরতার সাথে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। মাঝে মধ্যেই অফিসে এসে যতদূর সম্ভব খোঁজখবর নিতেন। অনেক ব্যাপারেই সম্পাদক হিসাবে আমাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। সম্পাদকের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। বিগত নির্বাচনের আগে সোনার বাংলা কিছু সংখ্যা রঙ্গীন ছাপার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু নির্বাচনের পর পরই খরচ বেশি হচ্ছে বিবেচনায় তিনি রঙ্গীন ছাপা বন্ধ করে দেন। আমি এতে কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। কারণ পত্রিকাটা আবার সাদা-কালো ছাপবে আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ইউসুফ ভাই বুঝিয়ে বললেন অতিরিক্ত খরচের ঘাটতি পূরণ করা কঠিন হবে এবং আমরা ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবো। আপনারা আয় বৃদ্ধি করেন। পরে দেখা যাবে।

www.bjilibrary.com

পাঠকদের পক্ষ থেকে সোনার বাংলার পাতা বৃদ্ধি করার জন্য দাবি ছিল। এটাও খরচ বৃদ্ধি হলে লোকসান বাড়বে এই আশংকায় করা যায়নি। পত্রিকা নিয়ে তার চিন্তাভাবনা ছিল। লেখক সম্মানী বৃদ্ধির জন্য আমরা ইউসুফ ভাইকে চাপ দিচ্ছিলাম। অবশেষে বৈঠক করে লেখক সম্মানী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তাঁর তদারকীতে অফিসের স্টাফদের তৎপরতা ও নিয়মানুবর্তিতার বেশ উন্নতিও হয়েছে।

জামায়াতের সফরসূচি প্রণয়ন করতেন ইউসুফ ভাই। রাজধানীতে রাজনৈতিক তৎপরতা বিশেষভাবে জামায়াতের রাজনৈতিক ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসাবে এবং তদুপরি প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী (১৯৮২-১৯৯২) হিসাবে সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম চাইতেন আমি যেন বেশিরভাগ সময় ঢাকায় থাকি। বাইরে লম্বা কোনো সফরে আমি যেন না যাই বা গেলেও বিমান বা অন্য কোনোভাবে দিন শেষে ঢাকা ফিরে আসি। তাছাড়া আমিও বাইরের প্রোগ্রাম কম নিতে চাইতাম। ইউসুফ ভাই অত্যন্ত বিবেচনা করে আমাকে কম সফর দিতেন। কিন্তু আবার দেখা যেত বাইরের লোকদের অনুরোধের কারণে আমাকে তিনি সফর নিতে বাধ্য করতেন। বিশেষ করে ঢাকার আশেপাশের জেলাগুলোতে প্রোগ্রাম দিয়ে বলতেন- দিন গিয়ে দিন ফিরে আসবেন। কাজেই প্রোগ্রামটা নিন। আমি তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারতাম না।

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলা চলাকালে তিনি যখন কারারুদ্ধ তখন জামায়াতের সিদ্ধান্তে আমি একটি পুস্তিকা লিখেছিলাম যার প্রায় ৬ লক্ষ কপি ছেপে সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। এর কোনো রয়ালটি আমি নেইনি। ঐসব পুস্তিকার সব ফুরিয়ে যাবার পর অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই নিজ খরচে কিছু বই, সম্ভবত ২০ হাজার কপি ছেপেছিলেন। একদিন হঠাৎ করে তিনি আমাকে ডেকে রয়ালটি বাবদ কিছু টাকা দিলেন। এবং বললেন, আপনার লেখা বই সারাদেশে এত বিতরণ হলো, বিক্রয় হলো আপনি তো কিছু নেননি। আমি যেহেতু কিছু বই ছেপে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করেছি তাই এর রয়ালটি আপনি নিলে খুশি হবো। মরহুম আব্বাস আলী খান জীবিত থাকাকালে আমার আরেকটি বই যা জামায়াত প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয় তার নিজ উদ্যোগে এবং সুপারিশে আমি বেশ কিছু টাকা রয়ালটি বাবদ পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। এতে আমার একটা বড় উপকারও হয়েছিল। ইউসুফ ভাই আমার আরও একটি বই 'বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন' ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইউসুফ ভাই ব্যবস্থা না করলে আমার দ্বারা হয়তোবা কখনও তা সম্ভব হতো না। লেখালেখি মোটামুটিভাবে একেবারে কম করিনি। কিন্তু সেগুলো উদ্যোগ নিয়ে সংকলিত ও গ্রন্থণার ব্যাপারে আমার রয়েছে বেশ গাফিলতি। নিজের এসব কাজ কখনও গুছিয়ে করতে পারিনি। সামনের দিনগুলোতে আদৌ পারবো কিনা জানি না।

বাড্ডা থানার একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর সর্বশেষ নির্বাচনী সভায় যাবো বলে কথা দিয়েছিলাম। ইউসুফ ভাইয়ের মৃত্যুর দিনই বিকালে ছিল সেই নির্বাচনী সভা। তাই একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মরহুমের বাড়িতে তার কফিনের সাথে গিয়ে দাফন কাজে শরীক হতে পারিনি। সেজন্যই ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত কালিগঞ্জের দোয়া দিবসে আমি

www.bjilibrary.com

শরীক হয়েছিলাম। ইউসুফ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার (বড়গাঁও মাদ্রাসা) প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে শেষ মুহূর্তে গিয়ে শরীক হতে পেরে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ঘটনাক্রমে ১৪ তারিখ সকালে নালীতাবাড়ী থানার সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব আবদুল মালেক ইন্তেকাল করেন। তিনি শিবির সদস্য সিরাতুন্নবীর পিতা এবং একজন অত্যন্ত দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে যাই। সেখানে গিয়েই খবর পাই শেখ আবদুল্লাহ মেহদীর পিতা ভালুকা জামায়াত নেতা শেখ আবদুর রহমান ভোর রাতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মরহুম শেখ আব্দুর রহমান ভালুকা থেকে জামায়াতে ইসলামীর নমিনী ছিলেন। আমি ঢাকা থেকে শেরপুর যাওয়া আসার পথে বিভিন্ন সময় তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি। ভালুকায় ইসলামী আন্দোলনের তিনি একজন অভিভাবক ছিলেন। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ইবনে সিনা হাসপাতাল থেকে সরাসরি ভালুকা রওয়ানা করি। কারণ বাদ জুমআ মরহুমের নামাজে জানাজা। রওয়ানার আগে ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীল ভাইদেরকে তাদের সহকর্মী সিরাতুন্নবীর পিতা মরহুম আবদুল মালেকের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ি শেরপুর জিলার ঝিনাইগাতী উপজেলার পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে যাই।

ভালুকায় মরহুম আব্দুর রহমানের নামাজে জানাযায় শরীক হয়ে আবার দ্রুত কালিগঞ্জ মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ ভাইয়ের দোয়ার মাহফিলে পৌঁছাই। রাস্তায় একটি অচল ট্রাক পড়ে থাকায় প্রায় দুই কিলোমিটার নির্মাণাধীন রাস্তায় হেঁটে বড়গাঁও মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে পৌঁছি। আমি যখন মাঠে পৌঁছি তখন ঘোষণা দেয়া হচ্ছে সভাপতির ভাষণ দেয়ার জন্য। আমাকে দেখেই আয়োজকগণ মাইকে ঘোষণা দেয় যে আমাদের প্রধান অতিথি এসে পৌঁছেছেন। আমি মঞ্চে উঠেই আমার বিলম্বে পৌঁছার কারণ ব্যাখ্যা করে ক্ষমা চেয়ে কিছু কথা নিবেদন করলাম। সেদিন দেখেছি অধ্যাপক মরহুম ইউসুফ আলী এলাকার মানুষের মধ্যে বেশ স্থান করে নিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি বেশ ভালো ভোট পান। এমপি ফজলুল হক মিলন নিজে আমাকে বলেছেন, ইউসুফ স্যার ইন্তেকাল করায় আমি আমার একজন অভিভাবককে হারালাম। তবে আমার সান্ত্বনা এই যে তিনি দুটো কাজ আমাকে করতে বলেছিলেন। কাজ দুটোর একটি অর্থাৎ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছি। দ্বিতীয়টি ছিল রাস্তাটি পাকা করা এবং সেটাও প্রায় শেষ হয়ে এলো।" ওয়ামীর নূরুল ইসলাম আমাকে বললেন, "স্যার আমাকে একটি মসজিদ করে দিতে বলেছিলেন, আমি সেটা করে দিয়েছি।"

আন্দোলনের কর্মী হিসাবে ইউসুফ ভাইয়ের বড় সাফল্য তিনি তাঁর পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের অনেককেই আন্দোলনে শামিল করতে পেরেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান সক্রিয় কর্মী। আল্লাহ তাঁর পরিবারের উপর রহমত নাজিল করুন এবং মরহুম ইউসুফ ভাইকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ও সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

এক নীরব ইতিহাস

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আমাদের সকলের পরিচিত ইউসুফ ভাই আমাদের মাঝে আর নেই। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে চলে গেছেন।

তাঁর চলে যাবার ঘটনাটি যত সহজে ঘটেছে তাঁকে ভুলে যাওয়া তত সহজ নয় বলেই মনে হচ্ছে। যে সব কারণে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইকে প্রায় মনে পড়ে তা এখানে উল্লেখ করা হলো :

এক. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের একটা প্রকাশনা বিভাগ আছে। দীর্ঘদিন এ দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। অসংখ্য পুস্তক এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইগুলোর প্রকাশক হিসেবে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের নাম দেখতে পাই। নীরবে একজন আন্দোলনের নেতা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত প্রকাশনা জগতে কাজ করে গেছেন। জামায়াত প্রকাশনা জগতে তাঁর মত একজন লোকের কত দরকার আজ সেটার

www.bjilibrary.com

প্রয়োজন উপলব্ধি করা যাচ্ছে। জীবিত থাকতে তত বুঝা যায় নি। প্রকাশনা জগতে তাঁর যে অবদান, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করি যেন কবুল করেন- আমীন।

দুই. প্রতি মাসেই সফর প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয়ভাবে তৈরি করে জেলাগুলোতে পৌঁছানো হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কে কোথায় যাবেন তার সফরসূচী লিখিতভাবে পৌঁছানো হয়। অন্যান্য মাসের মত এখনও যখন সফর প্রোগ্রাম হাতে পৌঁছে মনে পড়ে যায় অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের কথা। প্রকৃতপক্ষে জেলাগুলোর সাথে প্রোগ্রামের ব্যাপারে কথা বলা এবং নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা সত্যিই খুব জটিল ও ধৈর্যের কাজ। কখনও জেলা আমীরদের পাওয়া যায়, কখনও পাওয়া যায় না। Via-media কথা বলে প্রোগ্রাম ঠিক করা যে কত কষ্টকর, যিনি করেন তিনি ছাড়া বিষয়টি উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। হঠাৎ করে কোনো কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের প্রোগ্রাম পরিবর্তন হলে তা manage করা যে কত বড় ধৈর্যের কাজ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইকে দেখে কিছু বুঝতে পারতাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের অনুরোধ করা শেষ প্রোগ্রাম মনে পড়ছে সেটা ছিল চাঁদপুরে। যানবাহন ঠিক করা থেকে শুরু করে জেলা আমীরের সাথে contact করা, সকল কাজগুলো তিনি করে দিয়ে গেছেন। সেই প্রোগ্রামে গিয়ে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সকলকে সাথে নিয়ে দু'হাত তুলে দোয়া করেছিলাম- চোখের পানিতে সেদিন সকলে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন- আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতবাসী করেন আমীন॥

পরিকল্পনা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রিপোর্ট, দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজই মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী করতেন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্ব পালন যতদিন থেকে করছি মনে পড়ছে ততদিন মরহুম এ দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করে গেছেন। পরিকল্পনার কাজগুলো যাতে ঠিকমত ও সময়মত হয় সেজন্য পরিকল্পনার আলোকে পরিশিষ্ট তৈরি করতেন। সেই সাথে সময় নির্দেশিকাও তিনি তৈরি করতেন। সারা বছরে কোনো সময়-নিম্নের কাজসমূহ :

১. কেন্দ্রীয় শুরা সম্মেলন
২. জেলা আমীর সম্মেলন
৩. কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠক
৪. কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির সমূহ
৫. থানা আমীর সম্মেলন
৬. মহিলা দায়িত্বশীল সম্মেলন
৭. শ্রম-সম্পাদকদের সম্মেলন
৮. জাতীয় ও ইসলামী দিবসসমূহ পালন
৯. দাওয়াতী অভিযান পালন

www.bjilibrary.com

১০. সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল সপ্তাহ পালন ইত্যাদি সাংগঠনিক কাজগুলো করা দরকার, আবহাওয়া ও মৌসুম বুঝে তিনি ঠিক করতেন। পরবর্তীতে নির্বাহী ও কর্মপরিষদ বৈঠকে তা পাস করে জেলাগুলোতে পাঠানো হয়।

একান্ত নিরিবিলিভাবে চিন্তা করে এসব বিষয় ঠিকঠাক করতেন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

এবারও ১-১১ এপ্রিল পুরুষদের জন্য ১১-২১ এপ্রিল মহিলাদের জন্য দাওয়াতী অভিযান পালন করা হল। দাওয়াতী অভিযানের সময় অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মৌসুমী অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে যে দাওয়াতী অভিযান পালিত হলো- এ সময়টুকুর চিন্তা অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের। আমার মনে পড়ছে একটি বৈঠকে কি যুক্তি দেখিয়ে দাওয়াতী অভিযান আরো একটু পরে করার জন্য বলেছিলাম। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই যথার্থভাবে এবং অত্যন্ত মজবুতির সাথে বললেন বৈশাখ চলে আসবে- এ বৈশাখ আসার আগেই দাওয়াতী অভিযান শেষ করতে হবে।

এ রকম একজন দক্ষ যোগ্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইসলামী আন্দোলনের নেতা এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে নীরবে তাঁর রবের কাছে চলে যাবেন- ভাবতেও পারিনি।

যানবাহন বিভাগ

এ বিভাগটিও মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই দেখতেন। বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকটা sensitiveও বটে। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছাড়া এটা নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা খুবই কঠিন। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে ও ধৈর্যের সাথে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। মাঝে মধ্যে অনেককে ডেকে নিয়ে বুঝাতেন আমাদের যানবাহন সীমিত- কিন্তু চাহিদা সেই তুলনায় অনেক বেশি। অল্প জিনিসকেই আমাদের সকলকে কুরবানীর মনোভাব নিয়েই চালাতে হবে।

এমন একদিন ছিল আমরা নিজস্ব যানবাহনে করে প্রোগ্রাম করতে পারব- চিন্তাও ছিল দুঃস্বপ্ন। বাসে-কোচে চড়েই আমাদের মুরুব্বীরা জীবনের বেশি অংশ পার করে দিয়েছেন। শোকর করেন, ধৈর্যের সাথে চলেন, আল্লাহ হয়তো রাস্তা আরো সহজ করে দিবেন।

তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা

বাংলাদেশে বলতে গেলে এক নামে ভালো মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত তা হলো তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা। প্রায় প্রতি বছরই মাদ্রাসা বোর্ডে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল ক্লাসে মেধা স্থান দখলকারী হিসেবে মাদ্রাসাটি পরিচিত। সম্প্রতি টংগীতেও এর একটি শাখা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ মাদ্রাসাটি অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ নিজ বাড়ির সাথে লাগা। জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় মাদ্রাসাটিকে গড়ে তোলার জন্য তিনি ব্যয় করেছেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কাজে সব সময় তিনি জড়িত ছিলেন। মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আপনজনের মত। মাদ্রাসার মসজিদে তিনি নিয়মিত জামায়াতে নামাজ আদায়

www.bjilibrary.com

করতেন। যেদিন ইউসুফ ভাইয়ের লাশ কুমিল্লা থেকে তার বাসভবনে এসেছিল, সেদিন দেখেছিলাম মাদ্রাসার Principal মাওলানা জয়নাল আবেদিন ভাইসহ অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্র তাদের চোখের পানি নিয়ে কিভাবে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলেন। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করে মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসন দান করুন- আমীন ॥

লেখক হিসেবে

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক হলেও তিনি ছাত্রজীবন থেকেও কুরআন হাদীস আরবী ভাষায় চর্চা করতেন। দীর্ঘদিনের সাধনায় তিনি কুরআন হাদীসের ইলম-এ যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর জীবনের শেষ লেখা পারিবারিক জীবনের উপর রচিত গ্রন্থটি পড়লে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খুবই ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করার ব্যক্তিত্ব ছিলেন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী। খুবই চিন্তা করে আন্দোলনের জন্য বই পুস্তক লিখতেন। নিম্নে তাঁর লিখিত বইপুস্তিকার একটি তালিকা দেয়া হলো :

১. আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়
২. মোমিনের পারিবারিক জীবন
৩. মোমিনের দাম্পত্য জীবন
৪. সন্তানের অধিকার ও পিতামাতার প্রতি করণীয়
৫. মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে আলকুরআন
৬. ইসলামী আন্দোলনমুখী পরিবার গঠন
৭. মোমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য
৮. ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন
৯. বাংলাদেশের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত
১০. ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির আত্মপর্যালোচনা ও মানোন্নয়ন
১১. ইসলামী বিপ্লব সাধনে অধস্তন দায়িত্বশীলদের ভূমিকা
১২. ইসলামী আন্দোলনে কেন সামিল হবেন ও কিভাবে?

বই পুস্তকের মাধ্যমেই লেখকের কোন বিষয়ে বেশি পেরেশানী তা বুঝা যায়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই আলকুরআনের আয়াতাংশ "ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা"– 'হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো এবং তোমাদের 'আহল' পরিবারকেও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো'- দ্বারা বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বাস্তব জীবনেও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় করে গেছেন। অনেক সময় দেখেছি তিনি নিজে তাঁর স্ত্রীর (রুকন) প্রোগ্রাম থেকে নেয়ার জন্য গাড়িতে অপেক্ষা করে সহযোগিতা দিয়েছেন। নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকেও শিবির, ছাত্রীসংস্থা ও জামায়াতের সদস্য হবার ব্যাপারে বেশ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়েছেন। একটি আদর্শ পরিবার গঠনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

অপরদিকে কোন কোন দুর্বল দিকের কারণে সংগঠন মজবুতভাবে এগুতে পারছে না-

www.bjilibrary.com

তাও তাঁকে পীড়িত করে তুলত। এসব কারণে তিনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে সংগঠনের দুর্বল point গুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের দিকনির্দেশনা দিয়ে বই লিখেছেন অত্যন্ত দরদী মানুষের মত।

অনেকে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইকে সংগঠনের "পোকা বাছা" কাজ করার খেতাব দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও বলতেন 'সবাই যদি জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সংগঠনের এ পোকা বাছা কাজটি কে করবে? তাই আমাকে এ কাজটি করতে দিন'। সারা জীবন তিনি অত্যন্ত দক্ষ হাতে সংগঠনের এ অভ্যন্তরীণ কাজটি করে গেছেন। আজকে তাঁর তিরোধানে সকলে এ অভাবটি প্রকটভাবে উপলব্ধি করছেন। আল্লাহ তাঁকে জাজায়ে খায়ের দান করুন এবং তাঁর শূন্যতা পূরণে নতুন লোক এগিয়ে আসার তৌফিক দিন- আমীন।

দাওয়াতী কাজের জন্য বই বিক্রি ও বই বিলি

মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের এ মহান কাজটির সমকক্ষ কোনো ব্যক্তি দেখা যায় না। সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে সফরের সময় সংগঠনের জরুরি ও দাওয়াতী বইগুলো জেলায় জেলায় নিয়ে গিয়ে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। জীবনের প্রথম থেকেই দ্বীনের দাওয়াত দেয়া ছিল তাঁর সহজাত কাজ। যখনই কোনো জেলায় সফর করতেন ব্যাগভর্তি করে বই নিয়ে যেতেন। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বই কর্মীদের কাছে পৌঁছানোর উত্তম কাজটি তিনি করে গেছেন। সাথে করে বই নিয়ে যেতেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অন্যতম সদস্য মরহুম অধ্যাপক আবদুল খালেক (আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসনে স্থান দিন- আমীন)। তিনিও উত্তরাঞ্চলের প্রায় সকল জেলাসহ সারা দেশে প্রচুর বই সফর করার সময় নিয়ে যেতেন। বই যে ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ এ কথা না বললেও সকলেই বিষয়টি অবহিত আছেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের তিরোধানে সকলের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

সফরে

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের সাথে বেশ কয়েকবার সফর করার সুযোগ হয়েছে। এত সাদাসিদা সহজ সরল জীবন যাপন করার মত নেতা আর চোখে পড়ছে না। খুবই কম কথা বলতেন এবং প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। রাস্তায় যেতে যেতে নাস্তার সময় হলে যে কোনো হোটেলে, যেখানে চা ও পানের বন্দোবস্ত আছে এমন হোটেলে তিনি নাস্তা করে নিতেন। একটা কথা বলে নেয়া দরকার যে 'চা না খেলে নাস্তা খাওয়া হয়েছে বলে মনে হলো না'- এ কথাটা তিনি প্রায় বলতেন। অর্থাৎ নাস্তার পরে এক কাপ চা হলেই তিনি সন্তুষ্ট। ডায়াবেটিক থাকার কারণে সেই চা হতো চিনি ছাড়া। সাথে তিনি বিকল্প সুক্রাল জাতীয় ট্যাবলেট রাখতেন। এমনও দেখেছি চায়ের সাথে একটু লবণ মিশিয়েও চা খেতেন। অবশ্য পান তিনি সব সময় নিজের কাছে রাখতেন। পানের ডিব্বা থেকে নিজে যেমন খেতেন অন্য কোনো পান খাওয়া লোকের মেহমানদারীও করতেন। আমাদের কামারুজ্জামান ভাই প্রায়ই অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভায়ের পানের ডিব্বা থেকে পান নিয়ে খেতেন। এখন কামারুজ্জামান ভাই ইউসুফ ভাইয়ের খালি চেয়ারের দিকে

www.bjilibrary.com

মাঝে মাঝে তাকান....। কিন্তু সেই ইউসুফ ভাইও নেই, ইউসুফ ভায়েই সেই পানের বাটাও নেই। শেষ জীবনে দাঁতের অসুবিধার কারণে চূর্ণ করা গুড়ো সুপারী দিয়ে পান খেতেন। এসব যেন স্মৃতি থেকে সরতে চায় না।

খালি আসনটি

গত ২৪-২৫ এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী ইউসুফ ভাইয়ের মৃত্যুর পর প্রথম জেলা আমীর সম্মেলন হলো। এই প্রথম তাঁর সাহচর্য ছাড়াই সম্মেলন শেষ হলো। মকবুল ভাইয়ের পাশেই হাতওয়ালা চেয়ারটিতে ইউসুফ ভাই বসে থাকতেন। এবার সেখানে কামারুজ্জামান ভাই বসলেন। বার বার মনে পড়ছিল ইউসুফ ভাইয়ের কথা। শান্তভাবে চেয়ারে বসে থাকতেন- মাঝে মধ্যে মকবুল ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ঘোষণা দিতেন। অবসর সময়ে পান খেতেন।

এবার ইউসুফ ভাইয়ের চেয়ারের পাশে বসে সব সময় তাঁকে অনুভব করেছি। ঘটনাক্রমে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষটিতে বসার যে ব্যবস্থা ছিল তাতে আমি তাঁর পাশে বসতাম। এখনও যখন সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করে চেয়ারে বসতে যাই 'অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের কথা মনে পড়ে... কালীগঞ্জের কোথায় কোন কবরে কিভাবে শুয়ে আছেন, কি অবস্থায় আছেন..... অসংখ্য কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুরের আঞ্চলিক দায়িত্বশীল হিসেবে জেলায় জেলায় উপজেলায় উপজেলায় আন্দোলনের জন্য, সংগঠনের জন্য, দাওয়াতী কাজের জন্য রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে ছুটে বেড়িয়েছেন। একসময়ের খুলনা ও দিনাজপুরের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে রাত ১২টা কখনও রাত ১টা পর্যন্ত ঘুম কামাই করে বৈঠকের পর বৈঠক করেছেন, কন্টাক্ট করেছেন। বয়সের কারণে যে বিশ্রাম নেয়ার কথা ছিল, বিশ্রাম পাওয়া উচিত ছিল- তার কোনোটাই তিনি পাননি। কবি ইকবালের কথায় মনে পড়ে-

"নাইকো পূর্ণ ক্লান্তি মোদের
... অবসর কোথা বিশ্রামের!
উজ্জ্বল হয়ে ফুটে নাই আজো
সুবিমল জ্যোতি তাওহীদের।"

হ্যাঁ, বিশ্রাম করার জগতে ইউসুফ ভাই চলে গেছেন। প্রাণভরে দোয়া করি- হে আল্লাহ, তুমি তোমার প্রিয় বান্দাহকে নিয়ে গেছ- দীর্ঘ সময় তোমার দ্বীনের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তোমার রাস্তায় সারাটি জীবন কাটিয়েছেন- এমনকি ইসলামী আন্দোলনের একটি বৈঠক শেষ করে নিজের বাড়ি পৌছার আগেই তোমার কাছে তাঁর আসল বাড়িতে পৌঁছে গেছেন- তোমার রহমতের ছায়ায় স্থান দিয়ে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসন দান করো- আমীন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতের ইসলামী বাংলাদেশ ও কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

www.bjilibrary.com

প্রফেসর ইউসুফ আলীর সংগ্রামী জীবন

বদরে আলম

প্রফেসর ইউসুফ আলীকে যদিও আমি চিনতাম প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় থেকে কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পাই ১৯৭৪ সাল থেকে। দেখা হয় ঢাকা গেন্ডেরিয়ার ফরিদাবাদ এলাকায় বাংলাদেশ সুগার অফ মিল কোম্পানির ডাইরেক্টর হিসেবে। আমি বাংলাদেশে রুকনিয়াতের নতুনভাবে শপথ নেই উনার কাছেই ফরিদাবাদে। উনি যদিও আমার থেকে নয় বছরের ছোট তথাপি আমি সর্বদাই উনাকে সিনিয়র দায়িত্বশীল হিসেবে গ্রহণ করতাম এবং তদ্রুপ ব্যবহারও করতাম।

তিনি কলেজের শিক্ষিত লোক হয়েও কোরআনের সহীহ আরবী উচ্চারণ সুন্দর ও এমন সাবলীলভাবে করতেন যে তাতে বোঝা যায় যে, আরবী ভাষার উপর উনার বেশ দখল আছে। জামায়াতে ইসলামী সংগঠন গভীরভাবে বুঝতেন যে কয়জন তার মধ্যে উনিও একজন ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর লিখিত কিছু বইও আছে।

ইউসুফ আলী সাহেব আমার দেখা মতে ধৈর্যশীল মানুষদের একজন। কখনও কোনো প্রকার রাগ

www.bjilibrary.com

বা বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। কথা বলতেন খুব রস দিয়ে এবং উনার বাচনভঙ্গি সবাইকে আকর্ষণ করত।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাংগঠনিক কাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রফেসর ইউসুফ আলী সাহেবের অবদান অনস্বীকার্য।

আমি অনেক সফরে উনার সাথী হয়েছিলাম। ফলে খুব কাছে থেকে উনাকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। পোশাক-আশাকে কোনো রকম আড়ম্বরতা প্রকাশ পেত না। কিন্তু উনার সেই সাদাসিধে পোশাক পায়জামা-পাঞ্জাবী, লুঙ্গি অথবা শেরওয়ানি ও কালো টুপি উনাকে বেশ মানিয়ে যেত। উনার পান খাবার অভ্যাস ছিল। কিন্তু কখনো কোথাও গেলে উনি সাথে করে উনার পানের ডিবা নিয়ে যেতেন যাতে অযথা অন্যের হয়রানি না হয়। আমি আরো লক্ষ্য করেছি নিজের কোনো কারণে মানুষকে কষ্ট দেয়া, কিংবা মানুষকে অসুবিধায় ফেলা উনার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

সংগঠনের সাথীদের সাথে তিনি সর্বদা মিষ্টি ব্যবহার করতেন। পাবলিক মিটিংয়ে সরকার বিরোধী কথা বলতেন খুব সংকোচহীনভাবে, বলিষ্ঠতার সাথে। কোনো প্রকার ভয়ের পরওয়া কখনও করতেন না।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মূল সংগঠন ছাড়াও উনি অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেমন তামিরুল মিল্লাত মাদরাসার সেক্রেটারী, তাঁতী কল্যাণ সমিতির সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট-এর সহ-সভাপতি, জামায়াত ইসলামী প্রকাশনা বিভাগের ডাইরেক্টর। এছাড়া এলাকার মসজিদ ও মাদরাসার সাথেও জড়িত ছিলেন।

তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রফেসর ইউসুফ আলীর বিরাট অবদান আছে। ছোট একটি মক্তব থেকে আরম্ভ করে এটিকে বাংলাদেশের একটি সেরা মাদরাসায় পরিণত করার ক্ষেত্রে সেক্রেটারী হিসেবে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

২৭ ফেব্রুয়ারিতে (২০০৩ সাল) উনার লাশ দাফন করার জন্য আমি উনার গ্রামের বাড়িতে যাই। মাদরাসা ময়দানে উনার জানাজায় কয়েক হাজার লোক সমাগম দেখে আমি বুঝলাম যে এলাকার মানুষ উনাকে কতটা ভালোবাসত। এমনকি স্থানীয় এমপিও জানাজায় এসে বক্তব্য রাখলেন।

অনেকগুলো যোগ্যতার সমন্বয় উনার মধ্যে ঘটেছিল– ইলমী যোগ্যতা, লেখালেখির যোগ্যতা, সুন্দর, সাবলীল ও বলিষ্ঠভাবে বক্তৃতা দানের যোগ্যতা, সাংগঠনিক যোগ্যতা, আরও অনেক ভালো ভালো যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন তিনি।

দীর্ঘদীন ধরে অসুখে ভুগেছিলেন তিনি। সর্বদা ওষুধ সাথে রাখতেন এবং সময় অনুযায়ী খেতেন। কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি কখনও সাংগঠনিক কাজে গাফিলতি করেননি। আমাকে এমন কথা কখনও শুনতে হয়নি যে, বেশি অসুস্থতার জন্য উনি সংগঠনের কাজ করতে পারেননি।

প্রফেসর ইউসুফ আলী সাহেবের কাছে সংগঠনই ছিল জীবন। তিনি নিজের জীবনকে সংগঠনের কাজে, ইসলামী আন্দোলনের কাজে ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন। আন্দোলনের প্রয়োজন অসুস্থতা সত্ত্বেও সাতক্ষিরা, খুলনা, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছেন এবং আন্দোলনের কাজ করেছেন।

দোয়া করি, আল্লাহর উনার সব নেকি কবুল করুন, দুবর্লতা মাফ করুন এবং আমাদেরকেও ইউসুফ আলী সাহেবের মত ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার তাওফিক দান করুন– আমীন।

বদরে আলম
কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

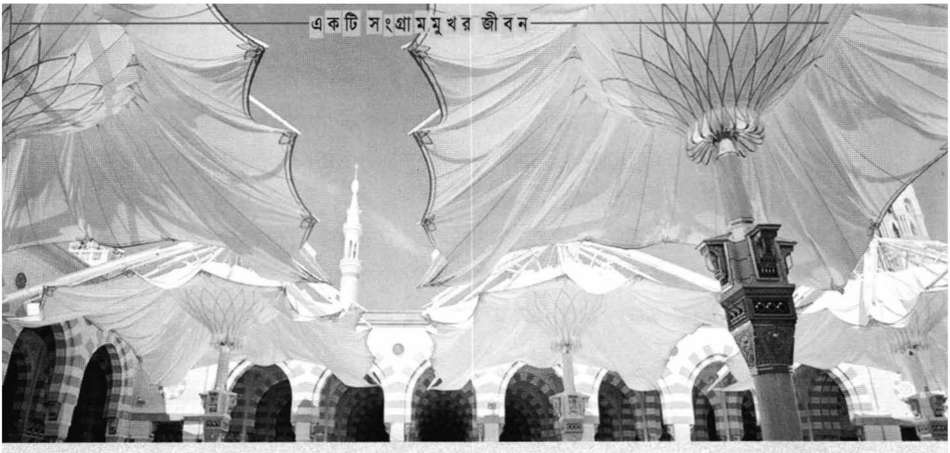

একটি প্রশান্ত চিত্ত

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

আজ থেকে ২৭ বছর আগে কেন্দ্রীয় ইউনিটে তদানীন্তন আমীরে জামায়াত মুহতারাম মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম ও সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফসহ আরো ৭ জন রুকন ছিলাম। অন্যরা হলেন মরহুম জনাব আবদুল খালেক, মুহতারাম বদরে আলম, মুহতারাম মাস্টার শফিকুল্লাহ, মরহুম অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, জনাব আমিনুর রহমান মঞ্জু ও আমি। (উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ইউনিটের রুকন সংখ্যা বর্তমানে একশত জন।) গত ২৭ বছর যাদের সাথে একত্রে বৈঠক করেছি, সংগঠনের বিভিন্ন কাজ করেছি, তাদের অনেকেই আজ এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালার এটা অমোঘ বিধান যে কেউই চিরদিন বাঁচবে না, সকলকেই এ দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। কুল্লু নাফসীন জায়েকাতুল মওত। সকল মানুষই মরণশীল। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে- এ মৃত্যুগুলো আমি কাছ থেকে দেখেছি, কিংবা সর্বপ্রথম আমিই মৃত্যু সংবাদটি পেয়েছি এবং তাদের আপনজনদের বেদনাদায়ক খবরটি পৌঁছিয়েছি। এটা যে কত বেদনাদায়ক তা ভুক্তভোগীরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন।

২৬ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট হঠাৎ টেলিফোন পেলাম চান্দিনা থেকে। ড্রাইভার জুলহাজ টেলিফোনে জানালো যে, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী সাহেব কুমিল্লা থেকে

www.bjilibrary.com

আঞ্চলিক বৈঠক শেষ করে ফেরার পথে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবিলম্বে তাঁকে ডাক্তার দেখানোসহ প্রয়োজনীয় সব পরামর্শ দিয়ে সম্মানিত আমীরে জামায়াত এবং সম্মানিত সেক্রেটারী জেনারেলকে খবরটি জানালাম। পরামর্শ নেয়ার জন্য ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কামরুল ইসলামকে টেলিফোন করলাম। তিনি সব শুনে যা বললেন তা মন শুনার জন্য তৈরি ছিল না। কুমিল্লা (উত্তর) জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব আবদুস সাত্তার ভাইকে বললাম এ্যাম্বুলেন্স ও ডাক্তাসহ চান্দিনা এসে অবস্থা একটু ভালো হলেই অধ্যাপক সাহেবকে নিয়ে দ্রুত ঢাকা চলে আসার জন্য।

মাত্র ১৫ মিনিট পরেই আবার টেলিফোন পেলাম অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী Expired. হতবাক হয়ে গেলাম। কুমিল্লা থেকে কর্মপরিষদ সদস্য জনাব আবদুর রব ভাই ও কুমিল্লা (উত্তর) জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব আবদুস সাত্তার ভাই এ্যাম্বুলেন্সসহ ততক্ষণে চান্দিনার পথে। তাদেরকে বললাম লাশ নিয়ে সরাসরি ঢাকা মরহুমের বাড়ি পৌছার জন্য।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ছিলেন একজন নীরব, নিরলস ও নিরহংকার এবং নিবেদিতপ্রাণ নেতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। গত ২৬ বছর বিভিন্ন অফিসিয়াল ও সাংগঠনিক কাজের সমন্বয় করার জন্য আমি তাঁর সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ছিলাম। কিন্তু কোনো সময় তাঁকে আমি রাগ করে কথা বলতে দেখিনি। কোনো জুনিয়র ব্যক্তি তাঁকে কোনো কড়া কথা বললেও তাঁকে রিএ্যাকশন প্রকাশ করতে দেখিনি। তিনি ছিলেন একজন মাটির মানুষ। ছাত্রজীবনে মাটির মানুষ দিয়ে বাক্য রচনা করেছি। বাস্তবে মাটির মানুষ দেখেছি অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদা-সিধে মানুষ, সহজ-সরল জীবন ছিল তাঁর। Plain living & high thinking যেন ছিল তাঁর motto। তাঁর চলন ফেরন, কথা-বার্তা, পোশাক-আশাক সবকিছুতে ছিল সহজ সরল জীবনের ছাপ।

আপদ-বিপদে, অসুখ-বিসুখে তাঁকে কখনো পেরেশান হতে দেখিনি। তিনি ছিলেন প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী। তিনি সব সময় চুপচাপ থাকতেন। কিন্তু যা বুঝতেন তা অন্য কারো পছন্দ অপছন্দের দিকে না তাকিয়ে নির্দ্বিধায় আস্তে আস্তে অকপটে প্রকাশ করতেন।

প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি হার্টের কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তার তাকে Angiogram করার জন্য পরামর্শ দেন। অনেকেই Angiogram দেশে করতেই চান না, কারণ Angiogram নাকি হার্টের ছোটখাটো একটি অপারেশনের মতই। অনেকেই ভয় পান। তাই তারা বিদেশে, কিংবা ভারত কিংবা প্রাইভেট কোনো ক্লিনিকে ভাল Expert ডাক্তার দিয়ে করাতে চান। কিন্তু বিদেশে তো অনেক টাকার ব্যাপার- এমনকি দেশের প্রাইভেট হাসপাতালেও অনেক টাকা খরচ হয়। তাই তিনি ডাঃ কামরুল আহসান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে সরকারী সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে

www.bjilibrary.com

Angiogram করার ব্যবস্থা করেন। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও Angiogram করার পর ডাক্তার রিপোর্ট দেখে বললেন, "তাঁর হার্টের এমন অবস্থা যে অপারেশনের যোগ্য নয়।"

একথা শুনার পরও তিনি বিচলিত হননি। চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চাননি। এতবড় অসুস্থতা নিয়েও তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ করে গেছেন। যতগুলো ঔষধ এক একবার খেতেন তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু তার কোনো ভাবান্তর দেখিনি। কখনো কখনো আমাকে বলতেন বুকটা একটু ব্যথা করে। আমি প্রায়ই বলতাম কাজ একটু কমান, সফর কম করেন। তিনি কোনো উত্তর দিতেন না। কিন্তু বিরামহীনভাবে কাজ ঠিকই করে চলতেন।

মৃত্যুর দু'দিন আগে আমাকে ফজর নামাজের পরে টেলিফোন করে বললেন যে কালীগঞ্জ থানা আমীর সিরিয়াস অসুস্থ বলে তিনি খবর পেয়েছেন। তাঁকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তিনি তাঁকে এনে ঢাকায় হাসপাতালে ভর্তি করলেন। নিজে অসুস্থ থাকা অবস্থায় অনেককে তিনি চিকিৎসা করিয়েছেন, তাদের বাড়িতে গেছেন, অনেক অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন।

মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি কেন্দ্রীয় অফিসে বৈঠক থেকে বের হয়ে মাগরীব নামাজে যাচ্ছিলেন। খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। আমিও যাচ্ছিলাম সাথে। তিনি বললেন, বুকটা একটু একটু ব্যথা করছে। এমন অবস্থাতেও তিনি নিবিষ্ট মনে কাজ করে গেছেন। পাশে থেকেও কেউ বুঝতে পারতো না তার এত বড় অসুখ।

২৬ বছরের এমন দিন খুব কমই গিয়েছে যেদিন তাঁর সাথে কোনো বিষয় নিয়ে আমার কথা হয়নি বা পরামর্শ হয়নি। আজ অনেক কথাই মনে পড়ে কিন্তু তাতো আর এখানে লেখা বা বলা সম্ভব নয়।

আজ মনে হয় প্রশান্ত চিত্ত কাকে বলে মরহুম অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর বাস্তব জীবনই ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

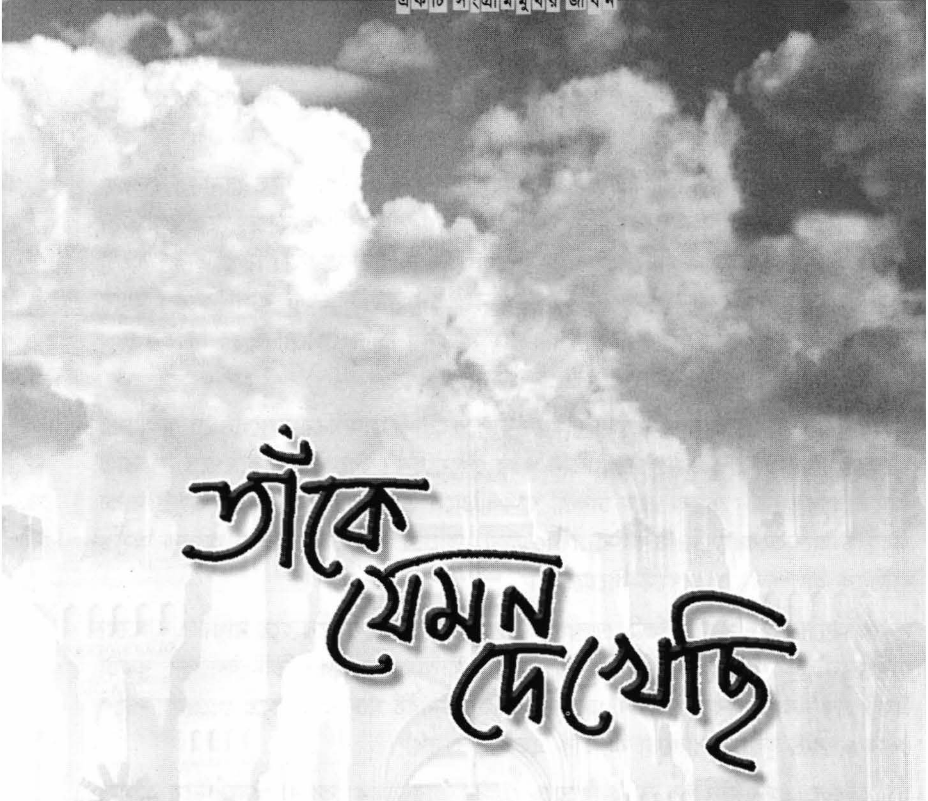

তাঁকে যেমন দেখেছি

মীম ওবায়দুল্লাহ

সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে মুজাহিদ সাহেবের সই স্বাক্ষরে কেন্দ্রের সকল চিঠিপত্র আসে। কিন্তু সেদিন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর উপরে সংকলন বের হবে তাঁর উপর লেখার আবেদন জনিত পত্রটি প্রাণটাকে জুড়িয়ে দিল। শান্তশিষ্ট সে সোনার মানুষটির সাথে সলাপরামর্শ সঙ্গী হয়ে কাজ করেছি আজকে তিনি নেই। সবচেয়ে কষ্ট লাগে যাদের বয়স অনেকের চেয়ে কম তারা আগাম বিদায় হয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রজীবনে যারা সঙ্গী সাথী ছিলেন তারা অনেকে চলে গেছেন। আর সাংগঠনিক জীবনের অনেক সঙ্গী সাথীও চলে যাচ্ছেন। বর্তমানে জামায়াতের সংগঠন বড় হয়েছে। দেখাশুনার জন্য অভিজ্ঞ লোকজনের যখন প্রয়োজন বেশি, একে একে তাঁরা চলে যাচ্ছেন। মাত্র আট মাস হলো বন্ধুবর মাওলানা গফুর চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ যখন পত্রিকায় দেখলাম কাঁদতে না চেয়েও চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল। রাজশাহীতে কাজের সূচনালগ্নের সহযোগী জনাব আরশাদ হোসেন, এ্যাডভোকেট। আশরাফুজ্জামান চৌধুরী

www.bjilibrary.com

চলে গেছেন। তেমনি অতি যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক ইউসুফ আলীও বিদায় হয়েছেন।

মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ কি রকম করিতকর্মা মানুষ ছিলেন সাধারণ মানুষ বুঝত না। মরহুম নাচোলের মত একটা নিভৃত উপজেলায় এসেছিলেন। প্রথম তাঁর প্রোগ্রাম হয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে।

নাচোল ডাক বাংলায় সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল। সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে ১৪৪ ধারা জারি করে জনসভা হতে দেয়নি। ঢাকায় এসে মরহুমকে প্রশ্ন করলাম জনসভায় গেলেন না। মুচকি হেসে বললেন, জনসভা হতে দেওয়া হবে না তাই গেলাম না। পরবর্তীতে নাচোলের জনসভায় এসেছিলেন। জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিয়েছিলেন।

অনেক মন্ত্রী, বড় বড় নেতাদের দেখেছি মঞ্চের বক্তৃতায় অত পারদর্শী নয়। মরহুম নাজিমুদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা শুনেছি বাংলার নামে বার আনা উর্দু মিশ্রিত বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতেন। সাংগঠনিক কারণে সকল দায়িত্বশীলকে বক্তৃতা করতে হয়। কিন্তু আমরা সকলেই সুবক্তা নই। নেতাদের মধ্যে স্বভাবজাত বক্তব্য মাত্র হাতেগনা জনা কয়েক। মরহুম অবক্তাদের মধ্যে ছিলেন।

তবে তাঁর নিজস্ব বিষয়বস্তু অর্থনীতির উপর যখন বক্তব্য রাখতেন তখন তাঁর গুণরাজীর বিকাশ ঘটতো। বলার মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবপ্রকাশ সাবলীলভাবে ভঙ্গিমার গতিশীলতা তাকে আলাদা মানুষে পরিণত করতো, তেমনি লেখনীতে ফুটে বেরুত তেজস্বীতা।

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে থানা সভাপতিদের উদ্দেশে রচিত রচনাটা, যা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, খুবই মূল্যবান। জামায়াতের পরিকল্পনা প্রণয়ন মূল্যায়ন তাঁরই কাজ ছিল। প্রত্যেকটা জেলার বার্ষিক রিপোর্ট সামনে রেখে মূল্যায়ন করতেন। এই পোকা বাছা মানুষটি অতি নিপুণভাবে করতেন।

সবচেয়ে ঈর্ষণীয় বিষয় সফরে গিয়ে ফেরার পথে মৃত্যু। শাহাদাতের মৃত্যু তিনি লাভ করেছেন। আল্লাহ যেন এটা শাহাদাত হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

মীম ওবায়দুল্লাহ
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

স্মৃতিপটে অধ্যাপক ইউসুফ আলীর শেষ কর্মদিবস

মুঃ আবদুর রব

বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সারাদিনের আঞ্চলিক বৈঠকের পর আমার অফিস কক্ষে কিছু কাগজপত্র গোছাচ্ছিলাম। এমন সময় মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা বাজে। অপর প্রান্ত থেকে জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা উত্তর জেলা সেক্রেটারী জনাব অধ্যাপক আবদুল লতিফের কণ্ঠ। তিনি বলে চললেন, 'স্যার', অধ্যাপক ইউসুফ আলীর অবস্থা খুবই খারাপ, তিনি বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ। আমরা এখন চান্দিনা মেডিকেল সেন্টারে আছি। এখন কি করতে পারি? আমি প্রাথমিক

www.bjilibrary.com

খোঁজখবর নিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে খবর দেয়ার পরামর্শ দিয়ে বললাম, 'আমি চান্দিনা আসছি।'
জনাব আবদুল লতিফের সাথে কথা বলেই শহর আমীর কাজী দ্বীন মোহাম্মদ সাহেবকে টেলিফোন করে বললাম, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের অবস্থা ভালো না. এক্ষণি মডার্ণ হসপিটালের এম্বুলেন্সটা নিয়ে চলে আসুন, চান্দিনা যাব। টেলিফোন রাখার পরপরই কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আমীর এসে উপস্থিত হলেন, তিনি জানালেন, সোনার বাংলা হাসপাতালের এম্বুলেন্সও নেয়া যাবে। ইতোমধ্যে দুটি এম্বুলেন্সই এসে হাজির হলো। যাওয়ার জন্য রাস্তায় নামার সাথে সাথেই জনাব আবদুল লতিফের পুনরায় টেলিফোন, বললেন, 'স্যার, জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব আর নেই।' (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা।
ইবনে তাইমিয়া স্কুল গেইটে দাঁড়িয়ে নেতৃবৃন্দের সাথে তাৎক্ষণিক পরামর্শ করলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে আমি জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে শেষ বিদায় জানিয়ে ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম- চান্দিনা থেকে তাঁর পবিত্র লাশ কিভাবে ঢাকা নিয়ে যাব। দুটো এম্বুলেন্সে দুজন ডাক্তার নিয়েছিলাম; তাদেরকে ছেড়ে দিলাম। আমরা চান্দিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। পথে কুমিল্লা উত্তর জেলা আমীর মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেবও আমার গাড়িতে উঠলেন।
অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম চান্দিনা মেডিকেল সেন্টারে। মাত্র দুই আড়াই ঘণ্টা আগেও যে পবিত্র আত্মা ইসলামী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক পরিচালনায় ইউসুফ ভাইকে সাহায্য করেছিল সে পবিত্র আত্মাটি মাত্র তেষট্টি বছরের চার ভাগের তিন ভাগ সময়ই ইউসুফ ভাইয়ের সাথে ছিল, সে আত্মাটি আর ইউসুফ ভাইয়ের সাথে নেই, ফিরে গেল মহা-মুনিবের দরবারে, চলে গেল তাঁর গোটা জিন্দেগীর সমস্ত নেক কাজের খোশ পয়গাম নিয়ে। পড়ে থাকল ইউসুফ ভাইয়ের নিথর পবিত্র দেহ মৃত্যু খাটিয়ার উপরে। তাঁর ঠোঁট দুটো তখন লাল টুকটুকে, মনে হয় যেন মাত্র অল্প কিছুক্ষণ আগে তাঁর স্বভাবজনিত গুড়ো মুসরির সেই নরম পান চিবানো শেষ হয়েছে। চেহারা তাঁর জ্বলজ্বলে, দেহ তখনও কোমল; আমি তাঁর কপালে হাত রাখলাম, তাঁর মুখমণ্ডলে হাত বুলাতে বুলাতে কলেমা শাহাদাত পড়লাম, নেড়ে চেড়ে দেখলাম তাঁর হাত, পা, মাথা। জোরে জোরে ডাকতে ইচ্ছে হলো, ইউসুফ ভাই.....।
নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে সকলকে লাশ এম্বুলেন্সে তোলার পরামর্শ দিলাম। আমি মাথার দিক ধরলাম। বেশ কয়েকজন দ্বীনী নেতা কর্মীর সমন্বয়ে ধরাধরি করে হাসপাতালের খাটিয়া থেকে এম্বুলেন্সের স্টেচারে তুললাম। মনে হলো, ইউসুফ ভাইয়ের দেহের ওজন যেন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এম্বুলেন্সে তাঁর লাশ তুলে নিয়ে আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে দায় দায়িত্ব সম্পর্কে কথা বলে ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। রাত তখন আটটা চল্লিশ মিনিট। ইউসুফ ভাইয়ের অসাড় দেহটি যে গাড়িতে সেটিতে আমি এবং কুমিল্লা শহর আমীর জনাব কাজী দ্বীন মোহাম্মদ উঠলাম। সাথে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কুমিল্লা উত্তর জেলার সভাপতি আবদুল কাইয়ুমকে নিলাম। এম্বুলেন্সটি যত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে, আমার মনের মণিকোঠায় তার চেয়েও দ্রুত ভেসে

www.bjilibrary.com

উঠছে সেদিনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের স্মৃতিমাখা চিত্রগুলো। ইউসুফ ভাই বয়সে আমার চেয়ে মাত্র আট বছরের বড়, এতটা আগে ভাবতে পারিনি। সুদীর্ঘ আন্দোলনের স্মৃতিময় ব্যস্ত জীবন যেন তাঁকে বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক করে দিয়েছে। তাই তাঁর অতি নিকটের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মুরব্বী হিসেবে একটু দূরত্ব রক্ষা করে চলতাম। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ সাংগঠনিক বৈঠকে আমি তাঁর অতি নিকটে, একান্ত পাশে, অনেকটা গা ঘেঁষে বসেছিলাম। ওইদিনের বৈঠকে মাঝে মাঝে কিছু রসাত্মক কথাও হয়েছিল। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে যথেষ্ট আলোচনা করলাম আমরা ক'জন। ইউসুফ ভাইয়ের সেই স্মৃতিময় শেষ কর্মদিবসটির খণ্ড চিত্রগুলো এক এক করে মনের কোণে উঁকি মারছে, আর আমি গভীর চিন্তার জগতে যেন ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছি।

প্রথমেই মনে পড়ল সকাল পৌনে আটটায় তাঁর সাথে আমার টেলিফোনে সংলাপের কথা। আঞ্চলিক বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি সাড়ে আটটার দিকে রওয়ানা হয়ে সাড়ে দশটার মধ্যে পৌছবেন বলে আমাকে জানালেন। সাংগঠনিক প্রয়োজনে সময়ে অসময়ে ইউসুফ ভাইকে কতবার টেলিফোন করেছি, মাঝে মাঝে তিনিও করতেন। কারণ কুমিল্লা অঞ্চলের কাজের ব্যাপারে মনে হয়েছে তিনি যেন আমারই সহযোগিতা চাইতেন বেশি। ভাবতে আমার খুবই খারাপ লাগছে যে, জীবনে আর কখনও ইউসুফ ভাইয়ের সাথে টেলিফোনে কথা হবে না, সাংগঠনিক বিষয়ে পরামর্শ করতে পারব না, পারব না জানতে বিভিন্ন প্রোগ্রামাদির সমন্বয়ের বিষয়টি। কারণ আমাদের প্রিয় ইউসুফ ভাই বোধহয় এখন তাঁর মনিবের সাথে জান্নাতি পরিবেশে কথায় ব্যস্ত রয়েছেন। যাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় আজীবন সফর করেছেন, সে মুসাফির তো এখন তাঁর শেষ মঞ্জিলে পৌঁছে গেছেন। অতঃপর আমার মনে ভেসে উঠল সে দিনের সকাল সাড়ে দশটার সময় আমার কক্ষে ইউসুফ ভাইয়ের হালকা আপ্যায়নের কথা। তিনি ডায়াবেটিস রোগী হওয়ার কারণে চিনিমুক্ত চা পান করেন বিধায় আমি সব সময় তাঁর জন্য পৃথকভাবে পানি ফুটিয়ে টি ব্যাগ ও সলটেড জাতীয় বিস্কুট জোগাড় করে রাখতাম, সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমার টেবিলের সামনা সামনি তিনি বসতেন। এ দিন দেখলাম চায়ের লিকারের সাথে সুক্রুল মিশিয়ে নেয়ার পরও আমার সেকারিনের কয়েকটি খণ্ড মিশালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা আবার কেন দিচ্ছেন? তিনি সহজ সরলভাবে বললেন, স্যাকারিনটা মিশালে চায়ের স্বাদটা একটু বেড়ে যায়। আমার চোখের কোনো সিক্ত হলো একথা ভেবে যে, হায় আমার কক্ষে বুঝি আর ইউসুফ ভাইকে কখনও প্রবেশ করতে দেখব না। ভাবতে অবাক লাগে কে আর আমার কক্ষে বসে কথা বলতে বলতে নিজ হাতে চা তৈরি করে পান করবেন।

বৈঠকের প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আমরা বৈঠকের উদ্দেশ্যে গেলাম। সেদিনের বৈঠকটি ছিল সামান্য দূরে জামায়াতের দক্ষিণ জেলা অফিসে। ইউসুফ ভাই আমার একটু আগেই গিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ইউসুফ ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজকে অপরাধী মনে করলাম। দ্রুত গিয়ে দুজনেই গাড়িতে পাশাপাশি বসে বৈঠক স্থলে পৌছলাম।

অধিবেশনের শুরুতেই স্টাডি সার্কেল হয়ে থাকে। এদিনেও বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে

www.bjilibrary.com

ইসলামী বিপ্লব বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের উপর প্রাথমিক বক্তব্য উপস্থাপনের দায়িত্ব ছিল আমার। স্টাডি সার্কেল হবে কি হবে না, এ বিষয়ে সামান্য পরামর্শের পর মুহতারাম পরিচালকের দেয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমি বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের অনেকেই আলোচনায় অংশ নিলেন। এ দিন আবার বার্ষিক রিপোর্ট ২০০২-এর আলোচনা হবে বিধায় সাত জেলার আমীর ও সেক্রেটারীগণকে বৈঠকে থাকার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তাঁরাও আলোচনায় অংশ নেন। সবার কথা শোনার পর ইউসুফ ভাই সেদিনের বিষয়ের সুন্দর সমাপ্তি টানলেন।

এ পর্যায়ে তিনি যে কথাগুলো বললেন তা হলো :

১. মুসলমানরা জ্ঞানের জগতে এখনও যথেষ্ট পশ্চাৎপদ। ইসলামের সঠিক ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে তাদের মধ্যে।

২. ইসলামী জনশক্তি নৈতিকতা নির্ভর না হয়ে দুনিয়া নির্ভর এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছে।

৩. ঈমানী শক্তির দুর্বলতার কারণে পরকালীন চিন্তার চরম অভাব দেখা যায়।

স্টাডি সার্কেলের সমাপ্তির কথাগুলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দিক নির্দেশনা বলেই আমার কাছে মনে হলো। সে দিনের বৈঠকে আমি একটু ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করেছি। অতীতে আমি কখনও বৈঠক থেকে ছুটি নেয়া বা সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করিনি। কিন্তু সেদিন জামায়াতে ইসলামীর মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল ও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বি বাড়ীয়া সরকারী সফর সেরে কুমিল্লা হয়ে ঢাকা যাচ্ছেন, তাই আমি এবং শহর আমীর কাজী দ্বীন মুহাম্মদ তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হোটেলে আপ্যায়ন সেরে বিদায় দেয়ার জন্য ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং বিকাল ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত বৈঠক থেকে ছুটি চাইলাম। ইউসুফ ভাই কোনো প্রশ্ন না করে আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন। মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেলকে বিদায় দিয়ে পুনরায় যখন বৈঠকস্থলে উপস্থিত হলাম তখন দেখলাম, তিনি বিরামহীনভাবে তাঁর আসনে বসে বৈঠক পরিচালনা করছেন। সেদিনের বৈঠক পরিচালনায় তাঁকে যেমন দেখেছি,

- অত্যন্ত ধীরস্থির এবং নরম মেজাজে একের পর এক আলোচ্য বিষয়ের সমাপ্তি টেনেছেন।
- অল্প কথায় অনেক ওজনী বিষয় উপস্থাপন করেছেন।
- মুক্ত মনে সকলের সাথে আলাপ করেছেন।
- সাংগঠনিক, বায়তুলমাল ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সংগঠনের মূল স্প্রিটের দিকে আনার চেষ্টা করেছেন।

৪টা ৪৫ মিনিটে বৈঠকের সমাপ্তি টেনে সালাতুল আছরের প্রস্তুতি নিতে পুনরায় আমার অফিস কক্ষে এলেন এবং প্রাকৃতিক কাজ সেরে কক্ষের সামনে রক্ষিত পিঁড়িতে বসে অজু সারলেন এবং মসজিদে নামাজ আদায় করে পুনরায় আমার কক্ষে বসলেন। এ পর্যায়ে শুরু হলো আমাদের ক'জনের মধ্যে একান্ত আলোচনা এবং হালকা চা আপ্যায়নের কার্যক্রম। ইউসুফ ভাইকে এ সময়ে আমি যা কিছুই খাওয়ার জন্য সাধলাম তিনি তাই খেতে রাজী হলেন। এমনকি এক পর্যায়ে আমার টেবিলে একটি পেয়ালায় কিছু রসমলাই

www.bjilibrary.com

ছিল। আমি অন্যদের একটু একটু দিচ্ছিলাম, তিনি নিজেই বললেন আমিও একটু খাই। এ বলে তিনি নিজ হাতেই একটু রসমলাই তুলে নিয়ে খেলেন। চা পর্ব শেষ করে পান খেতে খেতে বই বেচাকেনার ফাঁকে আমরা অনেক কথা বললাম। নির্ধারিত মূল্যের বইগুলো সচরাচর যা কমিশন দেন, আমরা তার চেয়ে একটু বেশি দাবি করলাম। আমি বললাম, আমরা তো আপনার অতি কাছের মানুষ, আপনার অঞ্চলের সহকর্মী। এগুলো আপনার নিজের লেখা বই, আমাদের ফ্রি দিলেইবা কে কি বলবে? তিনি অত্যন্ত শান্ত মেজাজে আন্তরিকতার সাথে বললেন, ঠিকই বলেছেন, আপনারা তো আমার অতি নিকটেরই মানুষ, আপনজন, এ বলে অন্যান্য সময়ের চেয়ে একটু কমিশন বাড়িয়ে দিলেন। আমি, শহর আমীর কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, দক্ষিণ আমীর আবদুস সাত্তার আমরা সবকটি বই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিলাম। অবশেষে তিনি বিদায় নিয়ে গাড়ির দিকে গেলেন, আমি শেষ বারের মত স্কুল গেইটে এসে তিনি যে পাশে বসেছেন সে পাশে গিয়ে তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করলাম। উত্তর জেলা সেক্রেটারী অধ্যাপক আবদুল লতিফ সাহেব তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক কাজেই ঢাকা যাবেন বিধায় তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। গাড়ি পশ্চিম দিকে মোড় নিল। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিল। যতই গাড়ির চাকা ঘুরল ইউসুফ ভাইয়ের জীবনের চাকা ততই আড়ষ্ট হয়ে এল। আমি শেষ বিদায় মুহূর্তে ইউসুফ ভাইকে লক্ষ্য করে গাড়ির গতিপথে তাকিয়ে থাকলাম। অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানেই আবার তাঁর লাশ নিয়ে ঢাকায় যেতে যেতে ভাবনার সাগরে হারিয়ে যাচ্ছি।

আমার অফিস কক্ষে কি সত্যি আর কখনও ইউসুফ ভাই প্রবেশ করবেন না? আমি কি আর কখনও তাঁর সামনা সামনি বসে কথা বলতে পারব না?

আমার অফিস কক্ষের সামনের পিঁড়িতে বসে কি আর সেই বিশাল আত্মার নেতাকে কখনও অজু করতে দেখব না?

চিনিমুক্ত চায়ের জন্য কি আমাকে আর কখনও পেরেশান হতে হবে না?

প্রতি মাসের আঞ্চলিক বৈঠকের জন্য ইউসুফ ভাই কি আসলেই আর ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজে আসবেন না?

আমার ভাবনার দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। ইউসুফ ভাইয়ের পবিত্র লাশ নিয়ে গাড়ি এসে তাঁরই নিজ শ্রমে ও চিন্তায় গড়া সে ঐতিহাসিক তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা এবং তাঁর সাজানো বাসগৃহের মাঝের রাস্তায় এসে থামল। জনতার ভিড় ঠেলে মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল লাশবাহী এম্বুলেন্সের নিকট এলেন। আমি তাঁরই পাশে থেকে ইসলামী আন্দোলনের তাঁর একনিষ্ঠ সাথী মরহুম ভাই ইউসুফ আলীর লাশের দায়িত্ব মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট বুঝিয়ে দিলাম। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে যা হবার তাই হলো। কান্নার রোল পড়ল, ইউসুফ ভাইয়ের ছেলেরা বলল, আমরা নামাবো আমাদের আব্বার লাশ। অন্যরা সাহায্য করল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সকলের মুখেই উচ্চারিত হচ্ছে কালেমা শাহাদাত ও ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরিবারের লোকজনের শেষ বারের মত দেখার সুযোগ দিতে কিছু সময়ের জন্য লাশটি রাখা হলো তার গৃহের করিডোরে। এরই মধ্যে এলেন ইসলামী আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব মুহতারাম

www.bjilibrary.com

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তিনি বসলেন- ইউসুফ ভাইয়ের গড়ে তোলা সে ঐতিহাসিক তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কক্ষে। কিছু মত বিনিময়, কিছু পরামর্শ, পরবর্তী কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এবং সেক্রেটারী জেনারেল। আমরা কুমিল্লা থেকে যারা গেলাম, তারা নেতৃবৃন্দের অনুমতি নিয়ে কুমিল্লা ফিরলাম এবং পরদিনের বায়তুল মোকাররমের জানাযায় শরীক হবার নিয়তও জানিয়ে এলাম। কুমিল্লায় যখন পৌঁছি তখন রাত দুটা।

পরদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি আবার ইউসুফ ভাইয়ের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য যাত্রা করব এমন সময় সফরসঙ্গী হতে চাইলেন দক্ষিণ জেলা সেক্রেটারী অধ্যাপক সামসুল হক মজুমদার, নিমসার জুনাব আলী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ইউসুফ ভাইয়ের এক সময়ের সহকর্মী জনাব অধ্যাপক হাফিজুল্লাহ। দক্ষিণ জেলা আমীর, উত্তর জেলা আমীর ও খন্দকার দেলোয়ার হোসাইনসহ আমরা সালাতুল জোহরের একটু পূর্বেই বায়তুল মোকাররম পৌছে যাই। জোহরের নামাজ আদায়ের পরপরই মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল ও আমীরে জামায়াত সারগর্ব ও হৃদয় বিদারক মর্মস্পর্শী বক্তব্যের পর সেই মহান ব্যক্তিত্ব ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ, প্রচার বিমুখ ও অসীম ধৈর্যের অধিকারী শিক্ষাবিদ ও লেখক, সাহিত্যিক ও সমাজ সেবক অধ্যাপক ইউসুফ আলীর জানাযা আদায় করলেন। তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়া হলো নিজ বাড়ি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে। আমরা সকলেই ফিরে এলাম সাথী হারানোর শোকে ভগ্ন হৃদয়ে। মনে মনে ঈর্ষা হলো এমনি একটি অসাধারণ মৃত্যুর জন্য। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন ইউসুফ ভাইয়ের এ মৃত্যু শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে।

জানাযা শেষে কুমিল্লা ফিরলাম জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সাথে। পথিমধ্যে আমাদের সালাতুল আসরের সময় হলো। ইউসুফ ভাইয়ের পূর্ব দিনের সালাতুল মাগরিব আদায়ের সেই মসজিদের নিকট। নামাজ শেষে আমি মুসল্লীদের পূর্বদিনের ঘটনা জানিয়ে মুসল্লীদের দোয়া চাইলাম। মুজিব ভাই ইউসুফ ভাইয়ের পরিচয় তুলে ধরলেন। মুসল্লীগণ সকলে অন্তর দিয়ে দোয়া করলেন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর জন্য। যে রাস্তায় ইউসুফ ভাই কুমিল্লা আসতেন আমরা সে রাস্তায় তার স্মৃতিকথা ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে।

ভাবছি ইউসুফ ভাই আজ নিশ্চয়ই জান্নাতে তাঁর মহামনিবের অতি নিকটে বসে দুনিয়ার সকল ব্যথা ভুলে গেছেন। কিন্তু আমরা কোথায়? এ ধরনের একটি সফল জীবনের আকাঙক্ষায় সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

মু: আবদুর রব
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের সাথে কিছুদিন

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম

জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কর্মময় জীবনের উপর সংগঠনের পক্ষ থেকে একটা স্মরণিকা বের হচ্ছে। সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় সংবাদটা দেখে ভাবলাম এক সময় তাঁর কাছাকাছি আসবার সুযোগ হয়েছিল– কাছ থেকে তাঁকে যেভাবে জেনেছি সকলের প্রেরণার জন্য তাঁর কিছু কিছু লিখলে ভালো হয়।

দিনাজপুর জেলা একটা বড় জেলা। ১৩টি উপজেলা, ১০১টি ইউনিয়ন। সে সময় পৌরসভা ৫টি, পরে আরো ২টি হয়েছে। গঠনতান্ত্রিকভাবে একটা বিশেষ প্রেক্ষিতে কেন্দ্র, দিনাজপুর জেলা জামায়াত গত ৯ অক্টোবর '৯৭ তারিখে ভেঙ্গে দেয়। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম মকবুল আহমদ ১০ ডিসেম্বর '৯৭ তারিখের আগ পর্যন্ত এ জেলার কার্যক্রম দেখাশুনা করতেন। গত ১০ ডিসেম্বর '৯৭ তারিখ হতে অন্যতম সাবেক সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম অধ্যাপক ইউসুফ আলী এ জেলার কার্যক্রম পরিচালনা ও দেখাশুনা করতেন।

তাঁর সাথে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল্লাহ-আল-কাফীও ছিলেন। জেলার কর্ম পরিষদের

www.bjilibrary.com

প্রাক্তন সদস্যদের মধ্য থেকে ৪ জনের একটা টিম মুহতারাম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর নির্দেশিত কার্যক্রম আঞ্জাম দিতেন। সে টিমে আমাকেও রাখা হয়েছিল। সে সুবাদে মরহুম অধ্যাপক সাহেবের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল। এক বছর একটানা তাঁর তত্ত্বাবধানে জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে যে তারিখে ইমারত ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল পরের বছর ৯ অক্টোবর '৯৮ একই তারিখে তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল বর্তমান আমীরে জামায়াত মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে তিনজন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং একজন কর্মপরিষদ সদস্যসহ কেন্দ্রের এক বিশাল টিম সফর করে জেলা রুকন সম্মেলনে। একই দিনে রুকনদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে মতামত নিয়ে জেলা আমীর নির্বাচন, শুরা নির্বাচন এবং কর্মপরিষদ গঠন হয়ে জেলার কার্যক্রম শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলে আসছে। সে সময়ের সংকটের পুনরাবৃত্তি আর হয়নি– আলহামদুলিল্লাহ। তিনি একজন সার্থক সংগঠক ছিলেন। বছরের মধ্যেই তিনি দিনাজপুর শহরসহ ১৩টি উপজেলার প্রায় সবটাতেই সফর করেছেন। সফরে কোথাও কর্মী সম্মেলন, কোথাও জনসভা এবং রুকন বৈঠক করেছেন। তাঁর দায়িত্বে সে সময় শহরসহ ১৩টি উপজেলায় ইমারত নির্বাচন এবং আমীরের শপথসহ উপজেলা কর্মপরিষদ গঠন করেছেন। সে সময়ে দায়িত্ব পালনকালে একবার তাঁর মাইল স্ট্রোক হয়েছিল। কিন্তু দায়িত্ব পালনে তিনি কত আন্তরিক ছিলেন– অসুস্থ থেকেও তিনি সফর করেছেন– একা চলাফেরা, বাথরুমে যাওয়া ডাক্তারের বারণ ছিল।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে কয়েকদিনের সফরে দিনাজপুরে এসেছিলেন। সে কথা ভুলবার নয়– আমার পরিবারে-স্ত্রী ছেলে মেয়ে সে কথা স্মরণে সবাই কষ্ট পায়। ভাবীকে নিয়ে ঢাকা থেকে গাড়ি নিয়ে বিরামপুর হয়ে দিনাজপুরে পৌঁছেছেন। দিনাজপুর যাবার পথে বিরামপুর শহরে আমার বাসায় ভাবীকে নিয়ে আমার বড় মেয়ের খোঁজ নিয়েছেন সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। হঠাৎ এসে কাকেও কষ্ট না দিয়ে পাশের হোটেলে চা পান করেছেন। ভাবীকে আমার মেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে গাছের আমড়া ও লেবু পেড়ে দিলে ভাবীসহ তিনি আগ্রহসহকারে তা গ্রহণ করেছেন। গাছের টাটকা ফল দেখে বড় খুশি হয়েছিলেন– আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েরা তাতে বড় আনন্দিত হয়েছিল। তাঁর কিছুদিন আগে আমার বড় মেয়ে কেয়ার চিকিৎসার জন্য তাঁর গাড়িতেই আমার ছোট ভাই আলবেরুনী সহ ঢাকায় গিয়েছিলাম। পথে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, তখন আরিচা নগরবাড়ী হয়ে যাতায়াত ফেরি পেতে দেরি করতে হয়েছিল। ঢাকায় পৌঁছুতে রাত হয়েছিল। আমাদের ভাসান টেকে আত্মীয়ের বাসায় পৌঁছার কথা– তিনি যেতে দেননি। রাতে তাঁর বাসায় ছিলাম। ঢাকা শহরে কত সাদা মাটা বাসা টিনের ছাপড়া দিয়ে কোনো রকমভাবে থাকার মত একটা নিবাস। সে রাতে তাঁর মেয়ে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য তাঁর বাসায় এসেছে প্রায় সারারাত অসুখে ছটফট করেছে– উহ আহ্ করেছে।

এত ব্যস্ত মানুষ কত দায়িত্ব– সাংগঠনিক দায়িত্বসহ-সামাজিক দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছেন। পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে যে অনেক কাজ করা যায়– অধ্যাপক সাহেব তাঁর একজন বাস্তব নমুনা ছিলেন। ফজরের নামাজ বাসার পাশে মসজিদে আদায় করে

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক সাহেব বরাবরের মত বললেন, আনোয়ার সাহেব হাঁটবেন, হাঁটা যায়, বলে তাঁর সাথে চলতে শুরু করলাম। তিনি কেন জানি সেভাবেই আমাকে ডাকতেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর বাসা থেকে দক্ষিণ দিক হয়ে পূর্ব দিকে হয়ে উত্তর দিক থেকে তাঁর বাসায় ফিরলাম। পথে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত একটা কাজ সারলেন। একটা বাসা, টিন সেডের কয়েকটি ঘর ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়াটিয়ার একজন তাঁর এ বাসা তদারকী করেন নাম ধরে ডেকে হিসাব প্রস্তুত কিনা জানতে চাইলেন– একটা সময় দিলেন হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে বাসায় দেখা করতে। তারপরে তামীরুল মিল্লাত মাদ্রাসার পার্শ্বে এক এতিমখানায় প্রবেশ করে হাফেজ সাহেবের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রেডি কিনা জানতে চাইলেন। এক সময় এসে তিনি হিসাব দেখবেন বলে জানিয়ে দিলেন। তিনি কিছুদূর এগিয়ে এসে আবার ফিরে গিয়ে আর একজনকে ডেকে বললেন, ইউনিট বৈঠকটার তারিখ আগ পাছ করতে হবে। কারন সেদিন তিনি সফরে বাইরে যাবেন। এরপর একটা তারিখও ঠিক করলেন।

বাসায় এসে তখনও নাস্তা হয়নি। তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন এসেছেন এলাকার প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সমস্যা নিয়ে। তাদের সাথে আলোচনা সারলেন। ফজরের পর এত কম সময়ের মধ্যে তিনি কতগুলো কাজ সারলেন ব্যক্তিগত কাজ, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন, সাংগঠনিক খোঁজখবর এবং সামাজিক তদারকি। তিনি এক সময় জানতে চাইলে বললাম, আমি মেয়েকে নিয়ে আজকে আত্মীয়ের বাসায় যাব, ডাক্তার দেখাব এবং আমি কেন্দ্রীয় মেহমান খানায় থাকব। ডাক্তার দেখালাম, মেয়ে কোথায়, আমি কোথায়-কেন্দ্রীয় অফিসে দেখা হলে খোঁজ নিলেন। একদিন তিনি আমাকে একটা খামে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "আপনার মেয়ের চিকিৎসায় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সহযোগিতা।" তিনি এত ব্যস্ততার মধ্যে এতকিছু খেয়াল করেছেন ভেবে খুব আশ্চর্য হলাম।

তার ক'দিন পর ঈদুল আযহা। আমি কোনদিন বাড়ি যাব জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলা সদরে প্রাক্তন জেলা আমীরের বাসা চিনি কিনা এবং কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কিছু সহযোগিতা আছে তা পৌছাতে পারব কিনা। আমি বললাম, পারব ইনশাআল্লাহ। সে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। কিছুদিন আগে রংপুর জেলার প্রাক্তন আমীরের দোকান-পাট ইসলামী আন্দোলনের দুষমনেরা জ্বালিয়ে দিয়ে লুটপাট করে আবার তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে তাঁর ছেলেদের সহ তাঁকে বাড়ি ছাড়া করেছে। এমতাবস্থায় তারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ঈদুল আযহার প্রাক্কালে ইউসুফ ভাই সে কথাও ভুলেননি। মরহুম ইউসুফ ভাই কম কথা বলতেন, কাজ করতেন বেশি। পরিকল্পিতভাবে কাজ করতেন বিধায় কম সময়ে অনেক কাজ করতেন। খাওয়া দাওয়ায় সাদা-মাটা ছিলেন। সকালে ও রাতে রুটি খেতেন, ডাল ও সব্জি দিয়ে মজা করে রুটি খেতেন। একবার নাস্তা দিয়ে চা দিতে দেরি হলে বললেন, আনোয়ার সাহেব চা রেডি ছিল না তো নাস্তা দিলেন কেন? চা পানের সাথে সাথে পানসুপারি না

www.bjilibrary.com

পেলে বলতেন, পান রেডি নেই তো চা দিলেন কেন?

পাশাপাশি বেড়ে কতদিন ঘুমিয়েছি সে স্মৃতি ভুলবার নয়। ফজর বাদ মসজিদ থেকে হাঁটতে বের হতেন, একটানা হাঁটতে পারতেন না, পায়ে ব্যথা ছিল, দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রেষ্ট নিতেন তারপর আবার হাঁটতেন। আমার জানা মতে দিনাজপুর জেলা বৈঠকে আল কুরআনের পাঠচক্র তিনি চালু করেন। একদিন সফরে পূর্ব কথামত গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে তাঁকে নেয়ার জন্য গেলাম। তিনি যথারীতি পৌছে গেলেন। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা জামায়াত অফিসে পৌছে ওযু-এস্তেঞ্জা সেরে পাশের মসজিদে আসর নামাজ আদায় করে চা পান খেয়ে দিনাজপুর যাওয়ার পথে নবাবগঞ্জ উপজেলার রুকন বৈঠকে নতুন সেশনের উপজেলা আমীরের নাম ঘোষণা ও শপথ পাঠ করালেন। সেখানে রাতের খাওয়ার শেষে জেলায় পৌছলাম। জেলা বৈঠকে পাঠক্রম আছে, তিনি গাড়িতেই তাফসীর বের করে পড়ে নিলেন। জেলা বৈঠকে সাংগঠনিক রিপোর্ট পর্যালোচনায় দাওয়াতী গ্রুপ বের হচ্ছে না বিষয়টা আলোচনা করতে যেয়ে তিনি বললেন, "কেন এমন হচ্ছে? আমরা কেন্দ্রের দায়িত্বশীলগণ কি এ বিষয়ে আমল করছি না– বিষয়টা একবার ভেবে দেখা দরকার।" কি আশ্চর্য! নিজে না করে অন্যকে কি তা বলা যায়? কী তাঁর সচেতনতা। বৈঠকে সাংগঠনিক পর্যালোচনায় তিনি সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করতেন এবং তা সহজে পেয়ে যেতেন। বৈঠকে প্রাণ সঞ্চার হতো, মজা পাওয়া যেতো- উৎসাহ পেতাম। উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো। তাইতো এক বছরের মাথায় জেলার এক বিশাল সংকট কাটিয়ে জেলা ইমারত নির্বাচন হয়ে নতুন জেলা আমীরের নেতৃত্বে জেলার সার্বিক কাজ আঞ্জাম দেয়া সহজ ছিল। মুহতারাম ইউসুফ ভাই সাথীদের প্রতি বিরক্ত হতেন না। আমি প্রতিবার খাওয়া শেষ করতে দেরি করতাম– বেশ দেরি হতো, অন্য কেউ বিরক্ত হলেও তিনি বিরক্ত হতেন না। একদিন তিনি বললেন, আনোয়ার সাহেব ঠিক আমার এক মামার মতো তার খাওয়াও এরূপ ঢিলা ছিল।

তিনি ডায়াবেটিক রোগী, হৃদরোগও ছিল। এরপরেও সফরে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে যেন কোনো ক্লান্তি ছিল না। একদিন দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় কর্মী সম্মেলন, রুকন বৈঠক এবং একই দিনে পার্বতীপুরেও প্রোগ্রাম ছিল। বর্তমান জেলা সেক্রেটারী এডভোকেট আব্দুল আজিজ সাহেবের শ্যালকের বাসায় দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। একটু পরেই উঠে প্রোগ্রামে রওনা দিলেন, যথাসময় প্রোগ্রাম শুরু করতে হবে। আমার বড় কষ্ট হলো– এ বয়সে অসুস্থ অথচ আর একটু রেস্ট নিতে পারলেন না। অনেক কথা অনেক স্মৃতি, সব কথা কি লিখে বলা যায়। সাংগঠনিক সফরের এক ফাঁকে তাঁকে হাকিমপুর উপজেলায় আমার নিজ ইউনিয়নে পাউশগাড়া ফাজিল মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি শিক্ষক, কমিটির সদস্য এবং সুধীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত কথা বললেন– প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দেখলেন। দু'একটা ক্লাসের ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মাদ্রাসার পরিদর্শন বইতে যে মন্তব্য লিখেছিলেন তা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। মন্তব্য সংক্ষিপ্ত অথচ কত

www.bjilibrary.com

কথা। লোভ সামলাতে পারলাম না। হুবহু তা (তাঁর হাতের লেখা) এর সাথে যুক্ত করলাম।

ইউসুফ ভাই নেই ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি–সাবেক সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের জীবনীর উপর লেখা আহ্বান। তিনি এখন সাবেক-আর বর্তমান নেই। তাঁর লেখনি, তাঁর হাতের গড়া তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, এতিমখানা, জামায়াত প্রকাশনী কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তাঁর মতো দরদী দায়িত্বশীল আর কি পাওয়া যাবে– হয়তো না। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত, আল্লাহ তুমি মরহুম ইউসুফ ভাইকে মাফ করে দাও। তাঁর রেখে যাওয়া কর্ম তুমি কবুল করো। আমাদেরও তাঁর স্মৃতি নিয়ে দ্বীনের পথে আরও সক্রিয় করো। জান্নাতের সিঁড়িতে তাঁর সাথে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য দিও। আমিন। ছুম্মা আমিন।

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
সহকারী সেক্রেটারী, দিনাজপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

অনুকরণীয় আদর্শের প্রতীক

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

ফলাফল যাই হোক না কেন তিনি অত্যন্ত সহজভাবে মেনে নিয়েছেন। তিনি যে কতটুকু বাস্তববাদী ছিলেন এটা তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাকে আমার নিজ নির্বাচনী এলাকা নরসিংদীর শিবপুর থেবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত হয়। মরহুম এ সিদ্ধান্ত শুনে আমাকে বললেন, আপনাকে আমার এখানে কাজ করার জন্য দেয়া হলো, এখন আপনি নিজেই নমিনী হয়ে গেলেন। যা হোক- সংগঠনের সিদ্ধান্ত তো মেনে নিতেই হবে।

মৃত্যুর আগের দিনও বাসায় ফেরার পথে গাড়িতে বসে ওনার নিকট হতে পান খেয়েছি, পরদিন কুমিল্লায় সফর, মার্চের চূড়ান্ত সফর, এপ্রিলের প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে কথা হয়। কিন্তু কিছুতেই বুঝা যায়নি যে, পরদিনই তিনি আমাদের ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবেন। তাঁর মৃত্যুতে সত্যি একজন বড় অভিভাবককে হারালাম। সহজ-সরলতার সুবাদে মুরব্বীদের সাথে যথাযথ আচরণ না করে হয়তো মনের অজান্তে কতই না বেয়াদবি করেছি। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন ও মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চতম মর্যাদা দান করুন। আমীন।

মোঃ আবুল বাশার ভূঁইয়া
রুকন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

সবরের বাস্তব প্রতীক

এ জি এম বদরুদ্দুজা

প্রত্যেক নফ্‌স বা ব্যক্তিকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার এই চিরন্তন বিধান দুনিয়ার জন্ম থেকে কার্যকরী হয়ে আসছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ক্ষেত্রেও তা বাস্তবায়ন হয়েছে। রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শোকর, তিনি মরহুম ইউসুফ আলী সাহেবকে ময়দানে দ্বীনি দায়িত্ব পালন ও সফররত অবস্থায় কবুল করেছেন। মরহুম ইউসুফ আলী সাহেবকে ১৯৭৯ সাল থেকে আমার জানার সুযোগ হয়েছে। বিগত ২৫ বছরে আমার দেখা তাঁর সাংগঠনিক কর্মব্যস্ত জীবনের অসংখ্য নমুনা ও উদাহরণ রেখে গেছেন। জীবনের মহাসমুদ্র হতে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর জীবনকে আমাদের অন্তরে জাগরুক রাখার উদ্দেশ্যেই এই লেখা।

১৯৮০ সালে তিনি সাংগঠনিক সফরে কুমিল্লা এসেছিলেন। জেলা টিসি ও রুকন সম্মেলন শেষ করে (দু'দিনের সফর) রাতে ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় কুমিল্লা শহর আমীর আবদুস শহীদ নাসিম (বর্তমানে মওদূদী রিসার্স একাডেমীর পরিচালক) একজন রুকন প্রার্থীর সাথে সাক্ষাতের সময় চাইলেন। মরহুম মৃদু হেসে বললেন, তাহলে তো আমাকে রাতে থেকে যেতে হবে। অথচ কোনো প্রকার অসন্তুষ্টি বা পেরেশানী দেখা যায়নি। জেলা আমীর অধ্যাপক হাবিবুর রহমান সাহেব সাক্ষাতের জন্য আমাকে পেশ করলেন। আমার প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র দেখে রাত ১০টার সময় তিনি দরদভরা মন নিয়ে বললেন– প্রশ্নপত্রটি এক বছর আগে পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং নতুন প্রশ্নের আলোকে পুনরায় উত্তর লেখতে হবে। তাই এই সফরে আর সাক্ষাৎ নেয়া সম্ভব নয়। শহর আমীর বললেন– প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত সমস্যার জন্য প্রার্থী তো দায়ী নয়, তার ওপর ইনসাফ করা আমাদের দায়িত্ব। তিনি পুনরায় শান্তভাবে বললেন, রাতের মধ্যে উত্তর সংশোধন করে দিতে পারলে বাদ ফযর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবো। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ্ রাতের মধ্যেই করে ফেলবো।

www.bjilibrary.com

যথা নিয়মে বাদ ফযর অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ নিলেন। পরে তাঁর সুপরিশে কেন্দ্রীয় বৈঠকে রুকনিয়াত মঞ্জুর হয়। সেদিন থেকে তিনি আমাকে ভালোভাবে জানেন এবং পরে ফেনীর জেলা আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় একান্ত ঘনিষ্ঠ সাহচার্যের মাধ্যমে তাঁর সাংগঠনিক আদর্শ জীবন বাস্তবে উপলব্ধি করি।

কেন্দ্রীয় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ (পরিকল্পনা, প্রকাশনা, সফর সূচি রিপোর্ট ইত্যাদি) এত বেশি সূক্ষ্ম ও নাজুক সত্ত্বেও মরহুম ইউসুফ আলী সাহেব খুব ঠাণ্ডা মাথায়, অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সার্থকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সব দিক ম্যানেজ করে এমন সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন যে যার সমকক্ষ আজ পর্যন্ত কেউ গড়ে উঠেনি। তাঁর বিভাগ সংক্রান্ত যে কোনো যৌক্তিক পরামর্শ তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। মনে হতো এ ধরনের প্রস্তাবের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন।

তিনি ছিলেন সবরের বাস্তব প্রতীক, প্রজ্ঞার জ্বলন্ত উদাহরণ, ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের পুরোধা ও ইখলাসের জীবন্ত সাক্ষী। আনুগত্যের শরয়ী হাইসিয়াত-এর বাস্তব নমুনা তাঁর গোটা জিন্দেগী। একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি।

১৯৯১ সালে ফেনী জেলার রুকন সম্মেলনে তিনি ছিলেন প্রধান মেহমান। জেলা আমীর নির্বাচনের নির্বাচন পরিচালক ছিলেন তিনি। রুকনদের উদ্দেশ্যে একজন রুকনের নাম বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, উক্ত রুকন যে জেলার আমীর, নির্বাচনে সেখানে ভোট দেয়া যাবে না। সকলে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, মুহতারাম আমীরে জামায়াত আমাকে এভাবে ঘোষণা দিতে বলেছেন, কোনো কারণ তিনি বলেননি। সুতরাং আমি কিভাবে কারণ বলবো। কেন্দ্রীয় জামায়াতের প্রথম সারির একজন দায়িত্বশীল, সিনিয়ার সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হয়ে তিনি আমীরের প্রতি আনুগত্যের যে নমুনা পেশ করেছেন, তা সংগঠনের বাস্তব ইতিহাস হিসেবে আমাদের সামনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকবে।

মরহুম অধ্যাক ইউসুফ আলী সাহেবকে দেখেছি একজন আদর্শ সংগঠক, সংগঠন পদ্ধতির বাস্তব অনুসারী, সংবিধান বা গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দানকারী, বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, যোগ্য পরিবার প্রধান, নিঃস্বার্থ সমাজসেবক, বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে। তাঁর ছোট ভাই অধ্যাপক ইদ্রিছ আলী ফেনী টিসার্স ট্রেনিং কলেজে থাকা অবস্থায় প্রায় বলতেন, এমন কোনো মৌলিক মানবীয় গুণ নেই, যা আমার বড় ভাইয়ের মধ্যে অনুপস্থিত। তাঁর বড় গুণ হলো, তিনি দুনিয়ার প্রতি ছিলেন লোভহীন এবং সকল কাজে ছিলেন একান্ত আন্তরিক। মরহুম আব্বাস আলী খাঁন ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের রক্ষক, আর মরহুম ইউসুফ আলী সাহেব ছিলেন ইতিহাস ঐতিহ্যের বাস্তব অনুসারী ও দিক নির্দেশক।

সবশেষে আমি নগণ্য ব্যক্তি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রাণ ভরে দোয়া করি আল্লাহ্ যেন মরহুমের জীবনের সকল আমল কবুল করেন। সাথে সাথে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন। তাঁর পরিবার পরিজনকে যেন আদর্শ ইসলামী পরিবার হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

এ জি এম বদরুদ্দুজা, নায়েবে আমীর, ফেনী জেলা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

অনুকরণীয় আদর্শের প্রতীক

মোঃ আবুল বাশার ভূঁইয়া

২০০৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতির জন্য ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য এক শোকের দিন। অফিসের কাজের ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ সংবাদ পেলাম আমাদের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী সাহেব কুমিল্লা জোনাল বৈঠক শেষে ঢাকায় ফিরার পথে চান্দিনায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সবাই স্তম্ভিত হয়ে যান। অফিস সেক্রেটারী অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম ভাই কুমিল্লা যোগাযোগ করে নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে এম্বুলেন্স নিয়ে লাশ আনার ব্যবস্থা করলেন এবং সাথে সাথে আমীরে জামায়াত, সেক্রেটারী জেনারেলসহ দেশে-বিদেশে সর্বত্র সংবাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিলেন। সংবাদ পাওয়ার পর সংসদ অধিবেশন রেখেই সেক্রেটারী জেনারেল চলে এলেন কেন্দ্রীয় অফিসে। অফিসে অন্যান্য উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে আমীরে জামায়াতের অনুমতিক্রমে মরহুমের বাসায় পৌঁছা, জানাজার নামাজের সময় প্রভৃতি নির্ধারণ করে লাশ আসার পূর্বেই মরহুমের বাসায় পৌঁছেন। লাশ আসার আগেই সহস্রাধিক জনতা মরহুমের অপেক্ষায় বাসার সামনের রাস্তা জুড়ে অপেক্ষা করছিলেন। মরহুমের লাশ পৌঁছার পর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। সকলেই শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। লাশ দেখে তাঁকে মৃত মনে হয়নি, মনে হয়েছে সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত ঘুমিয়ে আছেন। মুহতারাম আমীরে জামায়াত, সেক্রেটারী জেনারেল ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মরহুমের গোসল, জানাজা দাফন প্রভৃতি বিষয়ে ফায়সালা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সকলকে সবর করার ও দোয়া করার অনুরোধ জানান।

গোসলের পর কফিন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বাসা সংলগ্ন তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায় রাখা হয়। রাত অবধি বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন আসতে থাকে। পরদিন সকাল ১০টায় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে প্রথম জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন। বিভিন্ন জেলার লোকজনের সুবিধার্থে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে আমীরে জামায়াতের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কফিন নিয়ে কালিগঞ্জের বড়গাঁও গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, এটিএম আজহারুল ইসলাম, বায়তুলমাল সেক্রেটারী বদরে আলমসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরীর নেতৃবৃন্দ এবং মরহুমের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন। বড়গাঁও গ্রামে দাফনের পূর্বে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বড়গাঁও দাখিল মাদ্রাসা ও এতিমখানার বিশাল মাঠে অপেক্ষমান সহস্রাধিক জনতার মাঝে এ করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। পার্শ্ববর্তী জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মরহুমের মৃত্যুর সংবাদে সকাল থেকেই লোকজন এসে মাঠে অবস্থান করতে থাকেন। মরহুমের জামাতা মাওলানা আলাউদ্দিনের ইমামতিতে সেখানে জানাযার নামাজের পর মসজিদ সংলগ্ন তার পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুম অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ, একজন সংগঠক এবং ইসলামী আন্দোলনের একজন নিরহংকার ও নির্ভীক সৈনিক। তাঁর জীবনের একেকটি বিষয়

www.bjilibrary.com

লিখতে গেলে সংক্ষেপে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।

খোলামেলা, সাদামাটা, প্রদর্শনেচ্ছাহীন ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের মূর্তপ্রতীক ছিলেন তিনি। তাঁর মেধা, পরিশ্রম ও পরিকল্পনারই ফসল আজকের (বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা জেলার) ইসলামী আন্দোলন। নরসিংদী কলেজে অধ্যাপনাকালে তাঁর সহস্রাধিক ছাত্র আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। আজও অন্যান্য দলের নরসিংদী জেলার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের অনেকে তাঁরই ছাত্র। নরসিংদীর উদীয়মান ও সম্ভাবনাময় মেধাবী তরুণ অধ্যাপক শহীদ খলিলুর রহমান, শহীদ আবদুল বাতেন তাঁরই টার্গেটের ফসল (নির্মমভাবে হায়েনাদের হাতে এ দু'জন শহীদ হন)। আমি যখন শিবিরের বৃহত্তর ঢাকা জেলা সভাপতি তখন দেখেছি আমি ওনাকে খোঁজ-খবর না করলেও তিনি নিজেই মাঝে মধ্যে আমাকে ডেকে নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন এবং মনে রাখতেন, পরবর্তীতে আবার খোঁজ-খবর নিতেন। ১৯৮৮ সালে সংগঠন তাঁতীদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁতী কল্যাণ সমিতি নামে পার্শ্বসংগঠনের তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি আর আমি সেক্রেটারী। দেশের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে তাঁত প্রধান জেলাগুলোতে তিনি তাঁতীদেরকে সংগঠিত করে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় ও স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাঁত প্রকল্প দ্বারা আজো তাঁতীগণ উপকৃত হচ্ছেন।

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ তাঁর সাথে তাঁতী কল্যাণের কাজ করেছি। কিন্তু কখনো কোনো কাজ নিয়ে তাঁকে রাগ করতে দেখিনি। রাগ ও ছবরের এক অপূর্ব সমন্বয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিভিন্ন কাজে, সফরে ও প্রোগ্রামের ব্যাপারে তাঁকে কখনো ক্লান্তি বা অলসতা প্রকাশ করতে দেখিনি। সত্যিই তিনি তাঁতী কল্যাণের সার্থক সভাপতি ছিলেন। তিনি এতই সহজ-সরল ছিলেন যে, একদিন প্রোগ্রাম শেষ করে অফিস থেকে রাতে বাসায় ফেরার সময় গাড়িতে দু'একজনের বেশি হয়ে গেলে গাড়ির চালক জায়গা হবে না বললে মরহুম ইউসুফ আলী সাহেব ড্রাইভারকে গাড়ি থামিয়ে তাদেরকে সাথে নিলেন আর বললেন আসলে মনে জায়গা নেই। মনে জায়গা থাকলে গাড়িতে জায়গা হবে। ইউসুফ আলী সাহেবের মনের জায়গা সত্যিই বিশাল ও বিস্তৃত ছিল। একবার ওনার একটা ব্যাপারে ওনার সাথে সরাসরি কথা না বলে সাবেক আমীরে জামায়াতের নিকট লিখিত নোট দিই, সাবেক আমীরে জামায়াত ওনাকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি আমাকে একদিন বললেন, আমীরে জামায়াতকে আপনি যে বিষয়ে লিখিত দিয়েছেন তা আমি পেয়েছি। কোনো Reaction দেখাননি। বরং কাজগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। অধঃস্তনদের ভুলের ক্ষমার এ দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল। তাই ২৬ তারিখ রাতে মরহুমকে দেখার জন্য মীর কাসেম ভাই যখন ওনার বাসায় যাচ্ছিলেন তখন আমাকে সামনে পেয়ে বললেন, আজ কোথায় আপনার তাঁতী কল্যাণের সভাপতি? তখন কান্নায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল, ওনার হাত ছাড়তে পারছিলাম না। মীর কাসেম ভাইয়ের সহযোগিতায়ই নরসিংদী ও পাবনায় দুটি তাঁত প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। মরহুমের জীবনের আরেকটি অন্যতম দিক দেখেছি কেন্দ্রীয় অফিসে কাজ করার সুবাদে ওনার তৈরি করা সফরের কাজে সহায়তা করতে গিয়ে। সারা মাসের প্রোগ্রাম তিনি প্রায় মুখস্তই বলতেন বরং বলতেন আমি এখনও ব্রেনকেই ডায়েরি হিসেবে ব্যবহার করি। বয়স এবং ডায়াবেটিস সত্ত্বেও তাঁর স্মৃতিশক্তি তেমন কমেনি। এনজিও গ্রাম করার পর প্রায়ই ওনাকে সফর ও প্রোগ্রাম আরও কম করে করতে বললে তিনি চুপ থাকতেন। কখনো বলতেন যা হবার তাতো হবেই। ইচ্ছা শক্তি ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের এ এক উজ্জ্বল নমুনা।

১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে তিনি তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর এলাকায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নির্বাচনী কাজ করতে দেখেছি। নির্বাচনী

(৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.bjilibrary.com

তাঁকে হৃদয় দিয়ে সম্মান করি

শেখ মোতাহার হোসাইন

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ রোজ বুধবার দিবাগত রাত পৌনে আটটার বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে মরহুমের বাসভনের দিকে ছুটে আসি। রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে মরহুমের কফিনবাহী এম্বুলেন্স যখন জনতার চোখে পড়ে তখন এক করুণ দৃশ্যের সূচনা হয়। জনতার চোখের পানিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে। সত্যিকারের দরদী মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর প্রতি জনগণের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দেখে আমি বারবার দরুদে ইব্রাহিম পড়েছি। আল্লাহ তায়ালা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে দুনিয়া ও আখেরাতের সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। জ্ঞান চর্চা করে তিনি আজ আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে জনগণের নিখুঁত ভালোবাসা ও আন্তরিকতা লাভ করা সম্ভব। এ বাস্তব কথাটি ইউসুফ আলী সাহেব তাঁর জীবনে প্রমাণ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা মরহুমের সকল ভালো কাজগুলো কবুল করুন। আমীন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব শিশুকাল থেকে অত্যন্ত বিনয়ী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী

www.bjilibrary.com

ছিলেন। উন্নত চরিত্রের কারণে তিনি পিতা-মাতার যথেষ্ট দোয়া নিতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীতে পিতার ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে তিনি কুরআনের মহান শিক্ষা ও রাসূল (সঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের জীবনে কায়েমের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই প্রচেষ্টারই বিভিন্ন দিকগুলো আমরা তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে দেখতে পাই। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আমার সহধর্মিণী মুহতারামা সাঈদা জাহান অধ্যাপক ইউসুফ আলীর তৃতীয় কন্যা। পারিবারিক কাজকর্ম ও কথাবার্তায় সব সময় আমার নিকট পিতার দৃষ্টান্ত পেশ করেন। আমার মাঝে মধ্যে অবাক লাগে সন্তানদের এত নিখুঁত আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আমাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখি ও সুন্দর করতে এবং সন্তানদের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার জন্য অধ্যাপক ইউসুফ আলীর জীবন থেকে অনেক শিক্ষা নেয়া যায়।

১৯৮৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বাইয়াত গ্রহণ করি। ঢাকা মহানগরী মিরপুর থানার তৎকালীন ১০নং ওয়ার্ডের শেওড়াপাড়া-কাজীপাড়ায় আমার সাংগঠনিক জীবন শুরু হয়। বাইয়াত গ্রহণের পর ওয়ার্ড নাযিম জনাব আবুল কালাম আজাদ সাহেবের নিকট আমি বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করি। তিনি বলেন, তোমার মা-বাবার সংগে পরামর্শ করো। মা-বাপের পছন্দমত বিয়ে করাই ভালো। কিছুদিন পর বাবার একটি চিঠি পেলাম। বাবা লিখছেন তুমি শুক্রবার বাড়ি আসো। শুক্রবার বাড়ি গেলে মা বললেন, সেকান্দরপুর তোমার ছোট খালার বাড়ির পাশে এক মেয়েকে আমরা দেখে এসেছি। মেয়ের ভাই তোমার ফেনী কলেজের বন্ধু। তুমি দেখে এসো। আমরা পছন্দ করেছি। আমি বললাম, একটু খোঁজখবর নিই। দাগনভুঞা গিয়ে বন্ধুর পরিচয় পেলাম। বুঝতে পারলাম আমার সেই বন্ধু ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা ছিলেন। বাড়ি এসে মাকে বললাম, আমার ভালো লাগছে না। ঢাকা এসে আমার খালাতো বোনের জামাতা খুরশীদ মিয়াকে বললাম, আপনি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল পরম শ্রদ্ধেয় জনাব মকবুল আহমেদ সাহেবের কাছে গিয়ে বলেন, আমি ছাত্রীসংস্থার একজন কর্মী অথবা জামায়াতের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিবারের কাউকে জীবনসঙ্গী করতে চাই। কয়েক দিন পর খোরশেদ মিয়া বললেন, মকবুল সাহেব সন্ধ্যার পর দৈনিক সংগ্রাম বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ফালাহ্-ই-আম ট্রাস্টের অফিসে আপনাকে দেখতে চান। গেলাম। মুহতারাম মকবুল আহমদ সাহেব আমাকে বললেন, মোতাহার তোমার বিয়ের দায়িত্ব আমি নিলাম।

কিছুদিন পর আমার অফিসে ফোন করে এশা নামাজের পর আল-ফালায় আসতে বললেন। আমি গিয়ে সালাম দিলাম। খোঁজখবর নিয়ে তিনি বললেন, আমাদের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার। ইউসুফ ভাইয়ের একটা মেয়ে আছে। তুমি আগামীকাল শুক্রবার সকাল ৮টায় এখানে আসলে দেখা হবে। আমি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সারারাত নফল নামাজ পড়লাম। জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াত লাভের পর একজন কেন্দ্রীয় নেতার মেয়ের জন্য প্রস্তাব পেয়েছি। আমি ঠিক সকাল ৮টায় ফালাহ্-ই-আম ট্রাস্টের অফিসে উপস্থিত হলাম। মকবুল সাহেব বললেন, মোতাহার, উপরে টিসিতে ইউসুফ ভাই বক্তব্য রাখছেন, এখনই আসবেন। একটু পরেই তিনি আসলেন। আমি সালাম দিলাম। মুহতারাম মকবুল আহমদ সাহেব

www.bjilibrary.com

পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, আমার মেয়েটি কালো শ্যামলা, তবে বুদ্ধিমতী ও চেহারা খুব সুন্দর। তোমার জন্য ভালো হবে। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের মত একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির সহজ সরল আচরণে এতো মুগ্ধ হলাম যে, মকবুল সাহেবকে বলেই ফেললাম, কাকা আপনি ব্যবস্থা করে ফেলেন। আমার আর কিছুই দেখতে হবে না। তিনি বললেন, তোমার অভিভাবকের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়া দরকার। আমি পরবর্তী শুক্রবার তারিখ দিয়ে বললাম, বাবাকে নিয়ে আসব। তিনি বললেন, এখানে চলে এসো, তোমার বাবাকে নিয়ে ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় যাব। আমি বাবাকে বুঝিয়ে বললাম, বাবা অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের মতো দ্বীনের একজন নিবেদিত খাদেমের সঙ্গে আমরা আত্মীয়তা করতে যাচ্ছি। বাবা মকবুল সাহেবের সাথে ইউসুফ সাহেবের বাসা থেকে ফেরার পথে আমাকে বললেন, ঠিক আছে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করতে মকবুল সাহবকে বলো। বিয়ের অনুষ্ঠানে দোয়া করলেন মরহুম আব্বাস আলী খান, বিয়ে পড়ালেন মুহতারাম মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ। মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব ঘুরে ঘুরে সবকিছু তদারকি করলেন আর সহজ সরলভাবে অতিথিদের খোঁজখবর নিলেন। আজও কতো আত্মীয়-স্বজন দেখা হলে এসব বলে। সত্যিকারভাবে অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব ইসলামের একজন বাস্তব অনুসারী ছিলেন।

আমার পরম সৌভাগ্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের নির্বাচনী এলাকা গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে এক বছর সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছি। জামায়াতে ইসলামীর গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানা কর্মপরিষদ সদস্য ও নাগরি ইউনিয়নের দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে আমি অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের সঙ্গে কালিগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার অনেক জনসভা ও সাংগঠনিক বৈঠকাদিতে সফরসঙ্গী হতে পেরেছি। মূলত এই সময়ই অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের নৈতিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক সাধনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কালিগঞ্জের শিমুলিয়া ও পিপুলিয়া গ্রামে স্বল্প সময়ে যুবক ও ছাত্রভাইদের সঙ্গে তিনি যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তা আমাকে দাওয়াতী কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে নাগরি বাজারে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় আমি একটি জনসভার আয়োজন করি। জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য তিনি সকালেই আমাকে নিয়ে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে কালীগঞ্জের উদ্দেশ্য রওয়ানা হলেন। রওয়ানা হওয়ার আগে আমি বলেছিলাম যে, রাত ৩টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাইতুলমালে কাজ করেছি। যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তিনি বললেন, শোন, দাওয়াতী কাজ করলে তোমার ক্লান্তি চলে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা হলাম। সত্যিই যখন গাড়িতে উঠলাম খুবই ভালো লাগছিল। তিনি আমার ব্যক্তিগত রিপোর্ট ও গ্রামের বাড়ির খোঁজখবর নিলেন। আমি বললাম, কাজের ঝামেলার জন্য বাড়ি যেতে পারি না। তিনি বললেন, মা-বাবার খোঁজখবর রাখাও তোমার দায়িত্ব।

নাগরি ইউনিয়নে জনসভা ও গণসংযোগের পর রাত ১১টায় আমরা নৌকাযোগে পুবাইল ব্রিজ আসার জন্য রওয়ানা হলাম। নদীর মাঝখানে এসে নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। এতো রাত। তিনি বললেন, পশ্চিম পাড়ে যাও, আমাদের এক সুধীর বাড়ি আছে। অনেক কষ্টে মাঝি নৌকা তীরে নিয়ে গেল। তিনি নিজেই নৌকা থেকে

www.bjilibrary.com

নেমে গিয়ে ডাকলেন। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি এসে বললেন, স্যার অসুবিধা নেই আমার নৌকায় আপনারা চলে যান। যখন আমরা পুবাইল ব্রিজের কাছে পৌঁছলাম তখন রাত দেড়টা। সবাই ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। আমি বললাম, পুবাইল জামে মসজিদের ইমাম সাহেব আমার কর্মী। তিনি পিপুলিয়া গ্রামের দায়িত্বশীল। আমি মাঝে মধ্যে সাংগঠনিক কাজে রাত হয়ে গেলে এখানে থেকে যাই। ইমাম সাহেব হাবিব ভাইকে ডাকলাম, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুললেন। আমি বললাম, হাবিব ভাই আমাদের সঙ্গে স্যার আছেন। হাবিব ভাই স্যারকে ভিতরে নিয়ে নিজ বিছানায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর দেখি হাবিব ভাই ভাত রান্না শুরু করলেন। রাত প্রায় আড়াইটা। স্যারকে নিয়ে আমরা খাওয়া শেষ করে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পুবাইল বাজারে আসলে রেলওয়ের একজন গার্ড আমাদের বললেন, আপনারা একটু পরে যান সামনে রাস্তা ভালো না। পরে সেখানে এক দোকানে আমরা বসে রইলাম। কিন্তু মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব ঢাকা আসার জন্য খুবই পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, সকাল ৮টায় কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠক আছে, এরপর তিনি দুপুরে আবার কালীগঞ্জের জামালপুর ইউনিয়নে গণসংযোগ করবেন ও বিকালে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। এ সময়ও আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের মধ্যে কোনো ক্লান্তি দেখিনি। যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সাংগঠনিক কথাবার্তাই বলেছেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব জামায়াতের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুতের জন্য 'ইউনিট' সংগঠনের উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। ইউনিটের কার্যক্রম সম্পর্কে মাঝে মধ্যে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি কালীগঞ্জে কিছু ইউনিট বৈঠকেও মাঝে মধ্যে বসতেন। জনশক্তির নৈতিক মান উন্নয়নের উপর তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব সবসময় ভাবতেন কিভাবে দাওয়াত দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোককে দাওয়াত দেওয়া সহজ হয়। তিনি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯৯৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টায় সময়ে আমার পিতা শেখ মাহবুব উল্ল্যাহ মিয়া দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন। এই খবর শুনে অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব ঠিক পরদিন শুক্রবার জুমার নামাযের আগে আমার পিতার জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার মতিমিয়ার হাটের পার্শ্বে অবস্থিত আমাদের গ্রামের বাড়ি হীরাপুর মিয়াবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবকে পেয়ে সেদিন আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। জানাযা শেষে তিনি আমার পিতা শেখ মাহবুব উল্ল্যাহ মিয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব আমার হাতে 'মুমিনের পারিবারিক জীবন" বইটি তুলে দিলে আমি বইটি কিছুদিন অধ্যয়ন করি এবং গ্রামের বাড়িতে মা'র জন্য নিয়ে যাই। আমার মা বইটি পড়ে আমাদের নিয়মিত উপদেশ দিচ্ছেন। আমরা এই বইটি পড়ে পরিবার ও সমাজ গঠনে ব্রতী হবো-ইনশাল্লাহ।

শেখ মোতাহার হোসাইন
বায়তুলমাল সম্পাদক, ডেমরা থানা, জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী।

www.bjilibrary.com

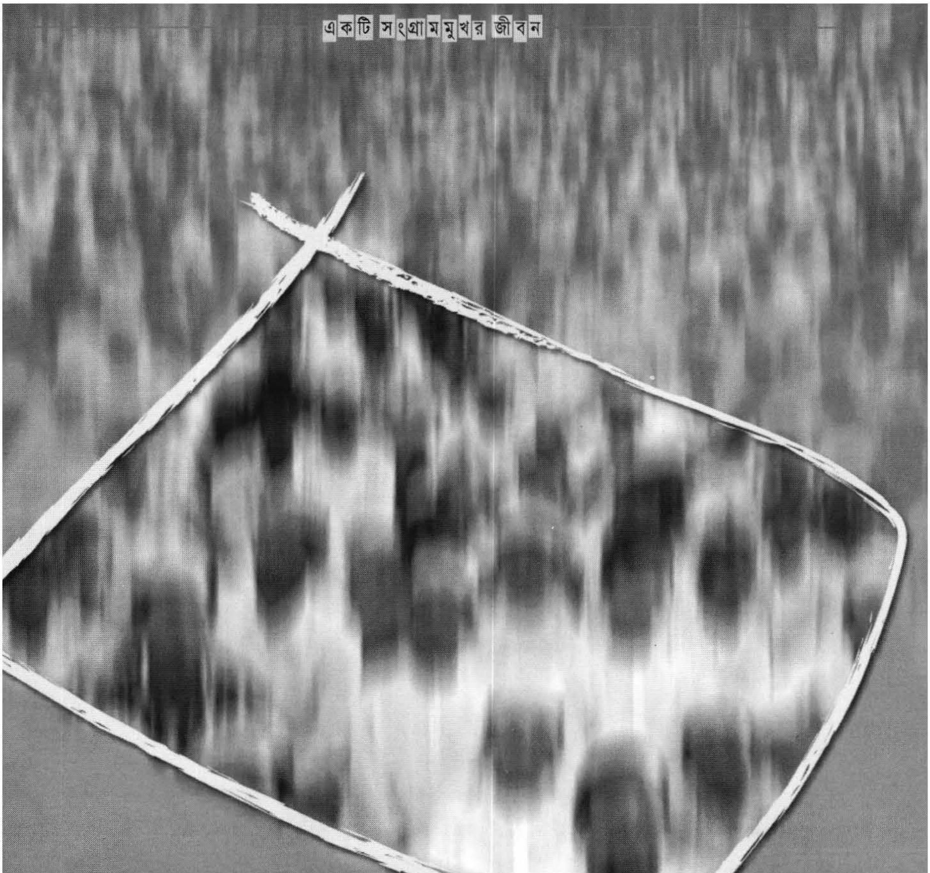

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ঘনিষ্ঠজনদের স্মৃতিচারণ

www.bjilibrary.com

আল্লাহতে সমর্পিত একজন ব্যক্তি

শাহ আবদুল হান্নান

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর বয়স আমার কাছাকাছি ছিল। আমি ১৯৬১ সালে মাস্টার্স পাস করি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, আর তিনি আমার দুই বছর কি তিন বছর পর অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং উচ্চ পর্যায়ে নানা দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবনে আমরা নানাভাবে জড়িত ছিলাম। আমরা একত্রে অনেক কাজ করেছি। তবে পরবর্তী সময়গুলোতে তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ তুলনামূলক কম হতো।

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর উঠতি জীবনে বা গঠন পর্যায়ে আমার সঙ্গে তাঁর অনেক ভালো

www.bjilibrary.com

সম্পর্ক ছিল। আমরা দু'জনই ফজলুল হক হলে থাকতাম। সে সময় আমি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের একজন সিনিয়র ব্যক্তি ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরে ছাত্র সংঘ গড়ে তোলার ব্যাপারে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছিলাম। সে সময় আমি যাদেরকে ছাত্রসংঘে নিয়ে আসি তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। একই সময় আমার প্রচেষ্টায় আরো যারা আসেন তাদের মধ্যে এ.কে.এম. নাজির আহমদ সাহেবের কথা মনে পড়ছে। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক হন এবং বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের উচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করছেন। এক সময় তিনি ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

ইউসুফ আলী সাহেব তাঁর নিজের ইসলামী আন্দোলনে জড়িত হবার কাহিনী কি বলে গেছেন তা আমার অবশ্য জানা নেই। তবে যতটুকু আমার মনে পড়ে তাঁর কাছে আমি ইসলামী সাহিত্যের বইপত্র দেই। তাঁর উপর প্রায় বছর খানেক কাজ করি। তারপর তিনি ছাত্রসংঘে যোগদান করেন।

সে সময়ের দিনগুলোতে তাঁর সঙ্গে আমার গভীর পর্যায়ের সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। স্বাভাবিকভাবে সিনিয়র হিসাবেও পরামর্শ চাইতেন। এক সময় তিনি মীরহাজিরবাগ এলাকায় থাকতেন। তাঁর জন্য একটি বিয়ের প্রস্তাব আসে। আমার মনে আছে কার্জন হলের সামনের মাঠটি তখন ঘাসে ভরা। বর্তমানে সেখানে তেমন ঘাস নেই, তখন ঘাসে ভরা ছিল। এক সন্ধ্যায় আমরা দু'জন অন্ধকারে সেখানে বসে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর বিয়ের কথা তোলেন। সব শুনে আমি উনাকে বললাম, আপনি বিয়েটা করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি মনে করেছিলাম আপনি এর বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আপনি ঠিক এর উল্টোটা করলেন।

তিনি নীরব স্বভাবের লোক ছিলেন। যারা তাঁর পাশাপাশি থাকতো তারা হয়তো বা সবই জানেন তিনি কি করতেন না করতেন। তবে তিনি যা করতেন তা খুব কম লোককে বলতেন। আমি বলব যে তিনি আল্লাহতে সমর্পিত ছিলেন। ইসলামের প্রতি সমর্পিত ছিলেন। কোনো প্রকার প্রচারপন্থী ছিলেন না। নীরবে কাজ করতে ভালোবাসতেন। কাজেই শেষ দিকের কাজের মূল্যায়ন তাঁর ঘনিষ্ঠজনরাই করতে পারবেন।

ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো গঠন করার সময়ও আমরা এক সঙ্গে জড়িত ছিলাম। রিসার্চ ব্যুরো গঠনে সক্রিয় ছিলেন তৎকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের বড় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি জহুরুল ইসলাম। পরবর্তীতে তিনি সিএ করেন এবং দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটের (বিআইআইটি'র) সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। এর পেছনে সবচেয়ে বড় ও গাইডের ভূমিকা পালন করেন মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব। তিনি জামায়াতের আমীর ছিলেন। এই দু'জনই রিসার্চ ব্যুরোর মূল উদ্যোক্তা। ফকিরাপুল পানির ট্যাঙ্কির আশপাশের কোনো এক বাসায় এই রিসার্চ ব্যুরো গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং তা গঠন করা হয়। এই রিসার্চ ব্যুরো গঠনের পিছনে অন্যান্যদের মধ্যে যারা যারা ছিলেন তাঁদের

www.bjilibrary.com

মধ্যে আমি ও ইউসুফ আলী সাহেব ছিলাম অন্যতম। রিসার্চ ব্যুরোর সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বলতে পারি, ছোট আকারে প্রথম যে সংবিধানটি হয়েছিল সেটা আমি তৈরি করি চেয়ারম্যানের অনুরোধে।

ইউসুফ আলী সাহেব এই রিসার্চ ব্যুরোতে কয়েক বছর সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য দায়দায়িত্বের কারণে তিনি এর সাথে সদস্য ব্যতীত তেমনভাবে জড়িত থাকতে পারেননি। আমি লক্ষ্য করেছি তার একটি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল অর্থনীতির উপর কাজ হোক এবং এ বিষয়ে তিনি নিজে কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি রিসার্চ ব্যুরো গঠন হওয়ার পর আমাকে বারবার বলতেন, হান্নান ভাই আমি এ বিষয়ে অনেক কাজ করতে চাই। কিন্তু সময় করে উঠতে পারি না। আমি উনাকে বলতাম, এর জন্য আপনাকে অনেক পড়তে হবে। সংগঠন যতই করেন না কেন আপনাকে একটা সময় বের করে নিতে হবে পড়ার জন্য। আর যদি না পড়েন তাহলে অর্থনীতি বা অন্য কোনো বিষয়ের উপর বড় কিছু করতে পারবেন না। অবশ্য এ ধরনের উপদেশ আমি প্রায় সব লোককেই দেই। ইসলামী মুভমেন্টের সকল নেতৃবৃন্দকেও আমি এই ধরনের কথা বলে থাকি। আর আমি আশা করি এর সুফল আজ হোক কাল হোক হবে।

যাই হোক, অর্থনীতির উপর উনার কিছু কিছু প্রবন্ধ আছে। তবে অর্থনীতির উপর বেশি কিছু লিখে গেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি ছাত্র হিসেবেও ভালো ছিলেন। স্ট্যান্ড করা ছাত্র ছিলেন।

শেষে বলতে হয়, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শোনার জন্য আমি অন্তত তৈরি ছিলাম না একেবারেই। অবশ্য মৃত্যুর জন্য কেইবা তৈরি থাকে? আর মৃত্যুর কথা কেইবা নিশ্চিত করে বলতে পারে?

ইউসুফ আলী সাহেবের কোনো বড় ধরনের অসুখ ছিল বলে আমার জানা ছিল না। আমি উনার কাছ থেকে কোনো সময়ই শুনিনি। কেউ কোনো সময় আমাকে উনার হার্টের সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলেনি। তিনি হঠাৎ করে মারা গেলেন তাও এক সাংগঠনিক সফরে। তিনি সফর থেকে ফেরার পথে মারা গেলেন- এতে আমি একটু অবাক হয়েছি। অবশ্য আল্লাহর নিয়ম অন্য রকম এবং সে নিয়মে কিছুই অবাক হবার নেই।

আমি তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করি। তাঁর আখিরাতের কল্যাণ কামনা করি। তিনি সব সময় নেক খেদমত করে গেছেন। এমন একজন নেককার নেতার প্রাথমিক জীবনের গঠন পর্যায় আমি যে ভূমিকা রাখতে পেরেছিলাম তাঁর জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব এবং বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান।

www.bjilibrary.com

একটি উৎসর্গকৃত প্রাণ

ড. মোহাম্মদ লোকমান

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বুধবার রাত দশটায় আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের আমার জনৈক সহকর্মীর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসস্থ বাসায় বিভাগীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলাম, তখন বিটিভিতে ইংরেজি খবর প্রচারিত হচ্ছিল এবং খবরের শেষ দিকে একটি মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করা হলো। আমি মূলত আমার সহকর্মীর সঙ্গে একটি একাডেমিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ করে উক্ত দুঃসংবাদে মৃত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করা হয় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বলে। নামটি আমার কর্ণকুহরে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্বাক হয়ে যাই এবং আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না উক্ত দুঃসংবাদটি। তবুও আমরা যারা আলোচনা টেবিলে ছিলাম তাদেরকে মৃত ব্যক্তির পরিচয় ও আমার সঙ্গে তাঁর

www.bjilibrary.com

দীর্ঘ ৪২ বছরের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার কিছু কথা বললাম বাকরুদ্ধ কণ্ঠে। তারা নিজেরাও দুঃখিত হলেন ও আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় থাকি- অদূরেই আমার সে সহকর্মীর বাসা; চলৎশক্তি পায় দুর্বল হচ্ছিল বলে অতীব কষ্টে আমি সে বাসা থেকে রাত প্রায় এগারটায় আমার বাসায় পৌঁছি। বিটিভি'র উক্ত খবরে আরো জানানো হয়েছিল যে পরদিন অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বাদ জোহর ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে মরহুমের নামাজে জানাযা হবে। আমি মনে মনে অনেকটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম যে পরদিন ভোরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেব উক্ত জানাযায় অংশ নিতে। কিন্তু আবার মনে পড়ে গেল যে আমি বর্তমানে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিয়েন ছুটি নিয়ে ব্যবসা প্রশাসনে অধ্যাপকের দায়িত্বের পাশাপাশি ট্রেজারার- এর দায়িত্বও পালন করছি বিধায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম ও প্রো ভিসি প্রফেসর ডঃ আবুবকর রফিক আহমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকাস্থ ক্যাম্পাসে একটি জরুরি কাজে যাবেন বিধায় আমাকে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে উনাদের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়ের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য চিঠি দেয়া হয়েছিল। তাই অতীব কষ্টে আমি ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হলাম। দুর্ভাগ্য আমার, মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী যাঁকে আমি ছাত্রজীবন থেকেই ইউসুফ ভাই হিসেবে ডাকতাম- তাঁর জানাযায় শরীক হতে পারলাম না। তবে ওই রাতেই তাহাজ্জোদের সময় মরহুমের জন্য প্রাণভরে দোয়া করলাম।

মরহুমের নামাজে জানাযার দিন বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর বিস্তারিত খবর জানতে পারলাম এবং রাতে মরহুমের মৃত ছবিসহ জানাযার খবর শুনলাম। তার পরদিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জাতীয় পত্রিকাসমূহে ছাপানো হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সেক্রেটারী জেনারেলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের শোকবাণীর মধ্যে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের শোকবাণীও রয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার মারফত জানতে পারি কেন্দ্রীয় জামায়াত কর্তৃক ৩ মার্চ বিকেল ৪টায় ফালাহ-ই-আম ট্রাস্ট মিলনায়তনে মরহুম ইউসুফ আলীর রুহের মাগফিরাত উপলক্ষে দোয়ার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আমীরে জামায়াত ও তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী বর্তমানে শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী উক্ত দোয়ার মাহফিল পরিচালনা করবেন। আমি উক্ত দোয়ার মাহফিলে উপস্থিত থাকার নিয়ত করলাম এবং ২ মার্চ বিকেলে ঢাকায় একটি বিশেষ প্রোগ্রামে ব্যস্ততার মাঝেও বিলম্বে হাজির হলাম। ৩ মার্চ বিকেলে সামান্য কিছু বিলম্বে ফালাহ-ই-আম ট্রাস্ট মিলনায়তনে পৌঁছলাম। মরহুমের ছেলে, ভাইসহ কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতৃবৃন্দ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মানিত বক্তাবৃন্দের সংখ্যাধিক্যের কারণে ও সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আমার সুযোগ ঘটেনি। তবে আমীরে জামায়াত কর্তৃক পরিচালিত দোয়ায় অংশ নিয়ে প্রাণভরে মরহুমের জন্য দোয়া করলাম। অনুষ্ঠানে

www.bjilibrary.com

অংশগ্রহণকারী প্রায় সবার চোখ দিয়ে পানি আসে- আমার অবস্থাও অনুরূপ ছিল। উক্ত দোয়ার মাহফিল ও আলোচনা সভায় অংশ নিতে পেরে আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম; কিন্তু আলোচনা সভায় আমার নিজের কিছু অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ না পেয়ে মনটা ভারাক্রান্ত রয়েই গেল। মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী যাকে আমি ইউসুফ ভাই বলেই সম্বোধন করেছি ৪২ বছর এবং নরসিংদী কলেজে কর্মময় জীবনে দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর ছায়ার মত অনুসরণ করেছি, তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে বা কিছু লিখতে পারলেই বোধহয় আমি কিছুটা হালকা বোধ করব; তাই আমার অত্র লিখা সে অভিব্যক্তিরই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে। ১৯৬১ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও প্রথম বছর অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে বাইরে থাকতে হয়েছিল বলে পরের বছর আবাসিক ছাত্র হিসেবে উক্ত হলে সিট নেয়ার পর হল মসজিদে প্রথম জুমার নামাজ আদায় শেষে প্রত্যক্ষ করি মসজিদের এক কোণায় কয়েকজন ছাত্র বসে কিছু আলাপ করছে। আমি উৎসুক হয়ে সেদিকে এগিয়ে যাই এবং বৈঠকে অংশ নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি। বৈঠকের পরিচালক ও অন্যান্যরা আমাকে নতুন আবাসিক ছাত্র হিসেবে পেয়ে খুশি হলেন এবং আমাকে বৈঠকে বসার জন্য সাদর সম্ভাষণ জানালেন। বৈঠকের পরিচালক জনাব নূরুল আলম রইসী এবং অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ইউসুফ আলী। বৈঠক শেষে সবার সাথে আন্তরিকভাবে পরিচিত হলাম এবং কে কোন বিষয়ে ও বর্ষে পড়েন ও কোন কক্ষে থাকেন তা জানতে পারলাম। মরহুম ইউসুফ ভাই আমার দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন এবং অর্থনীতির ন্যায় কঠিন বিষয়ের ছাত্র ছিলেন। তখনকার দিনে ইসলামী ছাত্রসংঘের যে গুটিকতক ছাত্র সক্রিয় ছিলেন তন্মধ্যে ইউসুফ ভাই অন্যতম। আমার সাংগঠনিক জীবনে অন্যান্যদের মধ্যে ইউসুফ ভাইয়ের প্রভাবও কোনো অংশে কম ছিল না। আমি আল্লাহর মেহেরবানীতে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালেই সংঘের সদস্য হয়ে গেলাম এবং ওই বছর ইসলামী ছাত্রসংঘের কয়েকজন নেতা ও দায়িত্বশীল ছাত্রজীবন শেষ করলেন- ইউসুফ ভাইও তন্মধ্যে ছিলেন। আমি আরো দু'বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত হলে থাকলাম এবং সংঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করলাম হলে, সিটিতে ও প্রাদেশিক পর্যায়ে। অগ্রজ হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে ইউসুফ ভাইয়ের অবদান আজও ভুলার নয়।

হলে অবস্থান কালে অন্যান্যদের মধ্যে ইউসুফ ভাইয়ের তৎপরতা হলে, সিটিতে ও প্রাদেশিক দপ্তরে সংঘের দায়িত্ব পালন আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ছিল। সে দীর্ঘ ইতিহাস, সে ইতিহাস ত্যাগ তীতিক্ষার ও কোরবানীর ইতিহাস- ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে দূর ভবিষ্যতের জন্য ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার ইতিহাস। তখনকার ছাত্রজীবনে হাতে গোনা যে কয়জন নেতৃবৃন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তন্মধ্যে ইউসুফ ভাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নাতিদীর্ঘ আলোচনার কারণে আমি অত্র প্রবন্ধে সে আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে একটি কথা না বলে পারছি না। আজকের ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ও তখনকার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে অনেক দিক দিয়ে

www.bjilibrary.com

বিরাট পার্থক্য বা ফারাক রয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ষাটের দশক ও সত্তরের দশকের মধ্যে যারা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন তারা প্রায় সবাই ভবিষ্যতের ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের ক্যারিয়ারকে উৎসর্গ (Sacrifice) করেছেন আজকের আমীরে জামায়াতসহ মরহুম ইউসুফ আলী ও অন্যান্যদের নাম অলিখিত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। অবশ্য মহান আল্লাহ পাকের লাখো শোকরিয়া সে অলিখিত ইতিহাস আজকের দিনে কথা বলছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অবদান ও বর্তমান সরকার পরিচালনায় জামায়াতের অংশগ্রহণ তারই প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে বলে আমার বিশ্বাস।

ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র হিসেবে মাত্র দু'বছরের সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে বের হবার পর ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে আমি ঢাকায় একটি কলেজে পার্টটাইম শিক্ষকতা নিয়ে ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে যথাযথ পেশার অন্বেষণে ছিলাম। তখন ইউসুফ ভাই আমাকে নরসিংদী কলেজে যোগদান করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। উল্লেখ্য, ইউসুফ ভাই দু'বছর আগ থেকেই ওই কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন। আরো উল্লেখ্য, আমি ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে একই সঙ্গে কয়েকটি ডিগ্রী কলেজ যেমন: চৌমুহনী ডিগ্রী কলেজ, নওয়াব ফয়জুন্নেছা ডিগ্রী কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ডিগ্রী কলেজ ও নরসিংদী কলেজে নিয়োগপত্র পাই।

অনেক চিন্তাভাবনা করে ঢাকার অদূরে অবস্থিত বিধায় এবং ইউসুফ ভাইয়ের বিশেষ অনুরোধে আমি শেষ পর্যন্ত নরসিংদী ডিগ্রী কলেজে যোগদান করি ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে এবং তখন থেকে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে একই কলেজের সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছি। সে পাঁচ বছরের পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের কর্মময় জীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আমি কখনও স্মৃতিচারণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি বা সুযোগ পাইনি। ইউসুফ ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরই স্মরণে প্রকাশিতব্য স্মারকে ছোট্ট একটি লেখা দেয়ার মানসে অতীব কষ্টে সে হারানো পাঁচ বছরের কিছু স্মৃতিচারণ উপস্থাপন করছি।

নরসিংদী কলেজে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পাঁচ বছর আমি কলেজ কম্পাউন্ডে ব্যাচেলর হোস্টেলেই ছিলাম। তবে হোস্টেলের সবাই ব্যাচেলর ছিলেন তা কিন্তু নয় অনেকেই ম্যারিড ব্যাচেলর হিসেবেও ছিলেন। হোস্টেলে আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাপনা ভালোই ছিল। কিন্তু এরপরও সবদিন না হলেও প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু'চার দিন এমন যেত না যখন ইউসুফ ভাইয়ের কলেজ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত বাসায় আমি যেতাম না এবং খাওয়া দাওয়া বা নাস্তা পানি গ্রহণ করতাম না। আমি ও খলিলুল্লাহ ভাই ব্যাচেলর হওয়ার কারণে ইউসুফ ভাইয়ের স্ত্রী তথা আমাদের ভাবী আমাদের একটু বেশি খোঁজখবর ও যত্ন নিতেন যার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারব না। ইউসুফ ভাই ও ভাবী দু'জনই একদিকে যেমনই কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল ছিলেন অপরদিকে অতিথিপরায়ণও ছিলেন। অধিকন্তু উনাদের খুব বেশি সহজ সরল জীবন ছিল। ইউসুফ ভাইয়ের তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া বাসায় উনার ছোট ভাই ইদ্রিস আলী ও আসাদ

www.bjilibrary.com

বিন হাফিজকে এবং শ্যালক (যিনি বর্তমানে উপজেলা হসপিটালে ডাক্তার) উনার বাসায় রেখে লেখাপড়া করার সুযোগ দিয়েছিলেন। উনার মা-বাবা মাঝে মধ্যে বাসায় আসতেন। উনার বাবা খুবই সহজ সরল প্রকৃতির দ্বীনদার মানুষ ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচন উপলক্ষে কয়েকবার উনাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং কয়েক বেলা খাবারও গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে উনাদের পরিবারের সদস্যদের বিরাট ভূমিকা ছিল ও বহুধরনের সমস্যা ও বাধা বিপত্তি মুকাবিলা করতে হয়েছিল যা আমাদের উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছিল এবং ইউসুফ ভাইয়ের নির্বাচনে সফলতার লক্ষ্য নিয়েই নিরলসভাবে কাজ করেছিলাম।

তখনকার দিনে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীনে নরসিংদী একটি উন্নত থানা হিসাবে পরিচিত ছিল যেখানে একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টও ছিল। অধিকন্তু থানাটি সুতা বা কাপড়ের জন্য একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত ছিল। এজন্য নরসিংদী কলেজ সরকারী না হলেও কলেজটি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রাইভেট ডিগ্রী কলেজ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। মরহুম ইউসুফ আলী ভাই অর্থনৈতিক বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অর্থনীতি বিষয়টি কঠিন বিষয় হলেও ইন্টারমেডিয়েট লেবেল ছাড়াও ডিগ্রী লেবেলেও প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ছিল। এর কারণ হিসেবে বলা যায় মরহুম ইউসুফ আলী ভাইয়ের দক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগটি পরিচালিত হতো এবং তিনি বেশ কিছু সুযোগ্য শিক্ষক ওই বিভাগে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। এমনকি কোনো এক সময় যখন বিভাগে দু'একজন শিক্ষক স্বল্পতা দেখা দিল তখন তিনি ডিগ্রী লেবেলে অর্থনীতি বিষয় পড়াতো আমাকে ওই বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। (উল্লেখ্য, আমি ১৯৬৫ সালে এম.কম পাস করে পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে অর্থনীতিতে এম.এ ও পাস করেছিলাম)। মরহুম ইউসুফ আলী ভাই কলেজে একজন দক্ষ বিভাগীয় প্রধান ও অর্থনীতি বিষয়ে একজন যোগ্য শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও এলাকার জনগণের মধ্যে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং কলেজ গভর্নিং বডিতেও (কলেজ পরিচালনা পরিষদে) কয়েক টার্ম নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মরহুম ইউসুফ ভাই উক্ত কলেজে একজন সক্রিয়, যোগ্য ও আদর্শ অধ্যাপক হিসেবে উনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন যার বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণ অত্র সংক্ষিপ্ত আলোচনা আদৌ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। বরং তা তাঁর জীবনের আলোকে অতীত ইতিহাস হিসেবে আমরা যারা তাঁর পেশাগত সহকর্মী ছিলাম তাদের স্মৃতির পাতায় থেকে যাবে। মোট কথা, ইউসুফ ভাই শিক্ষকতার পেশাকে শুধুমাত্র জীবনজীবিকার মাধ্যম বা উপায় হিসেবে গ্রহণ করেননি বরং জীবনের ব্রত বা মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাইতো দেখা গেল, তিনি উক্ত কলেজে যোগদান করার পর পর্যায়ক্রমে আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে মাওলানা মোঃ হাফিজুল্লাহকে (যিনি জীবিত আছেন ও বর্তমানে কুমিল্লাস্থ নিমসার জনাব আলী কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন) এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ে শহীদ অধ্যাপক মাওলানা খলিলুল্লাহকে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। যার জন্য আমি

www.bjilibrary.com

ব্যক্তিগতভাবে ইউসুফ ভাইয়ের মৃত্যুর পরও উনার অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বা প্রকাশ করছি।

আমি উক্ত কলেজে ১৯৬৬ সালে যোগদানের পর ১৯৬৭ সালেই বৃহত্তর ঢাকা জেলায় (বর্তমানের নরসিংদী জেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলা, গাজীপুর জেলা ও ঢাকা উত্তর জেলা) জনগণের সাথে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে পরিচালনা করার জন্য নরসিংদীকে কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দেন এবং উনার নেতৃত্বে আমরা উল্লেখিত শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষকতার মহান পেশার পাশাপাশি উনার জীবনের প্রধান মিশন তথা ইসলামী আন্দোলনের কাজ পর্যায়ক্রমে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করি। উল্লেখ্য, আমরা চারজন শিক্ষকই জামায়াতের রুকন ছিলাম। তখনকার দিনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কোনো সরকারী বা বেসরকারী কলেজে চারজন অধ্যাপক রুকন হিসেবে ছিলেন তার কোনো নজির ছিল না। এটা মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল ছিল। এটা অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তখনকার দিনে কোনো সরকারী কলেজের অধ্যাপক/ শিক্ষক জামায়াতের রুকন হতে পারতেন না (অবশ্য বর্তমানে তা নেই) এবং কোনো বেসরকারী কলেজে কোনো অধ্যাপকের রুকন হওয়ার পথে কোনো বাঁধা ছিল না। আমাদের মধ্যে আমার দু'বছর পর যিনি কলেজে যোগদান করেছিলেন তিনি অধ্যাপক হাফিজুল্লাহ– একদিকে তার বিষয় 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে' একজন পণ্ডিত ছিলেন, অপরদিকে তিনি একজন যোগ্য আলেমও ছিলেন। এছাড়া অধ্যাপক হাফিজুল্লাহর এক বছর পর যিনি কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছিলেন তিনিও একজন যোগ্য আলেম; তবে তার অনন্য বৈশিষ্ট ছিল তিনি আরবী ভাষায় একজন বলিষ্ঠ ও অনর্গল বক্তা এবং অনুবাদক ছিলেন এবং তদানীন্তন ইসলামী একাডেমীতে (বর্তমানের ইসলামী ফাউন্ডেশন) বিদেশী আরবী মেহেমান বক্তাদের বক্তব্যকে দক্ষভাবে অনুবাদ করতেন এবং আরবী ভাষায় বলিষ্ঠভাবে ভাষণও প্রদান করতেন।

মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে উনিসহ আমরা চার রুকন যেমনিভাবে কলেজে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলাম তেমনিভাবে আমরা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকায় নরসিংদীসহ বৃহত্তর ঢাকা জেলার সর্বত্র দাওয়াতী কাজে ও সাংগঠনিক কাজে বিচরণ বা সফর করতাম। এমন কোনো এলাকা, বাজার, গঞ্জ, ইউনিয়ন থানা বাকি ছিল না যেখানে আমরা সফর করিনি। এতে করে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা বৃহত্তর ঢাকা জেলার ইসলামী আন্দোলনের ভিত রচনা করেছিলাম তদানীন্তন পাকিস্তান আমলেই। এ কারণে কিছু সময়ের জন্য নরসিংদীতেই ঢাকা বিভাগীয় জামায়াতের সদর দপ্তর কায়েম হয়েছিল। উল্লেখ্য, তখনকার দিনে ঢাকা বিভাগের জামায়াতের আমীর ছিলেন মাওলানা আবদুল জাব্বার।

তখনকার দিনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ে এমন কোনো বড় ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না যা আমরা নরসিংদীতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেইনি। নরসিংদী কলেজ ময়দান, নরসিংদী জিন্নাহ পার্ক ও নরসিংদী ঈদগাহ ময়দান (এ ময়দানটা সবচেয়ে বড় তখন কোনো স্টেডিয়াম ছিল না যা আজকে সেখানে তৈরি হয়েছে) এ সমস্ত ময়দানে

www.bjilibrary.com

আমরা কখনও এককভাবে জামায়াতের উদ্যোগে ও কখনও সর্বদলীয় উদ্যোগে বড় বড় জনসভা করেছি। নরসিংদী ছাড়াও বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও আমরা এ ধরনের জনসভা করেছি ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন যখন চরমে তখন নরসিংদীসহ বৃহত্তর ঢাকা জেলায়ও ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা বহু প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম। বিশেষ করে তখন ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র প্রদেশে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে তখনকার রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল এবং আমার মনে পড়ে আমরা ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে গাজীপুর থানাসহ একটি বাজারে ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সেখানেই রাত কাটাতে হয় এবং সেই রাত্রেই আইয়ুব খানের শাসনের অবসান ঘটিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিজকে প্রধান সামরিক প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে মার্শাল ল' জারি করেন যা তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিল। আমরা পরদিন অতি সন্তর্পনে উক্ত স্থান থেকে নরসিংদীতে ফেরত এসে ইউসুফ ভাইয়ের সভাপতিত্বে পরিবর্তিত পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য পরপর কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হই এবং আমাদের প্রাদেশিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। ইউসুফ ভাই থেকে আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেন যে আগামী বছরে (১৯৭০ সালে) অবশ্যই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সে নির্বাচনের ফলাফলের উপরই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। আর এ জন্যে আমাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে। পরবর্তীকালে ইউসুফ ভাইয়ের এহেন বক্তব্য ভবিষ্যৎবাণী হিসেবেই আমাদের কাছে প্রমাণিত হলো। এতে করে উনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা বেড়ে গেল।

আমার মনে পড়ে আমরা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জনসভা করেছিলাম নরসিংদী ঈদগাহ ময়দানে প্রাদেশিক পি.ডি.এম. এর উদ্যোগে। উল্লেখ্য, তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের একনায়কত্ব বিরোধী আন্দোলনে পি.ডি.এম. (পাকিস্তান ডেমক্রেটিক মোভমেন্ট) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যার নেতৃত্বের শীর্ষে কেন্দ্রে ছিলেন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রধান ছিলেন মরহুম আবদুস সালাম (আওয়ামী লীগ) এবং সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কাইয়েম (সেক্রেটারী) অধ্যাপক গোলাম আযম। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পি.ডি.এম-এর প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল নরসিংদীতেই। এ জনসভা আয়োজন করতে মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমাদের মাসাধিককাল প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমরা একদিকে কলেজে অধ্যাপনা অপরদিকে এ সভার আয়োজন আমাদের জন্য একটি কঠিন দায়িত্ব ছিল। উল্লেখ্য, কেন্দ্রে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ ও প্রদেশে আবদুস সালামের নেতৃত্বে গঠিত পি.ডি.এম-এ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পলিসির কারণে এ দল অংশ গ্রহণকারী রাজনৈতিক দল না হলেও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমাদের (চার অধ্যাপক) সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে আমাদের

www.bjilibrary.com

সহযোগিতা করেছিলেন। উল্লেখ্য, নরসিংদী ঈদগাহ ময়দানটি স্থানীয় আওয়ামীলীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত "বেপারী পাড়া"- এ অবস্থিত ছিল বিধায় সব আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা আমাদের জন্য একান্ত জরুরি ছিল। মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা তাদেরকে সহযোগিতার অনুরোধ জানালে জনাব আদম আলী ব্যপারী ও জনাব মোসলেহ উদ্দিন (উনসত্তরের নির্বাচনে এম.পি)- এর নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ রাজি হন এবং বাস্তবে সহযোগিতাও করেছিলেন।
উক্ত বিশাল জনসভার নির্দিষ্ট তারিখের আগে (সঠিক তারিখটা আমার স্মরণে নেই) প্রাদেশিক পি.ডি.এম-এর সেক্রেটারী অধ্যাপক গোলাম আযম আমাদের প্রস্তুতিমূলক কাজ সরেজমিনে দেখার জন্য সফরে আসেন এবং সব দেশেশুনে তিনি কিছু বাস্তব পরামর্শ দিয়ে যান। জামায়াতের কাইয়েম অধ্যাপক গোলাম আযম উক্ত জনসভার আগে-পরে যতবারই নরসিংদীতে সফরে এসেছিলেন, প্রত্যেকবারই তিনি নরসিংদী কলেজের পুকুর পাড়ে অবস্থিত ব্যাচেলার শিক্ষকদের কোর্য়াটারে (যেখানে আমি পুরো পাঁচ বছর কাটিয়েছি) আমার কক্ষেই উঠতেন ও থাকতেন। অধ্যাপক ইউসুফ ভাই পরিবার নিয়েই কলেজ এলাকায় থাকতেন যা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু উনার বাসায় মেহমান থাকার মত কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলেই এমনটি হতো। মনে পড়ে সে সময় কলেজের অনেক শিক্ষক আমার কক্ষে এসে অধ্যাপক গোলাম আযম- যাকে পত্র পত্রিকায় জামায়াতের বড় নেতা হিসেবে জানতেন- তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে অধ্যাপক ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা চার অধ্যাপক কলেজে এতটুকু প্রভাব রাখতাম যে, কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে সকল শিক্ষকবৃন্দ আমাদের ভালোবাসতেন ও আমাদের বহির্মুখী কাজ তথা ইসলামী আন্দোলনের কাজকে পছন্দ করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সকল প্রকার প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষে নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন (মরহুম) অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও জনসভার ঘোষক ছিলাম আমি নিজেই। আর উক্ত জনসভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, চৌধুরী মাহমুদ আলী, জনাব আবদুস সালাম, অধ্যাপক গোলাম আযমসহ বহু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পি.ডি.এম. নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ আমাদের সকল আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নরসিংদীর ইতিহাসে এর আগে এত বড় জনসভা কখনও হয়নি। এ জনসভার সফলতার কৃতিত্ব, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই যে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের, এতে তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতারই প্রমাণ পাওয়া যায়।
এরপর নরসিংদী কলেজে থাকাকালীন আমাদের আয়োজিত আর একটি জনসভার কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। যেখানে জামায়াতে কাইয়েম অধ্যাপক গোলাম আযম প্রধান অতিথি ছিলেন ও অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বর্তমান আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। যিনি তখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি ছিলেন। এবং যেখানে আমরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং অধ্যাপক গোলাম আযম আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন ও তাঁর জীবন বিপন্নের সম্মুখীন হয়েছিল। জামায়াত কর্তৃক আয়োজিত জনসভাটি ছিল ১৯৭০ সালের

www.bjilibrary.com

সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে বৃহত্তর নরসিংদীর পুবাইল এলাকায়, যেটি শ্রমিক এলাকা হিসেবে পরিচিত। পুবাইল শ্রমিক কলেজ ময়দানে নির্দিষ্ট তারিখে (সঠিক তারিখটি আমার স্মরণে নেই) জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ইউসুফ আলী ভাই এবং আমি আয়োজক হিসেবে স্টেজে ছিলাম। সভাটি যথাসময়ে শুরু হলো এবং স্থানীয় ও প্রাদেশিক জামায়াত নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার পর প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম যখন ঘোষণা করা হয় তখন শুরু হয়ে গেল আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে ইট পাটকেল, লাঠি হামলা ও আমাদের স্টেজ ভাংচুর। আমরা তখন অনন্যোপায় হয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে সেই উত্তেজিত মুহূর্তে আমাদের প্রধান অতিথি দু'চারটি কথা বলে জনসভা শেষ করেন। আমরা সেই তুমুল ইট পাটকেল বর্ষণের মধ্য দিয়ে বাজার থেকে পায়ে হেঁটে অধ্যাপক গোলাম আযমকে চারদিকে ঘেরে বেষ্টনী দিয়ে পুবাইল রেল স্টেশনে পৌঁছলাম ও পুবাইল স্টেশনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত পুকুরের পশ্চিম পাশে ইটের তৈরি একটি নামাজের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলাম। এ বিরাট সমস্যার মুকাবিলায় ইউসুফ ভাইয়ের ভূমিকা ভোলার নয়।

এরপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইউসুফ ভাইয়ের বিরাট অবদান বা ভূমিকার কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ না করলে উনার প্রতি অবিচার করা হবে। ১৯৭০ সালে সমগ্র দেশে ও প্রদেশে যে অস্থির পরিবেশ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয় এবং তাই এর বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। তবে এটা উল্লেখ না করলে নয় যে তখন গোটা প্রদেশ আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ৬-দফা বিরোধী এ দু শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে একটি ডিগ্রী কলেজের একজন অধ্যাপককে তার নিজ নির্বাচনী এলাকায় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী মরহুম তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে জামায়াতের নমিনী হিসেবে ভূমিকা রাখা বিরাট চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার সামিল ছিল। আমরা তিন অধ্যাপক জামায়াতের সে সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য ইউসুফ ভাইকে অনুরোধ জানালাম এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করলাম। এছাড়া নরসিংদী থানার নিকটস্থ থানা রায়পুরায়ও জামায়াত অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে (যিনি বাংলাদেশ আমলে মাদ্রাসা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অধ্যাপক ও বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন) নমিনী প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের অবহিত করেন। একদিকে ইউসুফ ভাই কালিগঞ্জ-মনোহরদী এলাকার প্রার্থী ও অপরদিকে রায়পুরা এলাকায় অধ্যাপক মুজিবুর রহমান প্রার্থী। নরসিংদী থেকেই আমরা এ দু'নির্বাচনী এলাকার সামগ্রিক নির্বাচনী কার্যক্রম ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতাম এবং সিদ্ধান্তক্রমে অধ্যাপক খলিলুল্লাহকে (তিনি রায়পুরার বেলাবো এলাকার অধিবাসী ছিলেন) অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী সহযোগী হিসেবে এবং আমাকে ইউসুফ ভাইয়ের নির্বাচনী সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সার্বিক দায়িত্বে থাকলেন অধ্যাপক ইউসুফ ভাই। আমরা আমাদের নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করলাম। রায়পুরা এলাকায় অধ্যাপক খলিলুল্লাহ বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নির্বাচনী কাজকর্ম জোরদার হলো এবং আমি কয়েক দফা দীর্ঘ

www.bjilibrary.com

নদী পথ পেরিয়ে ওই এলাকায় নির্বাচনী তৎপরতায় অংশ নিয়েছিলাম ইউসুফ ভাইয়ের নেতৃত্বে। তবে আমরা বেশির ভাগ attention দেয়ার চেষ্টা করলাম ইউসুফ ভাইয়ের নির্বাচনী এলাকায়। কেননা বিরোধী শক্ত প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী যার নির্বাচনী তৎপরতা মুকাবিলা করা আমাদের অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরাও ইউসুফ ভাইয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ময়দানে মজবুতভাবে আমাদের নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনায় কোনোভাবে পিছপা ছিলাম না।

নির্বাচনী তৎপরতা চালাতে গিয়ে বেশ কয়েকটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম যা স্বাভাবিক অবস্থায় কল্পনাও করা যায় না। আমরা আল কোরআন ও ইতিহাসে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স:)-এর তায়েফের হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা পড়েছিলাম কিন্তু এর বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়নি কখনও। অথচ ইউসুফ ভাইয়ের নির্বাচনী এলাকায় কার্যক্রম চালাতে গিয়ে আমাদের এহেন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল যা আজও স্মরণ করলে আমি মানসিক ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলি। এবং যা আমার স্মৃতিপট থেকে কখনও মুছে ফেলা যাবে না। সে পরিস্থিতি এমন ছিল যে এলাকায় আমাদের নির্বাচনী তৎপরতা চলাকালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আমাদের পেছনে শিশু ও যুবকদের লেলিয়ে দিয়েছিল যারা আমাদের ইট পাটকেল ছুঁড়ে মেরেছিল। আমাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছিল, আমাদের মাইক কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, আমাদের স্টেজ ভেঙে দিয়ে ব্যানার পুড়িয়ে দিয়েছিল ও সভা অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও ইউসুফ ভাইয়ের অতুলনীয় ধৈর্য ও সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও অবর্ণনীয় কষ্ট সহিষ্ণুতায় আমি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁকে সাহচর্য দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম এবং নির্বাচনী পর্ব সমাপ্ত করেছিলাম। তবে ফলাফল যা হবার তাই হয়েছিল। আমরা মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে সফল হয়েছিলাম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৮ জানুয়ারি তারিখে। ওই সমাবেশে ঢাকা মহানগরীর আশেপাশের জেলা ও থানাগুলো থেকে মহাসমাবেশের জন্য লোকজন আনার দায়িত্ব অর্পিত হয় ইউসুফ ভাইয়ের উপর। তাই আমরা বাকি তিন রুকন তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলাম। লোকজন আনার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে ভাড়াকৃত বাসসহ বহু ধরনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এজন্য প্রফেসর ইউসুফ ভাইকে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল যদিও আমরা তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি ছিলাম। সংশ্লিষ্ট সব এলাকা থেকে লোকজন পাঠানোর ব্যবস্থা করে আমরা নরসিংদী থেকেই ওই দিন নির্দিষ্ট সময় রওনা দিয়ে ঢাকার পল্টন ময়দানে উপস্থিত হলাম। বিশেষ করে আওয়ামী গুন্ডারা যখন জনসভার উপর প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করল তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সে অবর্ণনীয় ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে তখনকার জাতীয় পত্রিকাসমূহে ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। তুমুল গণ্ডগোলের এক পর্যায়ে আমি ইউসুফ ভাইকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। আমরা যারা স্টেজের আশেপাশে ছিলাম আমাদের অনেকেই পল্টন মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ইউসুফ ভাই সেখানে পৌঁছলেন। কিন্তু পল্টন মসজিদে তখন ঠাঁই ছিল না।

www.bjilibrary.com

এক পর্যায়ে আমি অনেকের সঙ্গে পল্টন মসজিদ থেকে বের হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য বের হলাম কিন্তু ইউসুফ ভাই মসজিদের ভিতরেই রয়ে গেলেন। সেদিন আমি নরসিংদীতে আসার সময় Complete Suit পরে আসছিলাম। মসজিদ থেকে যখন বের হলাম তখন ধারণা করেছিলাম গুণ্ডারা আমাকে অন্যদলের মনে করবে কিন্তু বিধি বাম- আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে রাস্তা দিয়ে গুলিস্তানের দিকে অগ্রসর হতেই গুণ্ডারা আমার উপর আক্রমণ চালাল- লাঠিপেটা করল। এতে করে আমার মাথায় একদিকে ফেটে গেল। রক্তে আমার Complete Suit ভিজে গেল। এমতাবস্থায় গুলিস্তান সিনেমা হল বিল্ডিং পার হয়ে কোনোক্রমে একটি রিকশা করে আমি ফজলুল হক মুসলিম হল যেখানে আমি ও ইউসুফ ভাই ছাত্রজীবনে আবাসিক ছাত্র ছিলাম সেখানে হল মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু ইউসুফ সাহেবের কক্ষে পৌঁছলাম। তিনি তো আমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরবর্তী ঘটনা নাইবা উল্লেখ করলাম। তবে আমি পরে ইউসুফ ভাইয়ের খবর নিয়ে জানতে পারলাম তিনি আল্লাহর মেহেরবানীতে নিরাপদেই ছিলেন। আমরা অগণিত লোক যারা আহত হয়েছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলাম। ইউসুফ ভাই রাত গভীরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ আমাদের দেখতে আসলেন। তবে হসপিটাল এলাকাও তখন নিরাপদ ছিল না- গুণ্ডারা হসপিটাল পর্যন্ত অনেকে গিয়েছিল বলে ওই এলাকা নেতৃবৃন্দের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ইউসুফ ভাই আমাকে জানালেন নরসিংদীর জেলার বহু লোক আহত হয়েছেন। তিনি তাদের খোঁজখবর নিয়ে বিহিত ব্যবস্থা করছেন। ইউসুফ ভাই নেতা হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমি আশ্বস্ত হলাম। তখনকার রাজনৈতিক অঙ্গনে এটা ছিল সবচেয়ে বড় একটা ঘটনা যার প্রভাব গোটা দেশে পড়েছিল এবং ইসলামী আন্দোলনের গতিধারাকে পরিবর্তন করেছিল তথা জামায়াতে ইসলামী তখন গোটা দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করল। প্রকারান্তরে জামায়াত জনগণের প্রিয় ইসলামী সংগঠনে পরিণত হওয়ার পর্যায় অতিক্রম করল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর দেশের ভবিষ্যৎ কি হতে যাচ্ছে তা তখন অনুমান করা কঠিন ছিল না। কেননা দেশের দু'প্রদেশে সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্টতই বিপরীত মুখী দু'ধরনের হয়েছিল। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে মার্চ পর্যন্ত দেশের ও শিক্ষাঙ্গনের স্বাভাবিক কার্যক্রমের সঙ্গে আমরাও আমাদের শিক্ষকতার পেশা নিয়েই স্বাভাবিকভাবেই চলছিলাম এবং ইউসুফ ভাই বলেছিলেন পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুধাবন করে উপরস্থ নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মোতাবেক আমাদের চলতে হবে।

এরপর দেশে হঠাৎ করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণে কলেজসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল এবং গোটা দেশের সড়কপথ ও রেলপথসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইউসুফ ভাইয়ের নির্দেশক্রমে আমি ও অধ্যাপক হাফিজুল্লাহ নিজ নিজ জেলায় (যথাক্রমে নোয়াখালীস্থ ফেণীতে ও কুমিল্লাস্থ চান্দিনায়) চলে গেলাম স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায়। তবে তিনি নির্দেশ দিলেন যখন সরকারী ঘোষণায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ খুলবে আপনারা ফেরত আসবেন। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করে রাখি, ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য অনুষদে

www.bjilibrary.com

হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকজন প্রভাষকের জন্য দরখাস্ত চেয়ে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। আমি ইউসুফ ভাইকে বললাম, দরখাস্ত পাঠাব কিনা। ইউসুফ ভাই বললেন, দরখাস্ত করুন, আল্লাহপাক মঞ্জুর করলে হয়তো আপনার হয়েও যেতে পারে। আমি দরখাস্ত করলাম। কয়েকমাস পর দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসলে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু হলে আমি তখন ইউসুফ ভাইয়ের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামের বাড়ি থেকে নরসিংদী কলেজে আসি। এসেই কয়েকদিন পর হঠাৎ করে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত দরখাস্তের আলোকে আমি ইন্টারভিউ কার্ড পেয়ে যাই এবং নির্দিষ্ট তারিখে আমি ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য ইউসুফ ভাইয়ের অনুমতি ও দোয়া নিয়ে চট্টগ্রাম চলে যাই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমি ইন্টারভিউতে সফল হই এবং নিয়োগপত্র পেয়ে যাই। নিয়োগপত্র পেয়ে আবার নরসিংদী কলেজে আমি আসি এবং ইউসুফ ভাইকে সুখবরটা জানাই। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন বটে তবে তখনকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কলেজ থেকে আমার চলে যাওয়ার বিষয়টি সবার জন্য বিশেষ করে ইউসুফ ভাই, হাফিজুল্লাহ ভাই ও খলিলুল্লাহ ভাইয়ের জন্য দুঃখের বিষয় ছিল। তারপরও আল্লাহ পাক যেহেতু আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার সুযোগ দিয়েছেন তখন উনারা সবাই আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিলেন এবং আমিও কলেজ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ২২ অক্টোবর ১৯৭১ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম।

নিয়োগপত্র প্রাপ্তির পর আমি যখন নরসিংদী কলেজ থেকে বিদায় নেবার জন্য আসি তখন কলেজ খোলা থাকলেও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে আমি কলেজ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিতে পারিনি এবং একই কারণে ইউসুফ ভাইসহ অন্যান্য ভাইয়েরা আমাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় দিতে পারেননি। তবে ইউসুফ ভাই অন্যান্য দ্বীনি সহকর্মী ভাইদের নিয়ে আমার জন্য প্রাণভরে দোয়া করলেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছর ইউসুফ ভাইয়ের সংস্পর্শে থেকে তাঁরই নেতৃত্বে আমার আন্দোলনের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল যার জন্য উনাকে আমার জীবনের সুহৃদ পথিকৃত হিসেবেই উক্ত বছরগুলোতে পেয়েছিলাম। অনানুষ্ঠানিক হলেও দোয়া নিয়ে ইউসুফ ভাই এবং অন্যান্য ভাইয়ের থেকে, নরসিংদী কলেজ ও এলাকা থেকে বিদায় নিতে আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল। অতীব কষ্ট অনুভব করেছিলাম এ কারণেও যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমার অতিবাহিত জীবন ও যৌবনের সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ নরসিংদী কলেজে অধ্যাপনার পেশায় থেকে ইউসুফ ভাই, হাফিজুল্লাহ ভাই ও খলিলুল্লাহ ভাইসহ অন্যান্য ভাইদের নিয়ে যে একটা সংগ্রামী ও মিশনারী জীবন এবং অনাবিল পরিবেশে ছিলাম তা আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় যা কখনও স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যাবে না। শুধু তাই নয়, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ আরো হৃদয়বিদারক।

২১ অক্টোবর ১৯৭১ সালে আমি নরসিংদী থেকে বিদায় নিয়ে ২২ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করি কিন্তু আমি কখনও ভাবতেও পারিনি যে অধ্যাপক খলিলুল্লাহ ভাইকে আর কখনও দেখতে পাবো না। কেননা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর আগেই

www.bjilibrary.com

নরসিংদীতে ঘটে যায় করুণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা যে ঘটনায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় অবিবাহিত তরুণ অধ্যাপক খলিলুল্লাহ ভাইকে। খলিলুল্লাহ ভাই শাহাদাৎ বরণ করেন। শুধু তাই নয় হাফিজুল্লাহ ভাইও ওই সময় আর কলেজে যোগদান করতে পারেননি। ইউসুফ ভাইও কলেজে যোগদান করতে পারেননি এবং উনার নাগরিকত্বও কেড়ে নেয়া হল। তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে নরসিংদী ডিগ্রী কলেজে ইউসুফ ভাইসহ আমরা যে চারজন অধ্যাপক ছিলাম অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছিলাম, এলাকার ও কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছিলাম এবং নরসিংদীসহ বৃহত্তর ঢাকা জেলার সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের ভিত রচনা করেছিলাম। ১৯৭১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের চার জনের চার অবস্থা হয়ে গেল। ইউসুফ ভাই কলেজের চাকরি ও দেশের নাগরিকত্ব হারালেন, হাফিজুল্লাহ ভাই কলেজের চাকরি হারান ও এলাকা থেকে বহিস্কৃত হলেন, খলিলুল্লাহ ভাই শাহাদাত বরণ করলেন ও দুনিয়া থেকে চির দিনের জন্য চলে গেলেন। আর আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর মেহেরবানীতে তাঁরই প্রযত্নে নরসিংদী থেকে তুলে নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার সুযোগ দান করলেন। অবশেষে ইউসুফ ভাইও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন) দুনিয়ায় এখন রয়ে গেলাম আমি অধম, অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ গুনাগার এবং অধ্যাপক মাওলানা হাফিজুল্লাহ ভাই যিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন ও কুমিল্লা শহরের অদূরে চান্দিনা উপজেলায় অবস্থিত নিমসার জুনাব আলী কলেজে এখন ভাইস প্রিন্সিপাল পদে নিয়োজিত আছেন। আমাদের চার জনের মধ্যে ১৯৭১ সালে ভাই খলিলুল্লাহ শহীদ হয়ে এবং ২০০৩ সালে ইউসুফ ভাই শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে দুনিয়া থেকে চিরতরে চলে গেলেন আল্লাহর সান্নিধ্যে। হাফিজুল্লাহ ভাই একজন শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচুতে, আর আমি অধম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গোনাগারকে আল্লাহ পাক শহীদ খলিলুল্লাহ ভাই ও ইউসুফ ভাই এবং আলেমে দ্বীন হাফিজুল্লাহ ভাই'র উছিলায় দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি দান করুন এ মুনাজাত করে শেষ করছি।

ড. মোহাম্মদ লোকমান
প্রফেসর (লিয়েন), ফাইন্যান্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ক্যাম্পাস প্রধান, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

www.bjilibrary.com

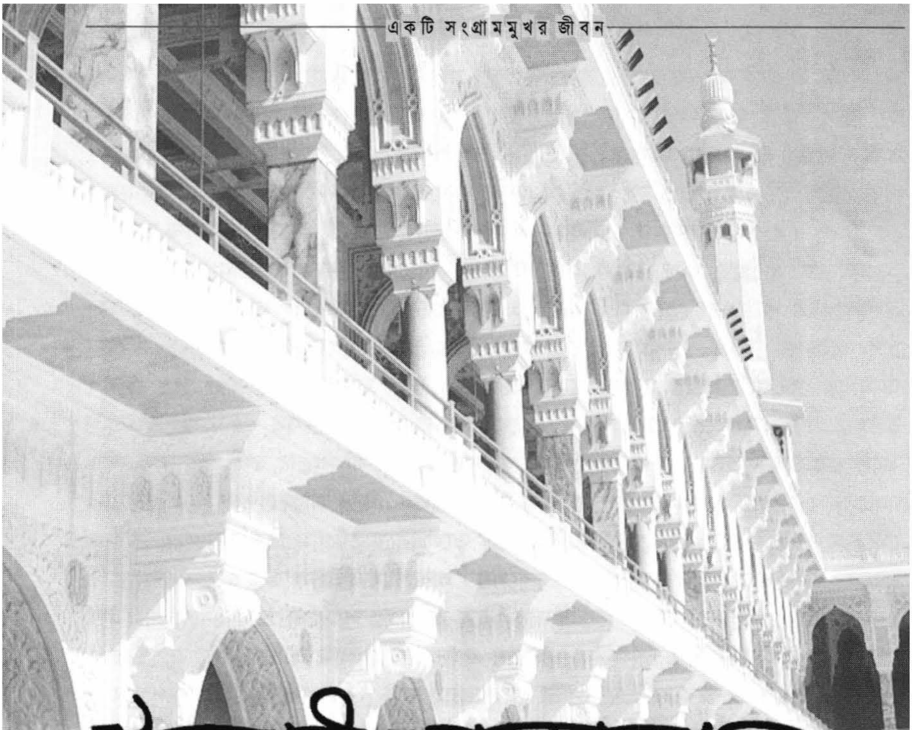

ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ বিরল ব্যক্তিত্ব

মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সেদিন ছিল বুধবার। চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার বেলচো মাদরাসার বার্ষিক মাহফিল ছিল। এ মাদরাসায় আমি আলিম পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। প্রায় প্রতি বছরই বার্ষিক সভায় যোগদান করি, এবারও গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে কাপাসিয়া থানার জামায়াত কর্মী কবীর আহমদের ভাড়া করা ট্যাক্সিক্যাবে মাদরাসায় গিয়ে আলোচনা সমাপ্তির পর রাত ৩টায় ঢাকা ফিরে আসি। ভোর ৭টায় আবার রওয়ানা দিয়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাই, ২৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার জয়নগর মাদরাসার বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য। বিমানে আরোহণের কিছুক্ষণ পরই বিমানবালা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে আসল। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা দেওয়ার অনুরোধ জানালে অনেকগুলি পত্রিকা হতে দৈনিক সংগ্রাম বেছে

www.bjilibrary.com

নিয়ে আমার হাতে তুলে দিলেন। পত্রিকা হাতে নেওয়ার সাথে সাথেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলামেই দৃষ্টি পড়লো এক চিরপরিচিত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের ছবি। ছবির নিচে প্রথম বাক্যটি পড়ার সাথে সাথেই নয়নযুগল হতে তপ্ত অশ্রুধারা নির্গত হলো। প্রথম বাক্যটিই ছিল 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'

চার দশকের ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ, আত্মপ্রচারবিমুখ, নিরহংকার, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ, মিষ্টভাষী, অমায়িক চরিত্রের অধিকারী এ বিরল ব্যক্তিত্ব এত সকালেই চলে যাবেন, এটি যেন অন্তর মেনে নিতে চাচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে জীবনের আগে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, "আল্লাহতাআলা সে মহান সত্তা, যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন। মহান পরীক্ষার জন্য যে তোমাদের মধ্যে উত্তমকর্মসমূহের প্রতিযোগিতায় কে কতটা অগ্রগামী হতে পারো?" (সূরা মুলক ঃ আয়াত ২)

মৃত্যুর এ কঠিন বাস্তবতাকে মেনে না নেওয়ার কোনো উপায় নেই। আজও যেন অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে পাশে বসা দেখতে পাচ্ছি।

জীবন চলার পথে অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশে সকল অবস্থায়ই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত, অবিশ্রান্ত, অবিরাম প্রচেষ্টায় নিবেদিত প্রাণ এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য যেন আজও অনুভব করছি।

অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা, প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক ইউসুফ আলী বাহাদুর শাহ পার্ক সন্নিকটস্থ তৎকালীন ইসলামিয়া কলেজ ও আওয়ামী শাসনে শুদ্ধিকৃত কবি নজরুল কলেজের স্কুল সেকশান হতে ১৯৫৭ সালে এস এস সি পরীক্ষায় ১৩শ স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন। এটি ছিল একটি নিউস্কিম মাদরাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের পর নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সম্বলিত একটি শিক্ষা পদ্ধতিকে এক কলমের খোঁচায় বিলুপ্ত করে দেয়। শত শত নিউস্কিম মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৯৫৯ সালে বর্তমান কবি নজরুল সরকারি কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে অনার্স লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি তৎকালীন আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে জড়িত হন। ১৯৬২-৬৩ সেশনে তিনি ঢাকা মহানগরী ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতিতে কৃতিত্বের সাথে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৪ সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। এম.এ উত্তীর্ণের পর তিনি কিছুকাল সিলেট মৌলভীবাজার কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় অধ্যাপক দার্শনিক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফের আহ্বানে তিনি নরসিংদী কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। মরহুম দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ তখন

www.bjilibrary.com

নরসিংদী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজরফ সাহেব মতলব কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মালিবাগ আবুযর গিফারী কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে অধ্যাপক ইউসুফ আলী বৃহত্তর ঢাকা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার পর হতে এক দিনের জন্যও নীরব ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না।

১৯৭১-এর পট পরিবর্তনের পর নতুন আঙ্গিকে ইসলামী দাওয়ার কাজকে পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। ১৯৭৩ সাল হতে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রথম নয় জন পরবর্তী পর্যায়ে ১৩ এবং ১৩ হতে ১৫ পর্যন্ত উন্নীত হয় পরামর্শ পর্ষদ ছিল। তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গোটা দেশ ইসলামী দাওয়ার কাজ সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করণের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। এ দীর্ঘ সময় সর্বপ্রথম ফরিদাবাদ ছাতামিনার মসজিদ সন্নিকট, পরবর্তী স্তরে তাঁতী বাজারে এবং এরপরে ২২ শরৎগুপ্ত রোডে মরহুম আবদুল খালেক, মরহুম সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, মাওলানা আবদুল জাব্বার, আলহাজ্ব মাস্টার শফিকুল্লাহ, মরহুম মাওলানা নূরুল ইসলাম (ঢাকা), মরহুম মাওলানা আবদুল গফুর (গাইবান্ধা), মাওলানা শামসুদ্দীন (চট্টগ্রাম) প্রমুখসহ সম্মিলিত উদ্যোগে বিভিন্ন কৌশলে ইসলামী দাওয়ার কাজকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুদক্ষ, দূরদর্শী নেতাদের মধ্যে অন্যতম।

এ সময়ে তিনি হোমিও সুগার পিল ও পাউডারের একটি কারখানার এমডির পরিচয়ে সমগ্র দেশব্যাপী সফর করেছেন। একটি পায়জামা, কোনো কোনো সময়ে লুংগি, একটি সাধারণ পাঞ্জাবী, একটি সাদা কিস্তি টুপী এবং স্যান্ডেল পায়ে দেশব্যাপী সফর করেছেন। তিনি যে উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি এটি তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ দেখে বুঝাই যেতো না। তাঁর মতো সাদাসিদা, সহজ সরল জীবন যাপন করার মতো বিরল ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে আমি খুব কম দেখেছি। বিলাস ও অত্যধিক আরাম আয়েশে জীবন যাপন করার প্রতি কোনো মোহ বা লোভও তাঁর মধ্যে ছিল না।

১৯৬২ সালে তিনি যখন ঢাকা মহানগরীর ছাত্র আন্দোলনের নেতা, তখন আমি কিছুকাল বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের কাইয়েমের দায়িত্বে ছিলাম। অতঃপর ১৯৬২ হতে ১৯৬৫ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগের কাইয়েমের দায়িত্বে ছিলাম। তিনি ছাত্রসংঘের ঢাকা মহানগরীর দায়িত্বে থাকাকালীন যে কঠোর শ্রম ও সময় দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রসংঘের কাজকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে মেহনত করেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর সহজ সরল জীবন যাপন ও সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদে সময়ের কুরবানীর ক্ষেত্রে একমাত্র অসাধারণ বিরল প্রতিভা শহীদ আবদুল মালিকের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে।

১৯৭৮ সালে করাচীতে রাবেতার প্রথম এশিয়ান ইসলামিক সম্মেলনে বাংলাদেশ হতে যারা যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যেও তিনি ছিলেন। মসজিদ মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে আমার নিকট রাবেতা ও পাকিস্তানের ধর্ম ও বিশেষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণলিপি এসেছিল। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবকে এ প্রতিনিধি দলের সদস্য

www.bjilibrary.com

হিসাবে যোগদানে অনুপতিপত্র রাবেতা ও পাকিস্তানের ধর্ম মন্ত্রণালয় হতে গ্রহণ করি। এ সম্মেলনে তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্টের সেক্রেটারী হিসাবে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্য তাঁর নামও শামিল করা হয়। তখন তাঁর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট প্রস্তুত ছিল না। তিনি পাসপোর্ট করার সময় পর্যন্ত পাকিস্তান সফরের টিকেট কনফার্ম করার ব্যাপারে বিলম্ব করা এবং রাবেতা ও সম্মেলন কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে আবেদনপত্র মসজিদ মিশনে দিয়েছিলেন তার কপিও এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

To
A.Q.M. Sefatullah
General Secretary
Bangladesh Maszid Mission
118, Bara Magh Bazar,
Near Kazi Office
Dacca-17

Dear Sir,
Assalamu alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuhu.

Received your invitation to attend the 1st Asia Islamic Conference in concart with the Ministry for Religious Affairs and Minorities of Pakistan, at the city of Karachi, from the 1st to 3rd of Shavan (6th to 8th July, 1978) with much pleasure and gratitude.

I could not sent the related form and papers due to delay of getting the Passport which is under process, hoping the receive shortly.

So, I shall request you to please make necessary arrangement so that I may avail the chance to attend the conference. I shall be sending the form & papers as soon as I get the passport.

Thanking you.

Yours faithfully

(Md. Yusuf Ali)
Secretary
Tamirul Millat Trust, Dacca

এ সফরে রাবেতার বাংলাদেশ প্রতিনিধি মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। মরহুম আবদুল খালেক, মরহুম মুহাম্মদ ইউনুছ, ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই এ সম্মেলনে যোগদান করেন। করাচী হোটেল ইন্টার

www.bjilibrary.com

কন্টিনেন্টাল নয় তলার পাশাপাশি কক্ষে ছিল আমাদের অবস্থান। তিনি কত মিষ্টভাষী, সদালাপী, গভীর সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত ছিলেন তখন গভীরভাবে আমি টের পেয়েছি। তাঁর মধ্যে আত্মীয় স্বজন ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধ, ঘনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি যে কত তীব্র ছিল, তা তাঁর একান্ত সান্নিধ্য ছাড়া কারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

১৯৭২ সালের ইসলামী দাওয়ার কাজ পুনর্গঠনের জন্য আলহাজ্ব মাস্টার শফিকুল্লাহ সাহেবকে সপরিবারে ঢাকা অবস্থান করতে হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী মীরহাজীরবাগ খাল পাড়েই মাস্টার শফিকুল্লাহ সাহেবের বাসার ব্যবস্থা করেন।

১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে রাবেতা সম্মেলন হতে ফিরে আসার সময় তিনি তাঁর শাশুড়ির জন্য একটি সিলিং বৈদ্যুতিক পাখা মাত্র ৩০০ টাকা মূল্যে খরিদ করে আনেন। তখন তাঁর শাশুড়ী থাকতেন বর্তমান তামিরুল মিল্লাত ইয়াতিম খানার উত্তর পার্শ্বে ২১ বর্গহাতের ছোট একটি টিনের ঘরে। টিনের ঘরের প্রচণ্ড গরমে তার শাশুড়ির কষ্ট হয় এ অনুভূতি তাকে করাচী থেকে বৈদ্যুতিক পাখা নিয়ে আসার প্রেরণা যোগায়। ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের পর ইলেকট্রনিক যন্ত্র বলে জনৈক কাস্টমস ইন্সপেক্টর আপত্তি উত্থাপন করার সাথে সাথেই বিমানবন্দর কাস্টমস সুপার জনাব আবদুর রশীদ দৌড়ে এসে আমার ও তাঁর ট্রলি নিজ হাতে ঠেলে বিমানবন্দর বহির্গমনের গেটের দিকে এগিয়ে নিতে চাইলে কাস্টম বিভাগের কর্মচারীরা নিজেরাই মাওলানা আবদুর রহীম, মরহুম আবদুল খালেক, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও আমার ট্রলি বহির্গমন তোরণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। কাস্টমস সুপার আবদুর রশীদ সাহেব এক সময় চাঁদপুরের কাস্টমস ইন্সপেক্টর ছিলেন। এবং ইসলামী আন্দোলনের সুধী ছিলেন। আজ সে ছোট্ট টিনের ঘর নয় তার স্থলে অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের শ্যালক ডা. ইউসুফ বহুতল বিশিষ্ট দালান এবং এ ছাড়া কয়েক জায়গায় বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করেছেন। আর অধ্যাপক ইউসুফ আলী ইটের দেয়াল ও টিনের ছাপরা সেমিপাকা ভবনে ৫ ছেলে ৪ মেয়ে ও স্ত্রীকে রেখে ২৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় চান্দিনা থানার দুবাইর চরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে (তাঁর গাড়ির ড্রাইভার জুলহাস চান্দিনা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।) ৭.৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এ মৃত্যু শাহাদাতের মর্যাদার মৃত্যু।

তিনি কুমিল্লা আঞ্চলিক জামায়াতের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আঞ্চলিক সম্মেলন সমাপ্তির পর ঢাকা প্রত্যাবর্তনের সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি এ নশ্বর ধরা থেকে অবিনশ্বর জগতে পাড়ি জমান। তিনি আল্লাহর মহব্বতের পাত্র হয়ে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তো তাদেরকেই ভালোবাসেন, যারা শিশা গলানো প্রাচীরের মতো সফ বন্দী হয়ে (সুসংগঠিত হয়ে) আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে।

১৯৬২ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা- বিরল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে বিভিন্ন ফোরামে বহুবার দেখেছি। একত্রে বসেছি খাওয়া-দাওয়া করেছি। এমন প্রাণখোলা ভাবাবেগমুক্ত, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা বর্জিত এবং

www.bjilibrary.com

উত্তেজনামুক্ত ব্যক্তি আজকের সমাজে সত্যিই বিরল। তিনি যে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন না, এমন নয়। মতবিরোধ মানুষের সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। তিনি তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও আবেগ ও উত্তেজনামুক্ত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। ধীরে সুস্থে শান্তভাবে মেপেঝুপে কথা বলতেন। তাঁকে কখনও রাগতস্বরে ক্রোধমিশ্রিত ভাষায় কথা বলতে দেখিনি। তিনি সত্যিই এক উঁচুমানের বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে উচ্চস্বরে হাসতে দেখেনি। আবার বিমর্ষ ও মলিনভাব নিয়ে কথা বলতে ও বসে থাকতেও দেখিনি। তিনি সুমিষ্টভাষী অমায়িক স্বভাব ও চরিত্রের অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৯৫৮ সালের আইয়ূবের সামরিক শাসনের পর ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধের পন্থা অবলম্বন করা হয়। এ সময়ে বিভিন্ন পন্থায় দীনের কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সনের মজলিসে তামিরুল মিল্লাত নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এ সংস্থার উদ্যোগে ১৯৬২ সালে ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ময়দানে রমযান মাসে ১০ দিনব্যাপী সেমিনার ও শববেদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ সংকলিত করে "চিন্তাধারা" নামে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়। তৎকালীন জাহানে নও-এর সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ইসলামী চিন্তাবিদ সিলেটের জনাব নূরুযযামান সাহেব এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার মডেল হিসাবে যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার মতো আলিম তৈরি করার লক্ষ্যে একটি আদর্শ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ মাদরাসার রূপকারদের মধ্যে তৎকালীন ফরিদাবাদ মাদরাসাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত ইদারাতুল মাআরিফ-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বিশিষ্ট গবেষক ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী, সদর সাহেব হযরত আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরীও ছিলেন। ১৯৬২ সালে বর্তমান ইয়াতিমখানার জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন মেধাবী ছাত্র পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিসবাহু উদ্দীন ইকবালী, বরিশালের অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, মিরহাজীরবাগের হাজী আবদুস সামাদ, কাজী আবু আখতার প্রমুখের উদ্যোগে ক্ষুদ্র আকারে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মজলিসে তামিরুল মিল্লাতের অন্যতম প্রাণ পুরুষ ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম, ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ, ত্যাগ ও কুরবানী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ফেনীর জনাব সালেহ আহমাদ। যিনি তদানীন্তন পাকিস্তান জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ইস্ট পাকিস্তান জোনের জিএম ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের পথে সুদী প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত থাকা প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে সামান্য বেতনে ইসলামিক পাবলিকেশন্স-এর ম্যানেজারের দায়িত্ব নেন। তিনি ছিলেন ইসলামী দাওয়ার কাজে সদাব্যস্ত এক ব্যক্তি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি জামায়াতের রুকন হন। ১৯৬৭ সালে পূর্ব পরিকল্পিত মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকল্পে অধ্যাপক গোলাম আযমকে চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে সেক্রেটারী, কাজী আবু আখতারকে ট্রেজারার করে মরহুম সালেহ আহমদ, হাজী আবদুস সামাদ, জনাব বদরে আলম প্রমুখকে নিয়ে মসলিসে

www.bjilibrary.com

তামিরুল মিল্লাত-এর মজলিস শব্দ বিলুপ্ত করে তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট গঠিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যাপক গোলাম আযম এর চেয়ারম্যান ছিলেন। মাদরাসা তখনও প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের লন্ডনে অবস্থানের কারণে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ আবদুর রবকে চেয়ারম্যান করে ট্রাস্ট পুনর্গঠিত হয়।

১৯৬৭ থেকে ২০০৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ আত্মপ্রচার বিমুখ বিরল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ইউসুফ আলী তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্টের সেক্রেটারীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এই ৩৬ বছরকাল তিনি মাদরাসার বার্ষিক উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৩ সাল হতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক আবুল মুকারিম মুসলিম ভাই মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৮ সালে মাদরাসা দাখিল মাদরাসা হিসাবে মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৮১ সালে তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা আলিম অনুমোদন ও ১৯৮৫ সালে ফাযিল মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৮৭ সালে মাদরাসা কামিল অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮০ হতে ১৯৮৬ পর্যন্ত মাওলানা সহিদ আহমাদ অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৮৬ সাল হতে বর্তমান মাওলানা যাইনুল আবেদীন সাহেব অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এই ৩৬টি বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যাপক ইউসুফ আলী এ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী হিসাবে সার্বিক উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিলেন।

তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। নিজে ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র হয়েও অর্থনীতির মতো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে চাকরির উদ্যোগ নেননি। নিজের গোটা জিন্দেগীকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। সংগঠন কর্তৃক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়ে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। আজকের বিশ্বনন্দিত তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসাই শুধু নয় নিজের জন্মস্থান বড়গাঁয়ে আল ইসলাহ ট্রাস্ট গঠন করে তিনি বাইতুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। গোটা দেশে অসংখ্য মাদরাসা ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পরামর্শ ও প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। নিজের পরিবারকে ইসলামী আদলে গড়ে তোলা ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনুপম আদর্শ। তার স্ত্রী জামায়াতের রুকন। তার বড় ছেলেও জামায়াতের রুকন। অপর সব কয়টি সন্তানও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর বড় জামাই কামিল ও এম.এ। ইসলামী আন্দোলনের রুকন।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততার দিক থেকে আমি ১৯৫৬ সালের ও তিনি ১৯৬৪ সালের রুকন। আন্দোলনের দীর্ঘ জীবনে তাঁকে কারও সাথে কটু কথা ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখিনি। নেতাসুলভ আচরণে তিনি কথা বলেননি। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণই সকল স্তরের কর্মীরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে। সহকর্মী হিসেবে কেন্দ্রীয় শুরায় তিনি সর্বদা সকলের সাথে বিনয়ী নম্র ও অমায়িক আচরণ করেছেন। তিনি সাংগঠনিক দিক হতে দুর্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তথাপিও কাউকে কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান

www.bjilibrary.com

করলে হুকুমের ভাষায় তাঁকে কথা বলতে দেখিনি বরং স্নেহশীল পিতার মতো সংবেদনশীল বন্ধুর মতো আব্দার ও অনুরোধের ভাষায় কথা বলতেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই একথা যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখনও তাঁতীবাজারে শরৎগুপ্ত রোড়ে আল ফালাহ ভবনে তিনি পাশে রয়েছেন। আহার গ্রহণ করছেন, চলাফেরা করছেন। পাশাপাশি রাস্তায় কথা বলতে বলতে হাঁটছেন। কত দিন তাঁর সাথে রিকশায় পাশাপাশি বসে, তার গাড়িতে পাশাপাশি বসে মগবাজার হতে মীরহাজীরবাগ এসেছি।

তিনি যে প্রতিষ্ঠানে ৩৬ বছর সেক্রেটারী, সে প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৪ বছর উপাধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। কোনো দিন তাঁকে মুখ মলিন করে একটি কথা বলতে দেখিনি। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে একবার যাত্রাবাড়ী তাঁর বাসার কাছে রাস্তায় তাঁর মাইওকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস-এর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। তিনি সহাস্য বদনে বলেছেন, রোগও আছে আমিও আছি। আল্লাহ তো জীবনটা চালিয়ে নিচ্ছেন। জিভের নিচে দেওয়ার ঔষধ সব সময়ই সাথে রাখি। আমাকে পরামর্শ দিলেন। সতর্ক হয়ে চলবেন। ঔষধ বাথরুমে টয়লেটে গেলেও সাথে রাখবেন। আমাকে আরও বললেন, আপনার ৭০ বছর বয়সে সারা দেশব্যাপী তাফসির মাহফিল, সেমিনার, সীরাত মাহফিল কমিয়ে দিন। এত সফর করে শরীরের প্রতি এ যুলুম করা ঠিক নয়। অথচ প্রতি বছর একমাত্র কালীগঞ্জ থানায়ও ৫/৭টি তাফসীর মাহফিল ও ইসলামী সম্মেলনে নিজে গাড়িতে করে নিয়ে যেতেন। কোনো কোনোটায় নিজে না যেতে পারলে আমাকে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে এলাকার লোকদেরকে পাঠিয়ে দিতেন। আমি হৃদরোগের প্রকোপ প্রতিরোধকারী ঔষধ সাথে রাখি। তিনিও নিশ্চয়ই রাখতেন। কিন্তু ... সময় যখন এসে যায়, তখন এক মিনিটও অগ্রপশ্চাৎ হয় না।

অধ্যাপক ইউসুফ আলীও পৃথিবী হতে চলে গেছেন। এক উদার ও মুক্তমনের অধিকারী সুহৃদ ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ বিরল ব্যক্তিত্ব চলে গেছেন। এক অমায়িক আচরণকারী বড় মাপের নেতা চলে গেছেন। এক শিক্ষানুরাগী, নিরলস ব্যক্তিকে ইসলামী আন্দোলন হারিয়েছে। দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ, স্বল্পে তুষ্ট, ধৈর্য, উদারতা ও মহত্বের প্রতীক এক মহান ব্যক্তিত্বকে আমরা হারিয়েছি।

আবেগ, উত্তেজনা, ক্রোধমুক্ত এক দরবেশকে হারিয়েছি। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একজন আবেদ জাহেদ ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা তার শাহাদাতকে কবুল করুন। জান্নাতে বুলন্দ মর্যাদা দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ
বিশিষ্ট আলেম, সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

হায় এমন সুহৃদ আমি কোথায় পাই

এ.কে.এম আবদুল বারী

সবাই তাকে অধ্যাপক ইউসুফ আলী হিসেবে চিনে। সবার কাছে ও ছিল জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় নেতা। আমার কাছে তিনি কেবল ইউসুফ। আমার বন্ধু, ক্লাসমেট। আমার প্রিয়স্বজন। তাকে হারিয়ে আমি কেবল আমার একজন প্রিয়তর মানুষকেই হারায়নি, আমি চূড়ান্তভাবে নিঃসঙ্গও হয়ে পড়েছি।

কালিগঞ্জের জামালপুর গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে আমরা একসাথে পড়েছি। আমাকে ও মামা বলে ডাকতো। ইউসুফ সারাটি জীবন একতরফাভাবে আমার কল্যাণ কামনা করে গেছে। শুধু কল্যাণ কামনাই নয়, সে আমার জন্য যে কী করে গেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ছাত্রজীবনে ইউসুফ ছিল একনিষ্ঠ পড়ুয়া ছাত্র। তার ফলও পেয়েছে। বর্ণাঢ্য শিক্ষাজীবন তার। বৃত্তি পেয়েছিল, মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল। একটি ঘটনার কথা বলি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সামনে। আমি তেমন একটা পড়াশুনা করতাম না। বড়ভাই সফির উদ্দিন বাগমার বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন, ইউসুফকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয়। ইউসুফ তখন লজিং থাকতো, আমি থাকতাম হোস্টেলে। বড়ভাই চাইলেন, টেস্ট পরীক্ষার পর ইউসুফ এবং আমি যেন আমাদের বাড়িতে থেকে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিই। ভাগ্নে ইউসুফকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসলাম। তিন মাস আমাদের বাড়িতে থাকল। রাত ২টা পর্যন্ত পড়তো। ১১টার পরেই আমি শুয়ে পড়তাম। আমি ইউসুফকে বললাম, তুমি আস্তে পড়বে। বড়ভাই যেন টের না পান যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

ইউসুফকে কখনো নামাজ কাযা করতে দেখিনি। কোনো কাজেই সে ফাঁকি দিতো না। ছোট থেকে সব কাজকেই সে গুরুত্বের সাথে নিতো। সারাটি জীবন কী সাদামাটা জীবন কাটিয়ে গেছে। ওর মধ্যে অহংকার বলতে কিছু ছিল না। তাকে মানুষ ভালোও বাসতো। সবাই জানতো, ইউসুফ মানেই ভালো ছেলে। আমার এলাকায় এমন মানুষ আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আমরা দু'জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। ও নিল অর্থনীতি। এফএইচ হলের ছাত্র ছিল। আমি নিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আমি থাকতাম ঢাকা হলে। আর আমাদের আরেক বন্ধু ড. লোকমান, ও নিল ম্যানেজমেন্ট। ইউসুফের মতো লোকমানও আমাকে মামা বলে ডাকতো।

www.bjilibrary.com

এই যে বাসাবোতে আমার একটুকরো জমি আছে সেটা ইউসুফের কারণেই হয়েছে। ১৯৬৭ সালে সে জোর করে আমাকে এই জমি কিনতে বাধ্য করে। ইউসুফ জোর না করলে আমি এই জমি কিনতামই না। ওর জোরাজুরিতে আমি রীতিমতো বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, ইউসুফ আমার কেমন কল্যাণকামী ছিল। হায় এমন মানুষ আমি আর জীবনে একটিও পাইনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই ইউসুফ ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে পৌঁছে যায়। আমরা কার্জন হলে ড. শহীদুল্লাহর কবরের পাশের মসজিদে অনেক মিটিং করেছি।

'৭১-এ আমি রাজশাহীতে। সরকারি চাকরি করি। ইউসুফ কেমন আছে, কোথায় আছে কিছু জানি না। আমি ইউসুফের জন্য দুশ্চিন্তায় পাগলপ্রায় অবস্থা। আমার স্ত্রী খবর নিতে তাগাদা দিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোনো খবর পেলাম না। কত জায়গা যে খুঁজেছি তার শেষ নেই।

'৭২-সাল। জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাস। ফেরিতে উঠছি, দেখি ইউসুফ। আমি ওকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললাম। ইউসুফ বলল, মামা কাঁদবেন না। সমস্যা হতে পারে। আমি রাজশাহী নিয়ে গেলাম। প্রায় দুই মাস আমার ওখানে রইল। খুব কষ্ট করেছে আমার বাসায়। রুটি খেতো চিচিংগা ভাজি নিয়ে। বড় মসজিদে নামাজ পড়তে যেতো। একদিন জুতা চুরি গেল। খালি পায়ে বাসায় ফিরল। আমি সেন্ডেল কিনে দিলাম। সবসময় খেয়াল রাখতো আমরা যাতে বিব্রত না হই।

রাজশাহী থেকে '৭৬ সালে নারায়ণগঞ্জ চলে আসি। ইউসুফ একদিন বাসায় গিয়ে হাজির। বলল, আপনার জন্য একটি জায়গা দেখেছি। মীরহাজিরবাগে, আমার বাসার কাছেই। তখন ওই জমির ওপর পানি আর পানি। আমার স্ত্রী রাজি হলো না। ইউসুফ বুঝাল। জমি ভেজাল নয়। নিষ্কন্টক জমি। কিনলে লাভ হবে ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত আড়াই কাঠা জমি ২০ হাজার টাকায় কিনলাম। দলিল ইউসুফ নিজে করে আমার হাতে দিয়ে গেল। ছয়মাস পরে বাসায় এসে ৬০০/- টাকা দিয়ে বলল, আপনার জমিতে ঘর দিয়ে ভাড়া দেয়া হয়েছে, এটা ভাড়ার টাকা। এই জমির দাম এখন ৪০ লাখ টাকা। ইউসুফ এভাবে ঢাকায় আমাকে জমির মালিক বানিয়েছে। কিন্তু নিজের জন্য কিছু করেনি। এরকম মানুষকে আমি কী করে ভুলব।

ইউসুফ আমার চেয়ে ৪/৫ বছরের ছোট। একজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ এরকম দৃঢ় ঈমানদার হন, আল্লাহভীরু হন, তাকে না দেখলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। ইউসুফ অনেক বড় নেতা হয়েছিল। কিন্তু কোনোদিন সামান্য আচরণেও তার প্রকাশ দেখিনি। নির্লোভ চরিত্রের এই মানুষটি কখনই কুরআন হাদীসের বাইরে যেতো না। তার রাগ বলতে কিছু ছিল না। মানুষের কল্যাণ কামনায় সারাটি জীবন ব্যয় করে গেল।

ইউসুফকে হারিয়ে আমি নিজেকে অসহায় মনে করছি। এক ধরনের নিঃসঙ্গতা এসে আমায় ঘিরে ফেলেছে। হায়, এমন সুহৃদ আমি কোথায় পাই?

এ.কে.এম. আবদুল বারী
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্তকর্তা

www.bjilibrary.com

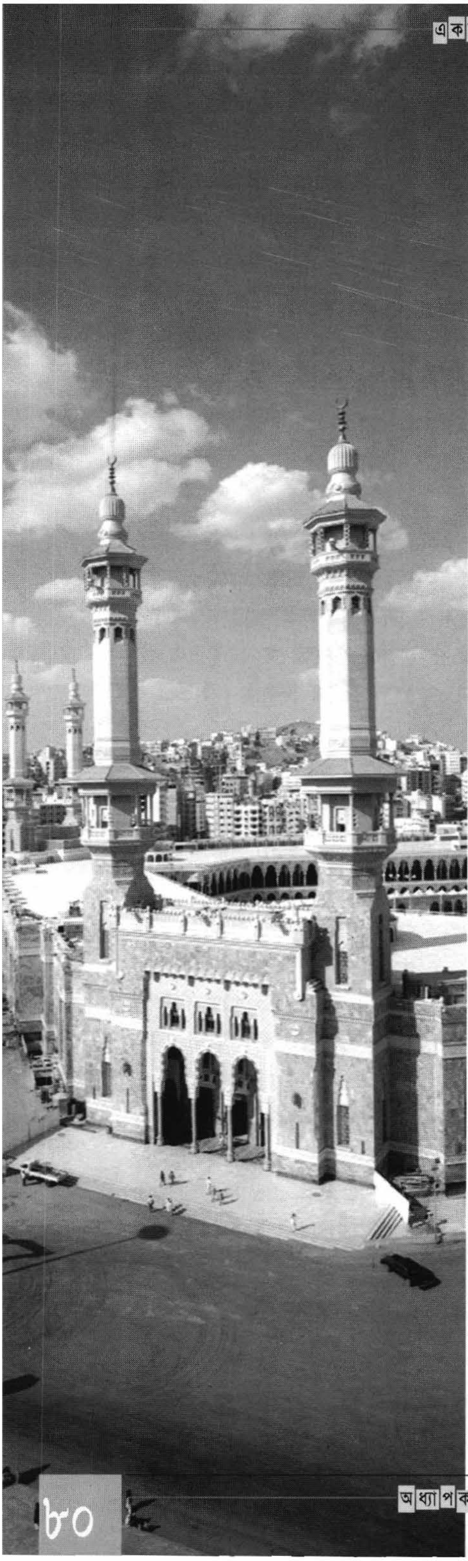

তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস

মুহম্মদ হাফিজুল্লাহ

১৯৬২ সালের কথা। ঢাকার কবি নজরুল কলেজের নাম ছিল তখন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। আমি ওই বছর কলেজে ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ইসলামপুর সরকারী হোস্টেলে থাকতাম। একদিন শুনতে পেলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র আমাদের হোস্টেলে আসবেন। দ্বীনি আলোচনা করবেন। হোস্টেল সুপার সাহেব অনুমতি দিয়েছেন। তখন আমাদের হোস্টেল সুপার ছিলেন প্রফেসর বাকী বিল্লাহ্ সাহেব। পরবর্তী সময়ে তিনি মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। সেদিনের আলোচনা সভার উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের এই কলেজের দুইজন প্রাক্তন ছাত্র। তাঁদের মধ্যে সিনিয়র ছিলেন জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ আলী। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্সের ছাত্র ছিলেন। আপরজনের নাম ছিল মাওলানা মেসবাহ উদ্দীন ইকবালী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র

www.bjilibrary.com

ছিলেন। লেখাপড়া শেষে তিনি একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

আলোচনা সভায় সূরা 'আল আছর'-এর হৃদয়গ্রাহী দারস পেশ করেছিলেন, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং সাবেক সচিব জনাব শাহ আবদুল হান্নান। ইসলামে জামায়াতী জিন্দেগীর গুরুত্বের উপর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁরা উভয়েই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃস্থানীয় এবং মেধাবী ছাত্র হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে আমিসহ বেশ কয়েকজন মাদরাসা থেকে কামেল পাস করার পর কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। আমরা কিছুটা কৌতূহল নিয়েই সে আলোচনা সভায় হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু আলোচনা শুনে আমরা বেশ মুগ্ধ হলাম এবং দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম।

এই আলোচনা সভার উদ্যোগের সময়ই ইউসুফ ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হলো। তারপর মাঝে মাঝে তিনি হোস্টেলে আসতেন। আমার সাথে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকেন। একদিন তিনি আমার হাতে একখানা বই দিলেন এবং খুব মনোযোগ সহকারে পড়বার জন্য অনুরোধ করলেন। বইখানা হাতে নিয়ে কভার পৃষ্ঠা দেখেই আমি ইউসুফ ভাইকে বললাম যে, এই বইখানা এবং মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবের লেখা আরো অনেকগুলো বই আমি পড়েছি। তন্মধ্যে কয়েকখানা পুস্তকের নামও বললাম। আমি কোথায় এবং কিভাবে এসব পুস্তক পড়লাম তা জানার জন্য তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন আমি তাঁকে জানালাম যে, আমি চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নের সময়ে সেই মাদরাসার মুহাদ্দেছ মাওলানা শাহ আবদুল জব্বার ছাহেব (পরবর্তীতে পীর ছাহেব, বায়তুশ শরফ) আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি এ সমস্ত পুস্তক একের পর এক অত্যন্ত যত্নসহকারে আমাকে পড়িয়েছেন। আমার এ বিবরণ শুনে ইউসুফ ভাই খুব খুশি হলেন। তারপর থেকে তিনি আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করলেন এবং আমাকে সব সময় তাঁর অতি কাছে টেনে নেয়ার অবিরাম চেষ্টা চালালেন। সে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ ছিল মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়িতে আমার অবস্থানের ব্যবস্থা করা। তিনি আমাকে বুঝালেন যে, সেখানে অবস্থানটা আমার জন্য হোস্টেলে থাকার চাইতেও অধিক আরামদায়ক হবে।

মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়ির বিভিন্ন ঘরে সেই সময় বিভিন্ন কলেজের তিন/চারজন ছাত্র লজিং থাকতো। এরকমভাবেই এক সময় ইউসুফ ভাই এ বাড়িতে এসেছিলেন। তারপর থেকে তিনি বেছে বেছে তাঁর পছন্দমত ছাত্র সেই বাড়িতে নিয়ে লজিং দিতেন। এই কাজী বাড়ির মসজিদে হুজরাখানায় আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। এখানে এক সময় ছাত্রাবস্থায় অবস্থান করেছিলেন অধ্যাপক মাওলানা আবুল মুকাররাম মুহাম্মদ মুসলেম। তারপর ছিলেন মাওলানা মেসবাহ উদ্দীন ইকবালী। অতঃপর আমি গেলাম। আমার পরে ছিলেন শেখ নূরুদ্দীন (মরহুম)। এভাবে ইউসুফ ভাই নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে চলে যাবার পরেও তাঁর পছন্দের লোক খুঁজে খুঁজে মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়িতে নিয়ে

www.bjilibrary.com

যেতেন এবং তাদের খোঁজখবর নিতেন। এই পদ্ধতিতে ইউসুফ ভাইয়ের প্রচেষ্টায় মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়িটি ধীরে ধীরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একটি ঠিকানায় পরিণত হলো। তিনি যখন ইসলামী ছাত্রসংঘ ঢাকা শহর শাখার সভাপতি হলেন তখন ছাত্রসংঘের অনেক অনুষ্ঠান এ বাড়িতে করতে আরম্ভ করলেন। এ ধারা অনুসরণ করে ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার পরবর্তী সভাপতিগণও এ বাড়িটিকে তাঁদের অনেক কর্মসূচির বাস্তবায়নস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আমি যখন ইসলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি ছিলাম, তখনও এ ধারা পুরোপুরি অব্যাহত ছিল। অতি সংক্ষেপে বলতে হয় যে, এভাবেই ইউসুফ ভাইয়ের পরশে এবং তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়িটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তৈরির একটা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মীরহাজীরবাগকে দ্বীনি আন্দোলনের কাজে ব্যবহার করার ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন ইউসুফ ভাই কাজী বাড়ির জামাই হলেন তখন থেকে। এ বাড়ির যুব সমাজের নেতা ছিলেন তখন কাজী আবূ আখতার। আমাদের যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নে তখন কাজী আবূ আখতার সাহেব খুব সহযোগিতা করতেন।

মানুষের সাথে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখার উপর ইউসুফ ভাই খুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। একবার কাজী আবূ আখতার এবং তাঁর দুই চাচাত ভাই কাজী সাঈদুর রহমান এবং কাজী আবদুর রহমান কুমিল্লা জেলায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। শেষোক্ত দুইজন আমার ছাত্র ছিল। আমার যতটুকু মনে পড়ে, তাঁরা তিন দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় দিন আমার এক ছোট বোনকে পাত্র পক্ষ দেখতে এসে তাদের পছন্দ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তারা বিয়ে পড়ানোর আবদার করে বসলো। অপ্রত্যাশিত এ ঘটনার জন্য মোটেও কোনো পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না। তাই বিয়ে পড়াবার সময় আমার সিনিয়র মেহমান কাজী আবূ আখতারকে বিয়েতে উকিল এবং অপর দুই অতিথি কাজী সাঈদুর রহমান ও কাজী আবদুর রহমানকে সাক্ষী বানানো হলো। আমরা ঢাকায় ফিরে আসার পর ইউসুফ ভাই এ খবর শুনে খুব খুশি হলেন। তাঁর খুশি দেখে আমার মনে হলো যেন আমি একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছি। এ ঘটনার পর হতে কাজী আবূ আখতার এবং আমি একজন অপরজনকে 'তালই' বলে সম্বোধন করতাম। আমাদের এই ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়িতে দ্বীনি কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরবর্তীতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর ইউসুফ ভাই, মাওলানা মেসবাহ উদ্দীন ইকবালী এবং আমাদের সমমনা সকলে মিলে পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা ব্যতিক্রমধর্মী দ্বীনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা করলেন। এই উদ্দেশে মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়ি মসজিদের বারান্দায় এক পরামর্শ সভা আহ্বান করা হলো। দীর্ঘ আলোচনার পর মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হলো এবং তখনকার মত অস্থায়ীভাবে মসজিদের বারান্দায় মাদরাসার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। যেহেতু আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে অবসর হয়েছি, তাই আমাকেই অবৈতনিক একমাত্র

www.bjilibrary.com

শিক্ষক হিসেবে কাজ আরম্ভ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হলো। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হয়েছিল। যেমন, লেখাপড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে কোনো বেতন দিতে হবে না। উপরন্তু, প্রতিদিন উপস্থিতির জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে এক আনা করে হিসাব করে মাস শেষে পুরস্কার দেয়া হবে। তবে একদিন অনুপস্থিত থাকলে আটআনা জরিমানা দিতে হবে। অবশ্য, এই ব্যবস্থার ফলে মাস শেষে হিসাব করে প্রতিষ্ঠানকে তেমন কোনো আর্থিক বোঝা কখনও বহন করতে হয়নি।

যাহোক, মাদরাসার কাজ শুরু হয়ে গেল। মসজিদের বারান্দায় প্রতিষ্ঠিত মক্তব ধরনের এই প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমরা নাম দিয়েছিলাম "তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা।" অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউসুফ ভাইয়ের নানা শ্বশুর হাজী সাহেব সত্যিকারের একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জমির ব্যবস্থা করতে উৎসাহ প্রদর্শন করলেন। তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পর হতে ইউসুফ ভাইয়ের ধারাবাহিক সফল প্রচেষ্টার উসিলায় এবং ইসলাম প্রিয় মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় সেদিনের সেই মক্তবের স্থলে আজ আল্লাহর রহমতে মীরহাজীরবাগ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা এদেশে দ্বীনি এলমের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং চর্চার এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

মীরহাজীরবাগে ইউসুফ ভাইসহ আমার পূর্বসূরিগণ স্থানীয় যুবকদেরকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। এ সমিতির নাম ছিল "মীরহাজীরবাগ জনকল্যাণ সমিতি।" কাজী বাড়ি মসজিদের হুজরাতে এ সমিতির অফিস ছিল। এ সমিতির মাধ্যমে আমরা অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা আযীযুল হকসহ ঢাকার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিগণকে দাওয়াত করে মীরহাজীরবাগে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে দ্বীনি মাহফিলের আয়োজন করেছি। এ সমিতির একটা লাইব্রেরি ছিল। এ লাইব্রেরিতে অন্যান্য বই-পুস্তকের সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রচুর সংখ্যক বই-পুস্তক ছিল। খেলাধুলার ব্যবস্থাও ছিল। সাংগঠনিক কোনো কাজ না থাকলে প্রতিদিন বিকেলে পাড়ার যুবকদের নিয়ে মসজিদে আছরের নামাজ পড়ে কাজী বাড়ির সামনের নিচু জমিতে আমরা ভলিবল খেলতাম। আবার মাগরিবের নামাজের পনের মিনিট আগে খেলা বন্ধ করে বল ও নেট মসজিদের হুজরায় রেখে সবাইকে নিয়ে জামায়াতের সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম। ইউসুফ ভাইসহ আমার পূর্বসূরিগণ মীরহাজীরবাগে এসব কর্মসূচি ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। আমার উত্তরসূরিগণও এসব কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। ইউসুফ ভাই ব্যতীত আমরা সকলেই কিছুদিন কাজ করার পর জীবিকা অন্বেষণের প্রয়োজনে সেখান থেকে চলে এসেছি। কিন্তু সকলের কাজকে যিনি সমন্বিত করে কাজের ফলাফলকে স্থায়ী করবার জন্য ধারাবাহিকভাবে অবিরাম ও নিরলসভাবে পরিশ্রম করে আল্লাহর রহমতে মীরহাজীরবাগের বর্তমান দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছিলেন আমাদের অতি প্রিয় আপনজন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

ইউসুফ ভাইয়ের কথামত মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়িতে আমার অবস্থান সত্যিই

www.bjilibrary.com

হোস্টেলে অবস্থানের চাইতেও আরামদায়ক ছিল। সেখানে আমি একেবারে নিজ বাড়ির মতই স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ছিলাম। মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ানো অথবা ছাত্র পড়ানোর তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ছাত্র পড়ানোর জন্য এ হুজরাতে আরেকজন মাস্টার থাকতেন। আমার সময় সেখানে প্রথমে ছিলেন মরহুম ইউসুফ আলী সাহেবের মেঝো ভাই জনাব ইদ্রিস আলী। তিনি নটরডেম কলেজে প্রথম বর্ষে অধ্যয়নকালীন কৃষি বিজ্ঞান পড়বার সুযোগ পেয়ে মোমেনশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। তারপর তৎকালীন কায়েদ আজম কলেজের (বর্তমানের সোহরাওয়াদী কলেজের) হাবিবুর রহমান নামে ডিগ্রী ক্লাসের একজন ছাত্র এখানে আসেন।

মীরহাজীরবাগে আমার দায়িত্ব তেমন না থাকলেও মর্যাদা ছিল প্রচুর। বাড়ির বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ করে শিশু-কিশোর পর্যন্ত আমি ছিলাম সকলের "কমন হুজুর"। ইউসুফ ভাইয়ের সহধর্মিনী বেগম শরীফা ইউসুফকে আমি সরাসরি কখনও পড়াইনি। কিন্তু মীরহাজীরবাগে আমার দেখা কিশোরী শরীফা পরবর্তীতে আমার অভিভাবকতুল্য ইউসুফ ভাইয়ের স্ত্রী হওয়ার পর সন্তান-সন্তুতির জননী হয়েও আমাকে দীর্ঘদিন পর গুরুত্বের সাথে 'হুজুর' বিবেচনা করার চমকপ্রদ একটি কাহিনী পাঠকদেরকে অবহিত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

আমাদের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার আগেই ১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে আমি তৎকালীন বৃহত্তম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ডিগ্রী কলেজে যোগদান করেছিলাম। ইউসুফ ভাই এবং বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ লোকমান তখন নরসিংদী কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আমি পটিয়া কলেজের যোগদানের কয়েক মাস পরেই নরসিংদী কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপকের একটা পদ খালি হয়েছিল। ইউসুফ ভাই তাঁর অধ্যক্ষকে সম্মত করিয়ে আমার নিকট পটিয়ায় তাঁর একটা ব্যক্তিগত পত্রসহ নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। পটিয়া ডিগ্রী কলেজে তখন আমার বিভাগে আমিই একমাত্র শিক্ষক ছিলাম। এজন্য তখন পটিয়া কলেজ ছেড়ে আসাটা আমার কাছে সংগত মনে হয়নি। তাই নরসিংদী কলেজে যোগদানে আমার অপারগতার কথা জানিয়ে অধ্যক্ষের নিকট একটা অফিসিয়াল পত্র পাঠালাম। আর ইউসুফ ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চেয়ে তাঁর কাছে একটা ব্যক্তিগত পত্র লিখলাম।

আমি তখন নরসিংদী কলেজে যোগদান না করায় কিছুদিন পর এই পদ পূরণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলো। এবার ইউসুফ ভাই চিঠি লিখে আমাকে চট্টগ্রাম থেকে মীরহাজীরবাগ আনলেন। আমার নিকট থেকে দরখাস্ত আদায় করলেন। তারপর অনেক কথার পর আমাকে বললেন যে, নরসিংদী কলেজে ইন্টারভিউ দিতে এসে আমি যেন তাঁর সাথে অথবা লোকমান ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ না করি এবং কোনো কথাবার্তা না বলি। ইন্টারভিউ দিয়ে যেন সরাসরি চলে যাই। ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করার পর তিনি আরেকটা পত্র মারফত এ কথাটা আবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্টারভিউর দিন চট্টগ্রাম থেকে নরসিংদী স্টেশনে নেমে দেখি ইউসুফ ভাই স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। সব সময়ের মত আমাকে দেখেই দুই হাত বাড়িয়ে বুকে

www.bjilibrary.com

জড়িয়ে ধরলেন। কোলাকুলি শেষে আমি বললাম, "আপনি তো আমাকে এখানে এসে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে নিষেধ করেছিলেন।" জবাবে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আমি বললে কি হবে? গিন্নীকে তো বুঝাতে পারলাম না। গিন্নী বলেছে, আমার হুজুর নরসিংদী আসবেন, আর আমার বাসায় আসবেন না, এটা হতে পারে না। তাই....।" অতএব ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় যেতে হলো।

যাহোক, ইন্টারভিউতে আমি বেশ ভালো করলাম, নরসিংদী কলেজে আমার চাকরি হয়ে গেল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ইউছুফ ভাইয়ের প্রচেষ্টায় কলেজের নৈশ শাখায়ও আমি নিয়োগ পেয়ে গেলাম।

ইউসুফ ভাইয়ের মেধা এবং বিরল সততার সাথে তাঁর অতি সহজ-সরল জীবন-যাপন পদ্ধতির সংমিশ্রণের ফলে নরসিংদী কলেজের ছাত্র, শিক্ষক এবং এলাকার মানুষের নিকট তিনি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। ইউসুফ ভাইয়ের এই ভাবমর্যাদার কারণে তিনি প্রায়ই শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য থাকতেন। যে টার্মে ইউসুফ ভাই সদস্য থাকতেন না, তখন লোকমান ভাই শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নিং বডিতে সদস্য থাকতেন।

নরসিংদী কলেজে চাকরি প্রাপ্তির বছরেই আমার বিয়ে হলো। ইউসুফ ভাই আমাদের জন্য বাসা ঠিক করলেন। ব্রাহ্মন্দী মহল্লার সরু রাস্তার উত্তর পাশে ছিল ইউসুফ ভাইয়ের বাসা, আর রাস্তার দক্ষিণ পাশে সামান্য পূর্বদিকে আমাদের বাসা। আমাদের নরসিংদী থাকাকালীন বছরগুলোতে এমন কোনো মাস যায়নি, যে মাসে আমরা ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় দু'এক বেলা খাবার খাইনি। শুধু আমি নই, অধ্যাপক মুহাম্মদ লোকমান, অধ্যাপক মুহাম্মদ খলিলুল্লাহ (মরহুম) সহ নরসিংদী কলেজের অনেক অধ্যাপক ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় যতদিন খেয়েছেন, অন্য কোনো সহকর্মীর বাসায় তাদের ততোদিন খাওয়া তো দূরের কথা, বোধহয় যাওয়াও হয়নি। ইউসুফ ভাই যখন ঢাকা জেলা জামায়াতের আমীর হলেন, তখন তো তাঁর বাসাটা মোটামুটি একটা মেহমান খানায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ইউসুফ ভাইয়ের সহধর্মিণী শরীফা ইউসুফ মেহমানদারীর ব্যাপারে খুব উৎসাহী মহিলা। মেহমানদারীতে বেগম শরীফা ইউসুফের উৎসাহ এবং ধৈর্য দেখে আমার স্ত্রী অনেক সময় বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

পরিচিতজনদের আপন করে নেয়া এবং আপনজনদের সুখে দুঃখে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এবং খোঁজখবর নেয়া ইউসুফ ভাইয়ের চারিত্রিক গুণাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এক সময় দীর্ঘদিন যাবত মীরহাজীরবাগ কাজী বাড়ির সেবা-যত্ন ভোগ করার পরও আমি পরবর্তীতে সেখানে গিয়ে ইউসুফ ভাইয়ের বা অন্যান্যদের খোঁজখবর নিতে পারিনি। কিন্তু ইউসুফ ভাই বহুবার নিমসার কলেজ ক্যাম্পাসে আমার বাসায় এসে আমাদের খোঁজখবর ঠিকই নিয়েছেন। সপরিবারেও কয়েকবার এসেছেন। আরেকবার সপরিবারে আসবার অনুরোধ করেছিলাম। তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন। সর্বশেষ সেই সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আমার কথা শেষ করবো।

ইউসুফ ভাইয়ের ইন্তিকালের সম্ভবত মাস দুয়েক আগের ঘটনা। একদিন আমার কর্মস্থল কুমিল্লা জেলার নিমসার জুনাব আলী কলেজের প্রধান গেইটে পায়চারী করছিলাম। হঠাৎ

www.bjilibrary.com

অদূরে মহাসড়সের পাশে বাজারের ভিতর ইউসুফ ভাইয়ের মত কাউকে দেখতেছি বলে মনে হলো। এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে সালাম দিতেই জড়িয়ে ধরলেন। বাজারের মধ্যেই কোলাকুলি হলো। আলিঙ্গন শেষে বললাম, 'এখানে আপনি কি করছেন? বাসায় যাননি কেন?' কৈফিয়তের সুরে ইউসুফ ভাই বললেন, 'রাস্তার পাশে কাঁচা তরকারি দেখেই কিছু কিনবার জন্য নামলাম। আঞ্চলিক বৈঠকে কুমিল্লা যাচ্ছি। হাতে তো সময় নেই। বাসায় আরেক দিন আসবো।' আমি বললাম, 'না, আজকেই ফিরবার সময় আসেন।' আমার আবদার ইউসুফ ভাই সব সময় রাখতেন, সেদিনও রাখলেন। সাথে সাথে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি রাতে ভাত খান না, রুটি খান।

সন্ধ্যার পর ইউসুফ ভাই আসলেন। আমার বাসায় এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ শুভাগমন। তাই বুঝি সেদিন তিনি মহাসমারোহে এসেছিলেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কুমিল্লা আঞ্চলিক বৈঠক শেষে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মুহাম্মদ আবদুর রব, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের আমীর জনাব মাওলানা আবদুল আউয়াল, কুমিল্লা জেলা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা মিজানুর রহমান সমভিব্যাহারে তিনি সেদিন আমার বাসায় এসেছিলেন। ইউসুফ ভাই সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসবেন, এ খবর জেনে আমার ছোট মেয়ের শ্বশুর, নতুন বেয়াই আলহাজ্ব আবুল কাশেম মাস্টার ইউসুফ ভাইয়ের আগমনের আগেই আমার বাসায় উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে আমার এ বেয়াইর কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ে হয়েছে জেলা আমীর মাওলানা আবদুস আউয়াল সাহেবের বড় ছেলের সাথে। মাওলানা মিজানুর রহমান এই বেয়াই সাহেবের আরেক জামাতা। ইউসুফ ভাইয়ের নিকট এসব সম্পর্কের বিবরণ প্রদানের সময় জনাব আবদুর রব ভাই বললেন, "আমিও কিন্তু বেয়াই হওয়া থেকে বাদ নই।" এভাবে আনন্দ ও কৌতুকের মাঝে আমার সব আপনজন সহ সেদিন ইউসুফ ভাই আমার বাসায় রুটি খেয়ে শেষ বিদায় নিয়েছিলেন। বিদায়ের আগে আমি বললাম, "ইউসুফ ভাই, পরবর্তী এক আঞ্চলিক বৈঠকের তারিখে মাসুদের (মাসুদ ইউসুফ ভাইয়ের বড় ছেলে) আম্মাকে নিয়ে আসবেন। সে তারিখে আমার বাসায় মহিলাদের একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করবো।" ইউসুফ ভাই আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে যাবো, আবার ফিরবার সময় উঠিয়ে নিয়ে আসবো।' ইউসুফ ভাই ভাইয়ের সে আশ্বাস, আমার সে সাধ পূরণ হলো না। আর কোনোদিন পূরণ হবে না।

যে কোনো জীবিত মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে ব্যর্থতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা থাকতে পারে। কিন্তু মানুষের মৃত্যু তাঁর যে পরিচয় উৎঘাটন করে তাতে সন্দেহ-সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। আমরা অনেকে ইউসুফ ভাইকে বহুদিন ধরে দেখেছি। তাঁর জীবনের বহু কথা ও অনেক ঘটনা আমাদের অনেকের জানা আছে। এগুলোর সবকিছুই ইউসুফ ভাইয়ের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এগুলোর কোনোটাতে অস্পষ্টতা থাকতে পারে। কিন্তু ইউসুফ ভাইয়ের মৃত্যু তাঁর যে পরিচয় প্রকাশ করেছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত সত্য।

আমরা সবাই ভালো করেই জানি যে, অধ্যাপক ইউসুফ আলী অধ্যাপনার পেশাসহ জাগতিক সকল উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও

www.bjilibrary.com

প্রতিষ্ঠার কাজকেই তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইনতিকালের দিন জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা আঞ্চলিক বৈঠকে এসেছিলেন। বৈঠক শেষে প্রত্যাবর্তনের পথে ঢাকা যাবার পরিবর্তে আল্লাহ্ পাকের দরবারে চলে গেছেন। এই কাজের মধ্যেই তাঁর ইনতিকাল, দ্বীনের এই মুজাহিদের এখলাছ ও আন্তরিকতাকে একেবারেই নিঃসন্দেহ ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

ইউসুফ ভাই দ্বীনি আন্দোলনের খুব নীরব নেতা ছিলেন। অধিকাংশ সময় অনেকের অলক্ষ্যে, নীরবে-নিভৃতে তিনি কাজ করতেন। কাজের মধ্যেই তিনি সযতনে নিজকে লুকিয়ে রাখতেন। দুনিয়ার জীবন থেকে তাঁর মহাপ্রস্থান ও এমনভাবে সবার অলক্ষ্যে ও অগোচরে হয়ে গেল যে, দ্বীনি ভাইয়েরা ও আত্মীয়-স্বজনরা তো দেখলই না, খোদ জীবন সঙ্গিনী স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানদেরও আল্লাহর দ্বীনের এই নীরব কর্মীর তাঁর পরওয়ারদেগারের সাথে মহামিলনের মুহূর্তটি অবলোক করার সুযোগ নসিব হলো না। আল্লাহর দ্বীনের এক নীরব ও মুখলেছ কর্মীর আল্লাহর সাথে এরূপ নীরব মহামিলনই স্বাভাবিক।

এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রচার-বিমুখ নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন এবং সর্বোচ্চ স্বীকৃতিও এনে দিয়েছে তাঁর মৃত্যু। মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর জানাযা পূর্ব ভাষণে জামায়াতে ইসলামীর মুহতারাম আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বায়তুল মুকাররমে উপস্থিত অগণিত মুসল্লীগণের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, 'মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী আমার নেতা ছিলেন, এই নেতার নেতৃত্বে আমি একজন কর্মী হিসেবে কাজ করেছি।' খোদ আমীরে জামায়াতের এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের স্থান ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে সঠিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ পাক তাঁর এই মাহবুব বান্দাহর সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

মুহম্মদ হাফিজুল্লাহ
ভাইস প্রিন্সিপাল, জুনাব আলী কলেজ, নিমসার, কুমিল্লা।

www.bjilibrary.com

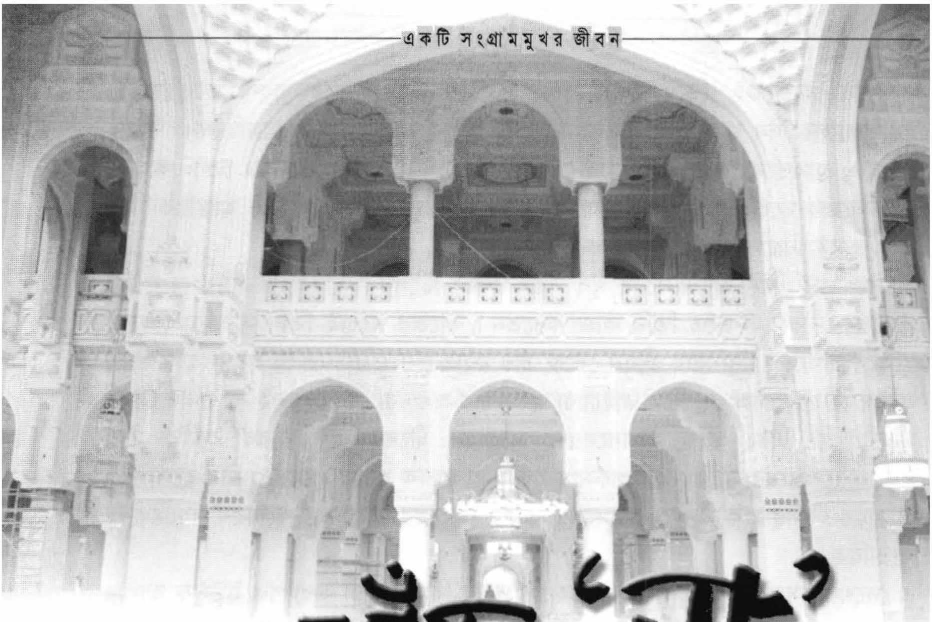

তাঁর 'না'

আবূ আশরাফ

'ইউসুফ ভাই, এইভাবে কত আর?'

'আশরাফ সাহেব, এখনই ক্লান্ত? কোরবানী ছাড়া কি দ্বীন কায়েম হয়? সাহাবা কেরামের কষ্টের তুলনায় আমাদের বিড়ম্বনার মাত্রা কি অধিক না সমান?'

এই উক্তি অধ্যাপক ইউসুফ আলীর। যিনি আজ মরহুম। দুনিয়ার ঝামেলা চুকিয়ে রহমতে এলাহীর কোলে আশ্রিত। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উপরোক্ত সংলাপ কোন প্রেক্ষাপটে সেকথাই বলতে চাই।

যে ক'জন ত্যাগী পুরুষ বৃহত্তম ঢাকার উত্তরাঞ্চলে খ্যাতির মহিমায় অধিষ্ঠিত অধ্যাপক ইউসুফ আলী তাদের অন্যতম। বর্তমান চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের তোড়ে ভেসে যাওয়া মানব গোষ্ঠীকে জান্নাতগামী রাজপথে টেনে আনার লক্ষ্যে যে আদর্শ ও সংগ্রামী জীবন মানুষের জন্য প্রয়োজন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর জীবন প্রবাহ সে চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর যে কোনো একটি দিক নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। সবটুকুর অবকাশ না থাকাই স্বাভাবিক। এবার সে আলোচনায় আসা যাক।

১৯৭০ সন, পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনী প্রচারণা তখন তুঙ্গে। কালীগঞ্জ-কাপাসিয়া দুই থানা মিলে এক আসন। প্রার্থী সংখ্যা একাধিক। তবে তিন দলের তিন প্রার্থী উল্লেখযোগ্য। আওয়ামী লীগের তাজুদ্দীন, ন্যাপের আহ্‌মাদুল কবীর (মুনমিয়া),

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক ইউসুফ আলী। প্রথমোক্ত দুই প্রার্থীর তুলনায় ইউসুফ সাহেব বয়সে তরুণ, রাজনীতির গণময়দানে নবীন। আদর্শবাদী দল হিসাবে জামায়াত গোড়া থেকেই দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে তৎপর ছিল। তারই অংশ হিসাবে তাদের নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানো। এহেন দলের প্রার্থী সুবাদে ইউসুফ সাহেবকে নির্বাচনী সফরে অবিরাম ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রচারণা দুই থানার বিশাল এলাকা জুড়ে। যোগাযোগের ব্যবস্থা বলতে খালে-বিলে নাও, পথে ঘাটে পাও। এই পরিস্থিতিতে ঝড়-বৃষ্টি তুচ্ছ করে, শীত-গ্রীষ্ম মাথায় পেতে গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাঁকে সৎ লোকের নেতৃত্ব আর কোরআনী আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা বোঝাতে হয়েছে। এছাড়া সভা-সম্মেলন, মিটিং-বৈঠক তো আছেই। আজ এ গ্রামে সভা, কাল অমুক বাজারে মিছিল। সকাল সন্ধ্যা, দিবা-নিশি অবিরাম পায়ে হেঁটে জনসংযোগ রক্ষা করা বড় ধৈর্যের ব্যাপার। তখনকার দিনে রাস্তাঘাটে দোকান পাওয়া ছিল ভাগ্যের কথা। হয়তো দেখা গেল ৪/৫ মাইলের মধ্যে কোনো দোকান নেই। অথচ পেটে ক্ষিধা, খাওয়ার সময় গড়িয়ে যায়। এর মধ্যে কোনো বাড়িতে আপ্যায়নের যৎকিঞ্চিত ব্যবস্থা হলো তো ভালো, না হলে আল্লাহ ভরসা।

কিছুটা জিনিস না পাওয়ার কারণে কিছুটা আর্থিক সংকট প্রসূত। বলা বাহুল্য- অন্যান্য প্রার্থীদের ন্যায় নির্বাচনে অঢেল পয়সা ব্যয় করা, কর্মীদের খরচ বাবত পর্যাপ্ত অর্থ যোগান দেয়া ইউসুফ সাহেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ একে তো তিনি এমন দলের নমিনি যাদের টানাটানির সংসার, দ্বিতীয়ত নিজেও বিত্তশালী লোক ছিলেন না যে কর্মীদের পিছনে লাখে লাখে উড়াবেন। সময়ে বরং গাঁইটের পয়সা খরচ করে কর্মীদের কাজ করতে হয়েছে। যেহেতু তাদের মন ছিল ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তাদের বিশ্বাস এটা ব্যক্তি ইউসুফের তরফদারী নয়, বরং ঈমানের দাবি পূরণের ময়দানী উপায়, কাজেই খেয়ে না খেয়ে আপন চলা চলতে তাদের বাধা কোথায়?

যাহোক, প্রচার চলতে থাকে দুর্বার গতিতে। দ্রুত চলো অমুক জায়গার প্রোগ্রাম ধরতে হবে। অমুকের সাথে সাক্ষাৎ বিকাল এতটায় ইত্যাদি। এভাবে ইউসুফ ভাই সশরীরে হাজির হননি দুই থানার বিশালায়তনে এহেন গ্রাম বাকি ছিল বলে আমার জানা নেই। বলতে বাধা নেই ইউসুফ সাহেব গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায় যে হারে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনুমিয়া একই পরিমাণে গরহাজির– কথাটা বাস্তবের উচ্চারণ। কোনো। পুরা নির্বাচনী মৌসুমে গ্রাম তো গ্রাম আমাদের কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো ইউনিয়নে তাঁর পা পড়েছে– এ জাতীয় প্রমাণ আশা না করাই ভালো। তবে তাজুদ্দীন সাহেবের বেলায় ব্যতিক্রম। সারা মৌসুমে তিনি অন্তত একবার আমাদের গ্রাম তথা জাঙ্গালীয়া ইউনিয়নে পদধূলি দিয়েছিলেন। শ্রুতি আছে– বাজার মসজিদে আসর জামায়াতের আয়োজন হলে তিনি নাকি তাতে শরীক হয়েছিলেন। পরে এ নিয়ে নানান কথা উঠেছিল। কেউ বলেছে– নির্বাচনী নামায। কারো মতে শুকনা নামায। তাঁর মানে অযু করতে গিয়ে তাঁর হাতের কনুই-পায়ের টাখনু আর পানির সাথে নাকি সাক্ষাৎ ঘটেনি। সে যাত্রা আমি উপস্থিত ছিলাম না। লোক মুখে শুনা কথা। আমি বলেছি, এ সমস্ত ফাও কথা। নামায তিনি আল্লার জন্যই পড়েছেন, নির্বাচনী বখ্‌রা হিসাবে নয়।

www.bjilibrary.com

আর অযুর ব্যাপারটা দর্শকের বিভ্রান্তি। নতুবা এতবড় জাতীয় নেতা অযুর ফরযে ভুল করবেন– সে কথা মেনে নেয়া অসম্ভবেরও বাইরে।

যা হোক বলতেছিলাম ইউসুফ সাহেবের বিরামহীন সফরের কাহিনী। সব সফরে সম্ভব হয়নি, তবে কয়েক সফরে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। দেখেছি কর্মীরা ক্লান্ত হলেও ইউসুফ সাহেবের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ নেই। দ্বিতীয়ত খাবার বেলায় সবাই সমান। চল্‌তি পথে গুড় মুড়ি পাওয়া গেল তো উপস্থিত গামছা-রুমাল বিছিয়ে সবাই বসে গেল। এতে আপন-পর, ছোট-বড়র কোনো ভেদাভেদ নেই। আবার পরোটা-ভাজি, ডাল-রুটি যাই পাওয়া গেল সকলে একত্র বসে খেয়ে নিল, ব্যাস। একবার কেউ বলল, স্যার! আপনার জন্য আলাদা কিছু করি? তিনি বললেন, "না না, সকলে যা খাবে আমার জন্যও তা-ই, বেশি কিছু নয়। কষ্ট তো আমার চেয়ে কেউ কম করে না।" পথে কখনো বিশ্রামের দরকার হলে ভালো বিছানাটা তাকে দিলে বলতেন, "এখানে অমুক ভাইকে শুতে দিন। তিনি আমার তুলনায় বেশি ক্লান্ত। আমার তো জায়গা একটা হলেই হলো।" এই ছিল তাঁর বিনয়-নম্রতা আর নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার বাস্তব-নমুনা, সাম্যের জ্বলন্ত প্রতীক। এরই প্রেক্ষাপটে তাঁকে বলেছিলাম, ইউসুফ ভাই, এইভাবে কত আর? জবাবে তিনি উপরোক্ত সংলাপের ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন।

বস্তুত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মরহুম ইউসুফ ভাইয়ের ন্যায় একদল ত্যাগী পুরুষ, এক ঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর নিরলস কোরবানীর প্রয়োজন আগে যেমন ছিল এখনো তাই আছে। সে চাহিদা কখনো ফুরাবার নয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে তাঁর জীবন কথা পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে যেন ধৈর্যের হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে। সিদ্ধ-সাধনায় খোঁজা হলে তাকে ত্যাগের মহিমায় আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন প্রয়াসীদের অগ্রনায়কের ভূমিকায় পাওয়া যাবে।

সত্তরের নির্বাচন মৌসুমে আমি নব প্রতিষ্ঠিত মীরহাজীরবাগ তা'মীরুল মিল্লাতের সুপার, মরহুম ইউসুফ আলী এর ট্রাস্টের সেক্রেটারি। প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকার কারণে নির্বাচনী প্রচারণায় সবসময় যোগ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাঝে মধ্যে গিয়েছি। তাতেই তাঁর ধৈর্য ও ত্যাগের যে পরিচয় আমার নযরে ছবি হয়ে ভেসে উঠেছে, তাতে নতুন এক মানুষরূপে তাঁকে দেখতে পাই। অথচ তাঁর সাথে পরিচয় আমার সেই '৬২ সন থেকে। যখন তিনি ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র, আমি লালবাগ জামেয়ার। ছাত্রজীবনে আমরা বহুদিন এক সাথে কাজ করেছি। কিন্তু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণোচ্ছল মন-মননের পরিচয় আমার চোখে ধরা পড়তে সময় লেগেছে। এবং সেটা নির্বাচন সুবাদে মাঠে-ময়দানে। আসি আসি করে প্রতীক্ষিত সে নির্বাচন অতঃপর এসেই গেল এবং উল্কার বেগে। ফলাফল প্রতিকূলে গেল বটে, তবে আমরা অবাক হইনি। যেহেতু প্রথম থেকেই আন্দাজ করা গিয়েছিল আর সে হিসাবে মানসিক প্রস্তুতিও ছিল যে, ফলাফল অনুকূলে নাও আসতে পারে। যা হোক মনুমিয়ার কুড়ে ঘর তো উড়ে গেল, তবে ভোটের ফসল বোঝাই করে তাজুদ্দীনের নৌকা রাজার হালে কূলে ঠেকল। আর দাড়িপাল্লা, সে তো জিনিসই মাঝপথের। তাই সমকালীন একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্রের ভাষ্য মতে দাড়িপাল্লার ভাগে সেকেন্ড প্লেস। অর্থাৎ নির্বাচনে পূর্ব

www.bjilibrary.com

পাকিস্তান জামায়াত ইসলামী দলগতভাবে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তদ্রুপ উক্ত নির্বাচনে আমাদের কা, কা, (কালীগঞ্জ-কাপাসিয়া) আসনের কাস্টিং ভোট গণনায় ইউসুফ সাহেবও সেকেন্ড প্লেস পেয়েছিলেন। এতে আমাদের মনে বিস্ময় ছিল না, তবে আক্ষেপের ছোঁয়া ছিল। এইমর্মে যে, ভীরু ও সৎ লোকের নেতৃত্ব থেকে জাতির একটা অংশ বঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু ইউসুফ সাহেবের চেহারায় হতাশার কোনো আলামত আদৌ দেখা যায়নি। তিনি বরং কর্মীদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "ঘাবড়াবার কি আছে। আমাদের কাজ সাধ্যমত চেষ্টা করা। বাকি জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। এক্ষেত্রে আম্বিয়া কেরামের জীবনী আমাদের আদর্শ ও অনুকরণীয় হওয়া উচিত।"

মরহুম ইউসুফ আলীর বিদগ্ধ জীবনের সংগ্রামী তথ্য আমার তুলনায় অন্যদের অধিক জানা থাকতে পারে, যা যথাস্থানে তারা ব্যক্ত করবেন। তবে আমার পর্যালোচনায় দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ত্যাগ-তিতিক্ষার অঙ্গনে তাঁর নিরলস পদচারণা, ধীর-স্থির গতিতে লক্ষ্যপ্রাণে এগিয়ে যাওয়ার সহজাত প্রেরণা অনুসরণীয় বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। "ঝড় তুলে এলাম ঝাঁকি দিয়ে গেলাম" গোছের প্রবণতা তাঁর আচরণে কখনো আমি লক্ষ্য করিনি। আমার জানা মতে মিঃ জিন্নার-'না'-এর মতই মরহুম ইউসুফ সাহেবের সংগ্রামী জীবনের সত্যিকার মূল্যায়ন। কথিত আছে ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর আজাদী আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তানের অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যাখ্যা অনেকের কাছেই তখন অস্পষ্ট ছিল। সুতরাং জনৈক অনুরাগী কলকাতা থেকে সুদূর বোম্বাই ছুটে গেলেন পাকিস্তানের পরিচয় জানার উদ্দেশে। যথানিয়মে সময় নিয়ে মিঃ জিন্নাকে প্রশ্ন করা হলো, স্যার,পাকিস্তানের অর্থ কি? এ দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চান? উত্তরে জিন্নাহ বললেন, শোন, কংগ্রেসের দাবি-হিন্দু মুসলিমসহ সকল ভারতীয় অভিন্ন জাতিসত্তায় একাকার হতে হবে। ইংরেজ বিদায় নেবে। থাকবে শুধু এক জাতি ভারতীয় ভারতীয়। আমরা বললাম, 'না,' মুসলিম নামে অপর এক জাতির রাজনৈতিক স্বীকৃতি অপরিহার্য। যার জন্য পৃথক রাষ্ট্র স্বাধীন দেশ চাই-ই চাই। এই 'না'টাই হলো পাকিস্তান।

বাংলাদেশ সংখ্যাগুরু মুসলমানের দেশে কেউ বলে- দেশ চলবে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক নিয়মে। কারো মতে তথাকথিত সাম্য সমাজতান্ত্রিক ধারায়। অর্থাৎ মানবরচিত আইন হবে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, সার্বভৌমত্বের মালিক। ক্ষমতার উৎস জনগণ কিংবা মাও লেনিনের চিন্তাধারা। এমতাবস্থায় একদল মর্দে মুজাহিদ বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ উঠালেন, না, প্রভুত্ব আল্লাহর। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনিই। ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। দেশ চলবে আল-কোরআনের বিধান মতে। যাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সর্বত্র অচল-অস্বীকৃতি। মরহুম ইউসুফ আলী ছিলেন এই তৃতীয় দলের সেনানায়ক। এই 'না'টাই হলো তাঁর সংগ্রামী জীবনের মূল দর্শন। এখন তাঁর সে আদর্শ বাস্তবায়নে আমাদের ভূমিকা কতটুকু আন্তরিক, কি পরিমাণ গতিময় সেটাই দেখার বিষয়।

আবু আশরাফ
প্রিন্সিপাল, মাদরাসা আয়েশা সিদ্দিকা আমলিগোলা, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

ইউসুফ ভাইয়ের সান্নিধ্যে

সিদ্দিক জামাল

"মিনহা খালাক্বনা-কুম, ওয়া ফি-হা নুঈদুকুম, ওয়া মিনহা নুখরিযুকুম, তা-রাতান উখরা" দোয়াটি পড়তে পড়তে তিন মুষ্টি মাটি কবরের উপরে ছড়িয়ে দিলাম। তখন মাগরিবের দ্বিতীয় জামায়াত শুরু হয়েছে। প্রথম জামায়াতে মসজিদ, বারান্দা ও সামনের ছোট আঙ্গিনায় যে বিছানা পাতা হয়েছে তাতে লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়নি। তাই দ্বিতীয় জামায়াতের জন্য জায়গা খালি করে নফল না পড়েই মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখলাম কবরের চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই মাটি দিয়ে দোয়া করে তাদের কর্তব্য শেষ করেছেন। এখন সন্ধ্যার আধারে বাঁশের বেড়া ঘেরা নতুন কবরটি হাসছে। মাগরিবের আগে আমি কয়েক দফা মাটি দেয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু ভিড়ের কারণে কবরের কাছে যেতে পারিনি। নামাযের পর এসে আঁধারি আলোতে ফাঁকা কবরে মাটি দিলাম আর দোয়া পড়লাম। কবরের ভেতরে শুয়ে থাকা ইউসুফ ভাইকে বললাম, ইউসুফ ভাই আপনাকে এই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই মাটিতেই আপনাকে আমরা সবাই রেখে গেলাম। আবার এই মাটি থেকেই আপনাকে উঠানো হবে।

ছোপ ছোপ অন্ধকার। নীরব নিস্তব্ধ কবর। আশেপাশে একজনও নেই। পাশের মসজিদের ভেতর থেকে ভেসে আসা দ্বিতীয় জামায়াতের কেরাআত শোনা যাচ্ছে। কবরে মাটি দেয়ার সাথে পঠিত দোয়াটি কবর থেকে হেসে হেসে যেন আমাকেও বলছে, তোমাকেই এমনিভাবে মাটিতে রাখা হবে, আবার মাটি থেকেই উঠানো হবে। শরীর অবশ হয়ে আসছিল। মনের

www.bjilibrary.com

চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম ইউসুফ ভাই কবরে শুয়ে মিটি মিটি হাসছেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করি। একই রুমে পাশাপাশি চেয়ারে বসি। ইউসুফ ভাই সব সময় আসেন না। আসলেও বেশিক্ষণ বসেন না। প্রয়োজনীয় কাজ সেরেই উঠে পড়েন। ব্যস্ত মানুষ। এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেলদের মধ্যে তাঁর নাম সর্বশীর্ষে। অনেক দায়িত্ব। অনেক কর্তব্য। তাঁর কাছে কোনো কাজ থাকলে আগে থেকেই রেডি করে রাখতে হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাকে তৈরি থাকতে হয়েছে। আবার কোনো কাজ অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত অথবা গোঁজামিল দিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত করলে তিনি ঠিকই সেটা Detect করে ফেলতেন। কারণ ব্যস্ত থাকলেও তিনি কখনো অমনোযোগী হতেন না। হয়তো দু'বছর আগে তিনি ভাউচার পাস করেছেন। ভাউচারের অঙ্কে কোনো ভুল থাকলে তা তাঁর কাছে ধরা পড়ে যেতো। কারণ তিনি মনোযোগ দিয়ে ভাউচার দেখতেন। হিসাব পরীক্ষা করতেন এরপর সই করতেন।

স্টাফদের ভুল বা অপরাধ তিনি উদার মানবিক দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি কখনো চোখ রাঙাতেন না, উচ্চকণ্ঠে বকা দিতেন না। মনে হতো তাঁর শরীরে ক্রোধ বা রাগ নামক রিপুটা অনুপস্থিত। কাউকে শাসন করতে বা ধমক দিতে হলে অথবা এরকম কিছু বলতে হলে মৃদু কণ্ঠে তাকে দোষ ধরিয়ে দিয়ে নিজের অসন্তুষ্টির কথা জানাতেন। সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করতে, কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও আমানতধারীর কথা বুঝিয়ে দিতেন। অধস্তন কর্মী ও কর্মচারীদের সাথে এরকম সদাচরণের অভিজ্ঞতা এর আগে আমার হয়নি। তাঁর এই ব্যবহার ও ব্যবহারের পদ্ধতি আমাকে শুধু মুগ্ধই করেনি- তাজ্জবও করেছে।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ১৯৭২/৭৩ সালের দিকে। এ সময়ে ময়মনসিংহে ছিলেন ভাই আবদুল্লাহ ভূঁইয়া। তিনি অধ্যাপক ইউসুফ ভাইয়ের খুবই স্নেহধন্য কর্মী। এক পর্যায়ে ময়মনসিংহের কাতলাসেন মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবের মেয়ের সাথে আব্দুল্লাহ ভূঁইয়া ভাইয়ের বিয়ে হলো। আমি ঢাকায় এলে ইউসুফ ভাই আমাকে এ বিয়ের মধ্যস্থতা করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন ও প্রশংসা করলেন। এ সময়ে আমি মরহুম ইউনুছ ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলাম যা পরবর্তীতে কার্যকরী হয়েছিল। খাওয়ার সময় বাসায় যা রান্না হতো (খুবই সাধারণ মানের খাবার) তাই আমাদের সাথে নিয়ে ইউসুফ ভাই খেতেন। এ সময়ে ঢাকা মহানগরীতে ছিলেন মাওলানা নূরুল ইসলাম। এই পণ্ডিত ব্যক্তির সাথেও আমার পরিচয় ঘটে ইউসুফ ভাইয়ের বাসায়। আমি ও ময়মনসিংহের জামায়াতের জেলা দায়িত্বশীল সহযোগিতার ভিত্তিতে ইউসুফ ভাইয়ের পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে এসব এলাকায় কাজ করতাম। তাই কখনো খেয়ে কখনো না খেয়ে থাকতে হতো। মাইলের পর মাইল হাঁটতে হতো। আবদুল্লাহ ভূঁইয়া ভাইকে একবার বর্ষাকালে কাদাময় রাস্তায় জামালপুর থেকে মাদারগঞ্জ হেঁটে যেতে হয়েছিল। আমি কয়েকবার জামালপুর থেকে সরিষাবাড়ী, জামালপুর থেকে শেরপুর হেঁটে গিয়েছি। এসব সমস্যা ইউসুফ ভাইকে জানালে তিনি আর্থিক সহযোগিতা করতে পারতেন না, কিন্তু মানসিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিতেন প্রচুর। তিনি বলতেন, আপনাদের মত জোয়ান ছেলেরা ২০/৩০ মাইল হাঁটতে কাহিল হয়ে পড়লে চলবে কী করে?

নাসিরাবাদ কলেজ থেকে আমি ১৯৭৪ সালে বিএ পাস করে রাজশাহী চলে যাই। এরপর দীর্ঘদিন আর ইউসুফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ ছিল না।

www.bjilibrary.com

১৯৯৯ সালে অধ্যাপক শরীফ হোসাইন ভাই আমাকে প্রকাশনা বিভাগে কাজ করার প্রস্তাব দেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাইয়ের সাথে কাজ করার সুযোগ দেখে সানন্দে রাজি হই। তখন আমি এখানে কাজ করতে কি পারব না পারব কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। আমার সামনে শুধু একটি সুযোগ দেখতে পাচ্ছিলাম। তা হলো ইউসুফ ভাইকে আবার আমার মুরুব্বী হিসেবে পাব। অধ্যাপক শরীফ ভাই ফোন করলেন ও বললেন, ইউসুফ ভাই, আপনার প্রকাশনার জন্য একজন লোক পাওয়া গেছে। ফোনের অপর প্রান্তে প্রশ্নের উত্তরে শরীফ ভাই আমার নাম জানালেন। তখন শরীফ ভাই আমাকে বললেন, আমি যেন বিকেলে ইউসুফ ভাইয়ের সাথে দেখা করি।

বিকেলে সাক্ষাতে ইউসুফ ভাই বললেন, আপনার সাথে সব সময় দেখা হয়, আর আমি লোক খোঁজে বেড়াই। যা হোক কাজে যোগদান করলাম। এ সাড়ে তিন বছরে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আমার একবারও মনোমালিন্য হয়নি। মন খারাপ হয়নি। কোনো অভিযোগও আমার সৃষ্টি হয়নি। কী আশ্চর্য আপন করে নেয়ার ব্যক্তিত্ব।

কখনো আমার কোনো প্রস্তাব তাঁর অপছন্দ হলে তিনি চুপ করে শুনতেন। কোনো মতামত দিতেন না। পরে মতামত জানতে চাইলে সময় নিতেন, কিন্তু সরাসরি নাকচ করতেন না। কিছুদিনের মধ্যে আমিও ওনার এই না বলার ভাষাটি বুঝে ফেললাম। কোনো প্রস্তাব বা পরামর্শ গ্রহণ করলে তা সরাসরি বলতেন এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় আলোচনা করতেন। কাজ করতে অনেক ছোটখাট ব্যাপারেও তিনি কমিটিতে আলোচনা করে নেয়া পছন্দ করতেন।

তিনি নিজে থাকতেন খুবই সাদাসিদে। সাদা পাজামা, পাঞ্জাবী, সাদামাঠা টুপি। গত ঈদে তাঁর এক ছেলে তাঁকে একটা সুন্দর কাজ করা টুপি দিয়েছিল। তিনি তা কয়েকদিন পরেছিলেন ছেলের মনে কষ্ট না দেয়ার জন্য। তাঁর বাড়িটাও খুবই সাধারণ টিনের চালাবাড়ি। গ্রামের বাড়ি মাটির দেওয়াল। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তিনি বাড়ি করার পক্ষপাতি ছিলেন না বলেই বাড়িতে তাঁর দালান হয়নি। অফিসকেও তিনি বিচ্ছিন্ন ও সাদামাটা রাখতে পছন্দ করতেন। তাঁর বসার জন্য একটি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার। এটিই তাঁর পছন্দ। তাঁকে একটি ভালো আরামদায়ক চেয়ার কিনে দেয়ার কথা বললে তিনি বলেছিলেন, আমার জন্য এটিই সুন্দর ও পছন্দের। আপনার জন্য প্রয়োজন মনে করলে একটি ভালো চেয়ার কিনে নিবেন। একবার আমি সুন্দর দেখে দুটি পেন কুশন কিনলাম। তিনি দাম জিজ্ঞেস করলে বললাম ষাট টাকা করে। তিনি মন্তব্য করলেন আরও কম দামেও তো কিনতে পারতেন। বায়তুলমালের টাকা বেশি খরচ করা ঠিক না। কুশন দু'টি এখনও আমাদের টেবিলে রয়েছে। চাইনিজ হোটেলে তিনি সবজি জাতীয় খাবার ছাড়া অন্য কিছু পছন্দ করতেন না। চাইনিজ হোটেল তিনি অপছন্দ করতেন একটি কারণে, সেটা হলো অর্ডার দিয়ে আধঘণ্টা বসে থাকতে হয়। তিনি বলতেন, এই সময়ের অপচয় আমাদের জন্য মানায় না। তাছাড়া বিরক্তিকরও। যারা ফাহেশা গল্পগুজব করে সময় কাটায় এটা তাদের জন্য একটা সুন্দর পরিবেশ, কিন্তু আমাদের জন্য নয়। দ্বিতীয়ত চাইনিজ খাওয়াকে তিনি আর্থিক অপচয় ও বিলাসিতা মনে করতেন। কিন্তু স্বভাবগত কারণে তিনি কখনো এর বিরোধিতা করেননি।

বাসায়, অফিসে তাঁর খাওয়া দাওয়া ছিল খুব সাধারণ। ছোট মাছ, সাধারণ তরকারি, সবজি তিনি পছন্দ করতেন। ডাল ছিল তাঁর নিয়মিত আইটেম। তিনি বলতেন, শেষে ডাল না খেলে

www.bjilibrary.com

তাঁর খাওয়া হয়েছে বলে মনেই হয় না।
বছর খানেক আগে তিনি মাঝে মাঝে Cold drink চাইতেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম, ইউসুফ ভাই কোক, স্প্রাইট আমাদের না খাওয়া উচিত। কারণ জানতে চাইলে বললাম, এতে এক পয়সার উপকারী জিনিস নেই। বোতল ভর্তি পানি, রং এসিড ইত্যাদি। এর পুরো পয়সাটা ইহুদীদের পকেটে যায়। অথচ এটা খেলে কোনো উপকারই হয় না। বরং এতে ইথিলিন গ্লাইকোল নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা লিভারের বেশ ক্ষতি করে। উপরন্তু এটি নেশার সৃষ্টি করে। এসব অপ্রয়োজনীয় পানীয় ইহুদীরা ফ্যাশন হিসেবে চালু করেছে। ফাঁকি দিয়ে সারা পৃথিবী থেকে কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে। এরপর থেকে তাঁকে আর কখনো এ ধরণের পানীয় খেতে দেখিনি।
গত বছর তাঁর সঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়ি বড়গাঁও গিয়েছিলাম। যাওয়ার পথে কালীগঞ্জ পার হওয়ার পর পথে গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে বাজারে, দোকানে, মসজিদ-মাদরাসায় লোকদের ডেকে ডেকে যেভাবে খোঁজখবর নিলেন আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আরো লক্ষ্য করলাম ওনার আগমনের সংবাদ পেয়ে লোকদের মধ্যে যেন দেখা করার জন্য সাড়া পড়ে গেল।
উনি ওনার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় গেলেন। পরীক্ষার্থী ছাত্রী-ছাত্রীদের জন্য দোয়ার মাহফিল ছিল, সেখানে আমিও বক্তৃতা করলাম। উনি শুধু আলোচনা করলেন না, মাদরাসা স্কুল, মাঠ, পুকুর, পুকুরের মাছ চাষ, মাঠে গাছ লাগান ইত্যাদি নিয়েও কথা বললেন। তিনি অভিভাবকদের বললেন যে, আমি নিজে মাদরাসা থেকে পড়ে কলেজ ইউনিভার্সিটি পাস করেছি। আপনারা যদি এ মাদরাসায় ছেলেমেয়ে দেন তাহলে ভবিষ্যৎ খারাপ হবে না। তাও যদি না দেন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ছেলেমেয়ে দেন। দূরে দেবেন না। নিজের ঘর, নিজের গ্রামকে দুর্বল না রেখে সবল করুন।
এরপর শিক্ষক অভিভাবক ও কমিটির লোকজন নিয়ে বসলেন। এভাবে কয়েকটি মিটিং করলেন। দুপুরে খাওয়া হলো না। কাজ শেষ করে আমাকে বললেন, সেক্রেটারী সাহেব আপনার খুব ক্ষিধা লেগেছে না? একটু দেরি হয়ে গেল। চলেন এবার বাড়িতে যাই দেখি আল্লাহ রেযেকে কি রেখেছেন। ওনার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম তখনো মাটির দেয়ালের ঘর। একটিতে ওনার মা থাকেন। অন্যটি বৈঠক ঘর। আর একটি রান্না ঘর। গাছে প্রচুর লিচু ধরেছে। আমও ধরেছে। কাঁঠাল গাছও বেশ। ডিম দিয়ে আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে আসরের নামায পড়লাম। মসজিদ ওনার বাড়িতেই। মসজিদ আর পারিবারিক গোরস্থান বৈঠক ঘরের সামনেই। তখন এ মসজিদেরও মাটির দেয়াল ছিল। এখন মসজিদ পাকা হয়েছে। ওয়ামী থেকে করে দিয়েছে সুন্দর একটি মসজিদ।
ইউসুফ ভাই জামায়াতে নামাযের ব্যাপারে ছিলেন খুবই সজাগ। অফিসের কাজ শেষ হলে যদি আমাদের অফিসের পাশের মসজিদে জামায়াতের দেরি থাকতো তাহলে তিনি হিসেব করতেন বাসায় গিয়ে মসজিদের জামায়াত পাবেন কিনা। যদি মনে করতেন যে বাসায় গিয়ে জামায়াত পাওয়া যাবে না তাহলে তিনি দেরি করতেন। বসে থাকতেন। জামায়াতে নামায আদায় করে তবে যেতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে মাঝে মাঝে বাসায় থাকতেন। এ সময় আমরা তাঁর খোঁজখবর নেয়ার জন্য ফোন করতাম। সেটা যদি নামাযের সময় হতো তাহলে দেখা যেতো তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও মসজিদে চলে গেছেন।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগের শুরু থেকেই অধ্যাপক ইউসুফ আলী এর চেয়ারম্যান ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এখন ৭০টি বই বের হয়। তিনি ২০০০ সালের শুরু থেকে পাঠক

www.bjilibrary.com

ও ক্রেতাদের কম মূল্যে বই দেয়ার জন্য চিন্তা গবেষণা করতে থাকেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, বৈঠক ইত্যাদি করে অবশেষে একটি নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। নির্দিষ্ট মূল্যে বই বিক্রি এবং একক মূল্য নির্ধারণী সিদ্ধান্ত অধ্যাপক ইউসুফ আলীর এক যুগান্তকারী সফলতা। জনাব মীর কাসেম আলী তাঁর এ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছেন। দুই বছর নিরলস পরিশ্রমের পর তাঁর এ প্রচেষ্টায় একাত্মতা ঘোষণা করে গত ৩০ জানুয়ারি ২০০৩ সালে ইসলামী সাহিত্য প্রকাশকদের একটি সম্মেলনও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইসলামী বইয়ের পাঠক ক্রেতারা আগামীতে এর সুফল পাবেন।

ইউসুফ ভাই ছিলেন খুবই শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু গত ৪/৫ বছর থেকে একটি ব্যাপারে খুবই অস্থির হতে দেখেছি। বিষয়টি ছিল তাঁর লেখা দুটি বই। একটি হচ্ছে 'মুমিনের পারিবারিক জীবন'। অন্যটি 'আল-কোরআনের আলোকে মানব জীবন'। দু'টি বইই বড় বই। অত্যন্ত উঁচু গবেষণাসমৃদ্ধ ও প্রয়োজনীয় বই। প্রথম বইটির ধীর গতিতে প্রকাশনার পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ উনি এটি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। বইটি তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এ পর্যায়ে এসে তিনি আমাকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করলেন। এ সময়ে প্রায় প্রতিদিন তিনি অফিসে আসতেন এবং বইটির কম্পোজ, প্রুফ দেখার কাজের অগ্রগতির খবর নিতেন। যেদিন আসতে পারতেন না না সেদিন ফোন করতেন। আমার এখন স্বীকার করতে সংকোচ নেই যে তাঁর এ পেরেশানী দেখে আমি মাঝে মাঝে বিরক্তিবোধ করেছি কিন্তু প্রকাশ করিনি।

'মুমিনের পারিবারিক জীবন' বইটি বের হওয়ার পর পরই আবার 'আল কোরআনের আলোকে মানবজীবন' বইটির কাজ শুরু করে দিলেন। বইটি শেষ করার জন্য তিনি এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে শুধু বইয়ের খবর নিতে তিনি কোনোদিন দু'বার অফিসে এসেছেন। ৩/৪ ঘন্টা বসে অপেক্ষা করেছেন। অবশেষে ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিন বইটির শেষ কাজটুকু সমাপ্ত করে (অর্থাৎ, ইনার, লেখকের কথা, প্রিন্টার্স লাইন ইত্যাদি) আমার হাতে দিয়ে যান। বলেন, সিদ্দিক সাহেব আগামীকাল আমার সফর আছে, কুমিল্লা যাব। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। রাতে আর আসা হবে না। আপনি কম্পোজ, প্রুফ, মেকআপ দেখে এগিয়ে রাখবেন, আমি পরদিন এসে দেখে ট্রেসিং বের করব।

পরদিন রাতে তিনি কুমিল্লা থেকে ফিরেছেন ঠিকই। কিন্তু জীবিত ফিরেননি। লাশ হয়ে ফিরেছেন। আর তাঁর পরদিন তিনি তাঁর বইয়ের ট্রেসিং বের করতে আসতে পারেননি বরং আমরাই গিয়েছি তাঁর কফিন নিয়ে তাঁর সাথে বড়গাঁও-এর সেই নিভৃত পল্লীতে।

আমি যখন এ লেখাটি শেষ করছি তখনও আমার সামনে তাঁর খালি চেয়ার ও টেবিলটি নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের উপর আছে তাঁর কলমদানি, কলিং বেলের রিমোট সুইচ, টিস্যু পেপার বক্স ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার। গোলাপী রঙের তোয়ালে দিয়ে ঢাকা চেয়ারটি খালি। এখানে ইউসুফ ভাই আর কোনোদিন এসে বসবেন না।

সিদ্দিক জামাল
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগের সেক্রেটারী।

www.bjilibrary.com

বৃক্ষই তো ছিলেন ছায়াও তো কম দেননি

মাহবুবুল হক

কবি ও জীবন শিল্পী গোলাম মোহাম্মদের ওপর লেখা শুরু করেছিলাম, শেষ করতে পারিনি। দেখলাম, অগ্রজ ও অনুজ মিলিয়ে অনেকে লিখেছেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবলাম, আমাকে আর লিখতে হবে না। এটাই আমার আদত। কোনো বিষয়ের ওপর কেউ লিখলে আমার আর লেখা হয় না। লেখা চোখে না পড়লেই আমি লিখি। বিষয়টা অনেকটা ফরজে কেফায়ার মত। যে দায়িত্বটি কেউ পালন করেনি সেটাই পালন করার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি। পালিত হয়ে গেলে সে বিষয়ে আমার আর খুব বেশি একটা আগ্রহ থাকে না। সে কারণে মাঝপথে গোলাম মোহাম্মদের ওপর লেখা থেমে যায়। ইতিমধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'ভাইয়া' আ.ফ.ম ইয়াহিয়া ইন্তেকাল

www.bjilibrary.com

করেছেন। তাঁর ওপর কোনো লেখা আমার চোখে পড়েনি। সে কারণে 'ভাইয়া'র ওপর লেখা শেষ করেই, পুনরায় গোলাম মোহাম্মদের ওপর লেখা শুরু করেছিলাম।

সাত-সকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি, হকার কাগজ দিতেই ইউসুফ ভাইয়ের রঙিন ছবি চোখে পড়লো। বুঝতে বাকি রইল না। মাত্র ক'দিন আগে তাঁর বাসার সামনে দেখা। খুব খুশি হলেন জিজ্ঞেস করলেন, এদিকে কোথায় এসেছেন। বললাম, আপনার মাদরাসায়- মা'শাআল্লাহ আপনার মাদরাসা অনেক বড় হয়ে গেছে। '৭২ থেকে '৭৫-এ আসতাম, আর এই এলাম। খুব আগ্রহ নিয়ে তিনি ছেলের দোকানপাট ও নিজের বাসাবাড়ি দেখালেন। সাথে আমাদের ভাই ও বন্ধু স্টক এক্সচেঞ্জের জয়নুল আবেদীন সাহেব ছিলেন। তাঁর একটা কাজেই তামিরুল মিল্লাত মাদরাসায় গিয়েছিলাম। তিনি তাড়া দিচ্ছিলেন। এদিকে ইউসুফ ভাইও নাছোড়বান্দা। চা' খেয়ে যেতে হবে। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ খুব সুখে আছি, লিখছি লেখালেখি করছি। পড়ছেন তো- খুব আগ্রহ নিয়ে বললাম, পড়ছি। আপনি, আপনার আসল কাজ করে যাচ্ছেন। আবার আপনি ফর্মে এসে গেছেন। একগাল নিষ্কলুষ হাসি দিয়ে বললেন, বয়স তো হয়ে গেছে। এখন আর কতটা পারবো। বললাম, ইউসুফ ভাই আপনার কিন্তু খুব একটা বয়স হয়নি। বললেন, বয়স না হলেও 'এজিং প্রবলেম' হয়ে গেছে। আমাদের তাড়া আছে বলে ছেলের দোকান থেকে জোর করে কোক-বিস্কুট খাওয়ালেন। বললেন, মাহবুব ভাই 'সোনার বাংলা' নিয়ে আপনার সাথে কিন্তু আর বসা হলো না। বললাম, যখনই ডাকবেন, চলে আসবো, ইনশাআল্লাহ।

এর কিছুদিন আগে দৈনিক সংগ্রামের সামনে দেখা। বললেন, কোথায় যাবেন? বললাম, দৈনিক বাংলার পাশে। তাঁর পাজেরো গাড়িতে উঠতে বললেন, যেতে যেতে সংগ্রাম, সোনার বাংলা, আধুনিক প্রকাশনী, বই বিপণন ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলাপ হলো। সোনার বাংলা ও প্রকাশনী নিয়ে আমার সাথে 'এক্সক্লুসিভ' বৈঠকের কথা বললেন। সোনার বাংলা নিয়ে তাঁর উদ্বিগ্নতা ছিল। সোনার বাংলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলে নয়। সব সময় তাঁকে দেখেছি সোনার বাংলা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হতে। বললাম, সোনার বাংলা এখন আর আট পৃষ্ঠা মানায় না, অন্তত বার পৃষ্ঠা করতে হবে। প্রথম ও শেষ এই পৃষ্ঠা অন্তত রঙিন করতে হবে। বললেন, জাতীয় নির্বাচনের সময় সোনার বাংলা রঙিন করেছিলাম, ভালোই লাগছিল। পাঠকদের ডিমান্ড আছে, সম্পাদক সাহেবও তাগিদ দিচ্ছেন। কিন্তু সাধ্যে তো কুলাচ্ছে না। এখন অবশ্য আয় ও ব্যয়ের মোটামুটি সমন্বয় হচ্ছে। কিন্তু পূর্বের ঋণ তো রয়ে গেল। পরিচালনা ব্যয় কমানো যাচ্ছে না, বাড়ছে। বললাম, দুনিয়ার প্রায় বড় বড় সিটিতে 'সোনার বাংলা' পাওয়া যায়। প্রায় সব জায়গায় পাঠকের একই অভিযোগ পত্রিকাটির আদল 'সেকেলে'। কোনো রাজধানী থেকে এমন সাদামাটা পত্রিকা বের হয়, কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া সোনার বাংলা হলো বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের মুখপত্র। এর উপস্থাপনা তো পৌরাণিক হওয়া উচিত নয়। আধুনিক রঙ ও রূপে এটা আত্মপ্রকাশ করবে- এটাই প্রবাসিদের প্রত্যাশা। খুব মনযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। সাধারণত কোনো দলের সিনিয়র নেতা, কোনো সাধারণ কর্মীর কথা এত অভিনিবেশের সাথে শুনেন না। তিনি অবশ্য

www.bjilibrary.com

বরাবরই ব্যতিক্রম। কেউ কথা বললে, কান পেতে শুনতেন। বোঝার চেষ্টা করতেন। বললেন, আমরা রাজনীতি কাজে এত ব্যস্ত, প্রকাশনা বা পত্র-পত্রিকার বিষয়ে মনযোগই দিতে পারি না। তাছাড়া আমাদের একজনের উপর অনেক ধরনের কাজ, সামলানো যায় না। কোনো একটা বিশেষ কাজে আমরা অনেক সময় দিতে পারি না। আসলে আরো বেশি সময় দেয়া উচিত, এক্সপার্টদের ওপিনিয়ন নেয়া উচিত।

ইউসুফ ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল সোনার বাংলার তৃতীয় পর্যায়ের প্রকাশনা ও জামায়াতে ইসলামীর পুস্তক প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে। প্রথম প্রসঙ্গে আমরা প্রায় একসাথে সিকি শতাব্দী পার করেছি। সোনার বাংলা পাবলিকেশন্স লিমিটেডের পরিচালক হিসাবে। মাঝে মাঝে আমরা এক সাথে বসেছি, কথা বলেছি। মত বিনিময় করেছি। দেখেছি নিজের মতকে খুব একটা প্রাধান্য দিতেন না। দলীয় মতকে অসম্ভব প্রাধান্য দিতেন। কখনও রাগ, উষ্মা প্রকাশ করতেন না। ধীর-স্থির-শান্ত ছিলেন। একটা নিরবধি সুষমা তাঁকে যেন সবসময় ঘিরে রাখতো। দায়িত্বের ওভারলেপি থাকলেও কখনও অস্থির হতে দেখিনি। প্রশান্তই ছিলেন সবসময়। হুড়াহুড়ি বা শশব্যস্ততা কখনও আমার চোখে পড়েনি। অতি সাধারণ একটা স্বচ্ছন্দ মনন তিনি গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দিকটা খুব ভাবতেন। অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন বলে কিনা জানি না। কানে কানে কথা বলতেন না। কারো বিরুদ্ধেও কিছু বলতেন না। আন্দোলনের স্বার্থে অনেক কিছু হজম করে কাজ করেছেন। ধৈর্য এবং স্থৈর্য ছিল অপার। ভাঙ্গা তো দূরের কথা, মচকাতেও দেখিনি। একটা গতিময় স্থবিরতা ছিল তাঁর মাঝে। বৃক্ষই তো ছিলেন- ছায়াও তো কম দেননি, অনেকদিন ধরে একভাবে। আছেন তো আছেনই। নিঃশব্দে নীরবে করছেন। কর্মীর মত, সাধকের মত। গবেষক হলে ভালো করতেন। 'থিংক-ট্যাংকের সদস্য ছিলেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে 'ভিজুয়েলাইজ' করতেন। দুঃখ প্রকাশ করতেন না। একটা আশাবাদী মন সবসময় জাগরুক থাকতো। 'লাইম লাইটে' আসতেন না। মিডিয়াতেও খুব একটা আসেননি। লেখাজোকা ছাপা হয়েছে, এই যা। তবে আন্দোলনের হোল্ডার অব লাইট' ছিলেন। দুর্গম দুর্গের আলোকধারী, যে নিবিড় ও নিবিষ্ট দায়িত্ব পালন করে তিনি ছিলেন, এত সাধারণ চেহারা, এত সাধারণ কথাবার্তা, এত সাধারণ পোশাক আশাক- এসবের মাঝে ইউসুফ ভাইকে খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর ছিল। লেখায় মনোযোগ দিয়েছেন শুনে আমার মনই বলছিল– আর হয়তো বেশি দিন নাই। জীবন সায়াহ্নে মানুষ ফিরে দেখার সুযোগ গ্রহণ করে। শুরুতে, অধ্যাপকই তো ছিলেন।

পরিচয় ১৯৬৭ সালে। আমি তখন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ দিনাজপুর শাখার সভাপতি। ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সম্মেলন ছিল ঢাকায়। সম্মেলন শেষে সানাউল্লাহ আখুঞ্জীর মেহমান হয়েছি। উদ্দেশ্য সাহিত্য সংকলন 'বিপ্লবে'র জন্য লেখা সংগ্রহ করা। বন্ধু সানাউল্লাহ সব ঠিক করে রেখেছিলেন। ড. শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল নূরুল করিম, প্রফেসর গোলাম আযম, আবদুল মান্নান তালিব, অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমান, অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী- এঁদের লেখা সংগ্রহ হয়ে গিয়েছিল। অর্থনীতির উপর লেখা পাওয়া যায়নি। সানাউল্লাহ বলল, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কাছ

www.bjilibrary.com

থেকে লেখা নিতে হবে। সম্ভবত তিনি তখন নরসিংদী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। দু'জনে মিলে কোথা থেকে যেন তাঁর কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করেছিলাম। তখন তিনি যুবক ছিলেন। লেখাটাও ছিল অত্যন্ত স্মার্ট। ছোট্ট একটা লেখার মধ্যে ইসলামী অর্থনীতির পুরো রূপরেখা ছিল। এখনও আমার কাছে সে লেখাটি আছে। সেই আমার প্রথম ইসলামী অর্থনীতি বুঝা। এতটাই বুঝেছিলাম যে, সংকলন প্রকাশের পরপরই 'অর্থনৈতিক অসমতা' নামে একটা বিরাট প্রবন্ধ লিখে ফেলি। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে বিএনআর থেকে ওই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

'৭২ থেকে '৭৫-এর সোনার বাংলার কর্ণধার ছিলাম। লক্ষ্মীবাজারের হৃষিকেশ দাস রোড থেকে সোনার বাংলা প্রকাশিত হতো। মীরহাজিরবাগ থেকে অধ্যাপক ইউসুফ ভাই, অধ্যাপক মুসলিম উদ্দিন ভাই এঁরা মাঝে মাঝে সোনার বাংলায় আসতেন। আসতো স্কুল ছাত্র ইউসুফ ভাইয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসাদ বিন হাফিজ, তখন ওর নাম বোধ হয় অন্য কিছু ছিল। ইউসুফ ভাইয়ের ছোট ভাই বলে আমরা সবাই আদর স্নেহ করতাম। ছড়া-কবিতা নিয়ে আসতো। এখন তো সে প্রতিষ্ঠিত কবি, লেখক ও প্রকাশক। আমি ও এখনকার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কোনো কোনো বিকালে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য নারিন্দা ও দয়াগঞ্জ হয়ে আমরা ফরিদাবাদ কাঠের পুল পার হয়ে মাঝে মাঝে মীরহাজিরবাগে বেড়াতে যেতাম। যতদূর মনে পড়ে মুসলিম উদ্দিন ভাই মীরহাজিরবাগে একটা প্লাস্টিকের কারখানা দিয়েছিলেন। এখন যেখানে মীরহাজিরবাগ তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা-এর আশেপাশেই ওরা থাকতেন। যেতাম আর আসতাম। আমাদের আড্ডা খুব একটা জমে উঠতো না। উল্লেখ্য, ফরিদাবাদের কোণায় তখন সোনার বাংলার এখনকার আরেক পরিচালক নাজির আহমদ সাহেব তালা-চাবির কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। তখন আমাদের মধ্যে 'সেন্স অব আইসোলেশন' এখনকার মত গ্রো করেনি। 'সেন্স অব ব্রাদার হুড', 'সেন্স অব কেয়ারিং' খুবই সবল ও সজীব ছিল। একটা দরদি মন আমাদের সবার মাঝে ঘুরে বেড়াতো।

ইউসুফ ভাই একজন সফল মানুষ। তাঁর প্রশান্ত আত্মা খুশি মনে ইনশাআল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করেছে। তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে। তরুণ গবেষকদের এই বিষয়ের অভিনিবেশ করতে হবে।

মাহবুবুল হক
নির্বাহী পরিচালক, সিএনসি

www.bjilibrary.com

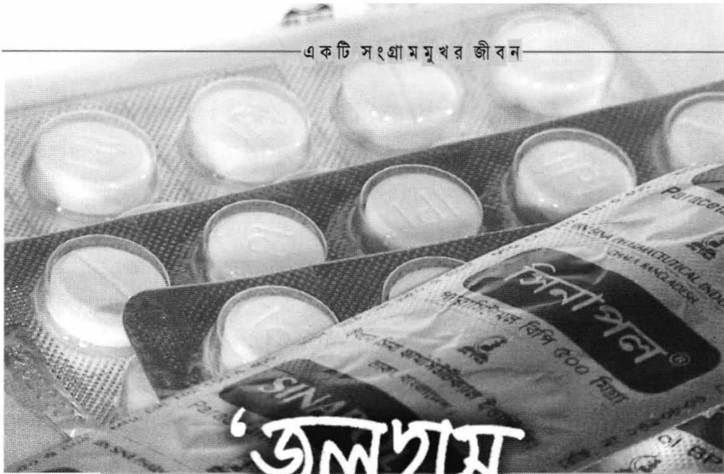

'জুলহাস একজন ডাক্তার নিয়ে আসো'

শরীফ আবদুল গোফরান

২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর সংগ্রামের বার্তা বিভাগে গিয়েছি এক কাজে। শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল দেখেই জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, খবর পেয়েছেন? অধ্যাপক ইউসুফ আলী আর নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, কথাগুলো আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছিল না। কিন্তু মন্ডলের আবেগ আর অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসও করতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা ঢুকরে উঠল। চোখের উপর ভাসতে লাগল মাত্র একদিন আগের দৃশ্য। এই তো একদিন আগেই তো মসজিদ থেকে নামায আদায় করে একসাথে ফিরেছি। নিজের মনকে বুঝাতে পারলাম না। প্রতিদিন ১/২ বার অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের সাথে দেখা হতো। হয়তো মসজিদে, অথবা প্রীতি প্রকাশনের সামনে গাড়িতে।

আমরা প্রতিদিন প্রীতি প্রকাশনে বসে গল্প করি। এখানে জমা হয় আমাদের অনেক বন্ধু কবি। এক সময় ঘরে বসার জায়গা না থাকলে আমরা বাইরে গিয়ে গ্রুপে গ্রুপে দাঁড়িয়ে কথা বলি। কোনো এক সময় দেখলাম একটি গাড়ি এসে প্রীতির সামনে এসে থামতো। গাড়ির ভেতর তাকালেই দেখা যেতো তিনি গাড়িতে বসে হাত নাড়ছেন। নতুবা প্রীতির কাউকে ডেকে কিছু বলছেন। প্রতিদিনই তিনি প্রীতির সামনে অন্তত দু মিনিটের জন্য হলেও যাত্রা বিরতি করতেন। আর তখনই দেখা হয়ে যেতো তাঁর সাথে। সহানুভূতিশীল, আমানতদার, মিষ্টভাষী এই মানুষটি ছিলেন মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন।

www.bjilibrary.com

অকৃত্রিম ভালোবাসা, ত্যাগের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে এবং ভোগের ক্ষেত্রে সকলের পিছে-এই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর গোটা জীবনকে বিশ্লেষণ করলে এক দুর্লভ গুণসমূহের নজির মেলে। একটি সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির আন্দোলনে তিনি ছিলেন আপসহীন, অকুতোভয়, দুঃসাহসী এক সৈনিক। তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী, অথচ অহংকারহীন, বিনীত, কঠিন পরিশ্রমী।

এই সুন্দর মানুষটি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা কখনো ভাবতে পারিনি। কিন্তু কি হয়েছিল তাঁর? কিইবা অসুস্থতা তাঁর? জানতে পারিনি। বিদায়ের সময় নিজের আপনজনও কেউ ছিল না, সাথে ছিল তাঁর প্রিয় সংগঠনের দুজন ভাই। শেষ বারের মতো তিনি কি বলে গিয়েছিলেন? শেষ কথাটাই বা কি ছিল? এসব কথা শোনার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম তাঁর দু'জন সফরসঙ্গীর মুখে। মনে মনে খুঁজতে ছিলাম তাদের। প্রীতিতে বসতেই অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের সফরসঙ্গী, তাঁর অন্তিম শয্যায় পাশে গিয়ে দাঁড়ান যে মানুষটি, গাড়ির ড্রাইভার মোঃ জুলহাসের সাথে দেখা হলো। আর তাঁর দেখা অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের অন্তিম সময়গুলোর কথা শোনলাম।

জুলহাস বললেন, 'সকাল পৌনে নয়টায় আমরা কুমিল্লায় রওয়ানা করেছি। কুমিল্লায় গিয়েই স্যার প্রোগ্রামে চলে গেলেন। সকাল থেকে একটানা প্রোগ্রাম চললো, মাঝখানে খাওয়া নামাযের বিরতি হলো। তাঁরপর পুনরায় প্রোগ্রাম শুরু হলো। প্রোগ্রাম শেষে স্যার সবার সাথে খোলামেলা কথা বললেন, নিজের লেখা বই দিলেন। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, জুলহাস চলো আমরা রওয়ানা করি। তখন সময় আছরের পর মাগরিবের সামান্য আগে। কেউ কেউ বললেন, স্যার মাগরিব পড়েই রওয়ানা করেন, কিন্তু তিনি বললেন, না আমরা রাস্তায় নামাজ পড়ে নেবো। তাঁরপর গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে স্যারের সাথে কুমিল্লা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারীও ছিলেন। সারাক্ষণ স্যার আন্দোলনের কথাই বলছিলেন। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। নানা বিষয়ে কথা বলছেন।

ততক্ষণে গাড়ি কুমিল্লা সেনানিবাস পার হয়ে চলে এসেছে। দূর মসজিদ থেকে ভেসে আসছে মাগরিবের নামাযের আযান। আযানের ধ্বনি কানে বাজতেই স্যার বললেন, জুলহাস গাড়ি থামাও নামায পড়বো। রাস্তার কোথায় কোথায় মসজিদ আছে সব স্যারের জানা আছে? আমাকে বললেন সামনে বাম পাশে একটা মসজিদ আছে ওখানেই থামাও। ততক্ষণে আমরা মসজিদের আঙিনায় এসে পৌঁছেছি। এই জায়গাটির নাম দুবাইরচর। তখন সময় ৬টা ১০ মিঃ। স্যার গাড়ি থেকে নেমে মসজিদে চলে গেলেন। আমাকে বললেন, আমার অজু আছে। তুমি অজু করে নামাযে চলে আস। আমি অজু করতে করতে দেরি হয়ে যাওয়ায় এক রাকাত ধরতে পারিনি। যথাসময়ে নামায শেষ করে মসজিদের বাইরে এসে দেখি স্যার এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছেন। মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসা মক্তবের খোঁজ নিচ্ছেন। এলাকার মানুষদের প্রশংসা করলেন। আমি কাছে আসতেই বললেন, জুলহাস বাথরুমে যাওয়া দরকার। কিন্তু কাছে কোনো ভালো ব্যবস্থা না থাকাতে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে এক পেট্রোল পাম্পে নিয়ে এলাম। বাথরুম থেকে বের হয়ে বললেন, বুকের ভেতর খিল ধরে আছে। দাঁড়িয়ে থাকলে ভালো লাগে। ডাক্তার ডাকার কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন, না, ঠিক হয়ে যাবে। গরম চা খাওয়া দরকার। তারপর এক দোকানে গিয়ে চা খেলেন। এরপর গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে উঠে ওষুধ

www.bjilibrary.com

খেলেন। তা যা করছেন নিজে নিজেই করছেন। ততক্ষণে গাড়ি সাদাত জুট মিলের পাশে এসে গেছে। স্যার গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থামালাম। তিনি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তারপর আমাকে ধরে ধরে মিলের ভিতরে ঢুকলেন। আবার বাথরুমে যাবেন। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, জুলহাস আমি তো আর হাঁটতে পারছি না। আমার যে আর পা চলে না। তখন আমি জড়িয়ে ধরলাম। মিলের একজন শ্রমিকের সহযোগিতাও নিলাম। স্যার বললেন, দেখতো কোনো ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা। এ কথাটাই আমার সাথে স্যারের শেষ কথা। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। এদিক ওদিক খুঁজছি, কোথাও ডাক্তার নেই। এক গলির ভেতর গিয়ে একটি ওষুধের দোকান পেলাম। সেখানে একজন ডাক্তার পেলাম। লুঙ্গি পরা, রুগী দেখছেন। আমার কথা শোনার পরও সে যেন অত গুরুত্ব দিচ্ছেন না, আমি তাকে বারবার তাগিদ দিচ্ছি। কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন নেই। এক পর্যায়ে আমি ডাক্তারের জামা ধরে টেনে হেঁচড়ে মিল গেটে এসে পৌঁছি। ডাক্তার স্যারকে দেখলেন। বললেন, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। অক্সিজেনের প্রয়োজন। আমি স্যারকে গাড়িতে উঠালাম। গাড়িতে উঠে স্যার হাত-পা ছেড়ে দিলেন। আমি কুমিল্লা জেলা সেক্রেটারীকে বললাম, আপনি ধরে রাখুন শক্ত করে। নিজেও একহাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরেছি। আর অন্য হাতে স্যারকে ধরে রেখেছি। এতক্ষণে আমরা চান্দিনা মেডিকেল সেন্টারে এসে পড়েছি। গাড়ি থেকে নামিয়ে হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার আসলেন, অক্সিজেন দেয়া হলো। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি। আমি একটু দূরে এসেছি কেন্দ্রীয় অফিসে ফোন করতে। তখন সময় ৭টা ৩৫ মিনিট। হাসপাতাল থেকে আমার কাছে খবর এসেছে স্যার আর নেই। সাথে সাথে আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম, বারবার ভাবতে লাগলাম স্যারের কথা, আমাকে আর কখনো বলবেন না, আমার জন্য ডাক্তার নিয়ে আস।'

এই মোঃ জুলহাসই মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালের সময় পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অত্যন্ত আপনজনের দায়িত্ব পালন করেছেন। মনিবকে সুস্থ করার জন্য ছুটাছুটি করেছেন। অনেক পেরেশান হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মৃত মনিবের লাশ নিয়ে ঢাকায় ফিরেছেন।

আজ আর অধ্যাপক ইউসুফ আলী আমাদের মাঝে নেই। তিনি এবং তাঁর কর্মময় দিনগুলো আমাদের মাঝে স্মৃতি হয়ে থাকলো। মহান আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন সারাটা জীবন। আর দাওয়াতী কাজ করতে করতে চলে গেলেন আল্লাহর কাছে। আমরা আজ তাঁর জন্য দোয়া করি মহান আল্লাহ যেন তাঁর দ্বীনি খেদমতগুলো কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী করেন।

শরীফ আবদুল গোফরান
কবি ও সাংবাদিক।

www.bjilibrary.com

অভিভাবকতুল্য এক বিরল ব্যক্তিত্ব

জয়নুল আবেদীন

আল্লাহ্‌ তায়ালার ভালোবাসার মাপকাঠিতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি কোনো বড় মাপের মানুষকে দেখতে চাইতাম তাহলে আমাদের সামনে যে মানুষবির চেহারা ভেসে উঠতো, তিনি হলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্যার। ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে তিনি ছিলেন এক স্তম্ভবিশেষ। সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মূর্ত প্রতীক এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। গুরুগম্ভীর অভিভাবকসুলভ সৌম্য-সৌন্দর্যে অভিভূতকারী অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্যার আমাদের মধ্যে থেকে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে দ্বীনি দায়িত্ব পালন শেষে কুমিল্লা থেকে ঢাকা ফেরার পথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর এ মৃত্যু যে শাহাদতের তামান্নায় উদ্ভাসিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জীবন্ত প্রত্যেক মানুষেরই মন থাকে, থাকে মেজাজ। স্যার যেহেতু মানুষ তাই তাঁরও একটি মন ছিল– ছিল মেজাজও। কিন্তু স্মরণ করার মতো একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্যারের ছিল অসম্ভব বড় রকমের এক মন, যে মন ধরণীর মতোই সর্বংসহা উদার। একজন সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষের যেমন হওয়া দরকার বলে লোকেরা আশা করে ঠিক তেমনই। তাঁর মেজাজের মধ্যে কেউ কোনো দিন উগ্রতা লক্ষ্য করেনি, কেবল দ্বীনি-স্বার্থের বিষয়েই তিনি ছিলেন অনমনীয়-আপসহীন।

রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়, নৈতিকতা বিনির্মাণের জন্য রাজনৈতিক কর্মকতৎপরতা প্রতি পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নীতি-নৈতিকতা বিচ্যুত রাজনৈতিক তৎপরতার দ্বারা মানুষের কল্যাণ অসম্ভব-এ বিষয়ে মরহুম ইউসুফ আলী স্যারকে বরাবরই সচেতন দেখা গেছে। কারণ তাঁর রাজনীতি কেবল প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে রাজনীতি ছিল না, তা ছিল আদর্শের জন্য

www.bjilibrary.com

রজনীতি, আদর্শের জন্য লড়াই। আমরা তাই তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য রাজপথের লড়াকু এক অকুতোভয় সৈনিক। সেকুল্যার রাজনীতির কর্মীদের মধ্যে অনৈতিকতা ন্যায়-নীতি বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবেচিত হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ময়দানে কাজ করার সময় প্রতিপক্ষের কর্মীদের অবাঞ্চিত-কটাক্ষ উক্তিকে তিনি কখনও আমল দিতেন না– বরং এ সব বিষয়ে কখনো জিজ্ঞাসিত হলে বলতেন, "ওসবের দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজেদের কাজের মাধ্যমেই ওদের সংশোধনের চেষ্টা করা দরকার। প্রতিপক্ষের বাগারম্বরের কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। আর নেতার আদর্শেই কর্মীরা গড়ে ওঠে বিধায় ওদের নেতারা যে মানের কর্মীরাও সেই মানেই গড়ে উঠছে, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের কর্মীদের সময় নষ্ট করার সময় কই? আর সমস্ত নেতা-কর্মীরা যে একই বরাবর তাও নয়, ওদের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও মানবীয় বিবেচনায় কিছু কিছু ভালো দিক যে নেই তাও ধরে নেয়া ঠিক নয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু নেতার মধ্যে অবশ্যই কিছু কিছু মানবিক গুণ প্রতিভাসিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, কিন্তু যেহেতু পার্থিব লাভালাভের মধ্যেই তাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ–তাই এর চেয়ে বেশি কিছু তাদের কাছ থেকে আশা করাও ঠিক নয়।" আখেরাতের ভয় যদি কোনো মানুষের মধ্যে না থাকে– তো সে যতোই না কেন মানবতাবাদী হয় তা কোনো জাতির পক্ষে কখনো স্থায়ী কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই আদর্শের কারণেই তাদের মানবিক আচার-আচরণেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা স্বাভাবিক। অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কর্মীদের আচরণের মোকাবেলায় নিজেদের উচ্চতর নৈতিকগুণসম্পন্ন করে গড়ে তোলার প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করতেন এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা করে সময় নষ্ট না করার জন্য সব সময় পরামর্শ দিতেন।

হিংসাবিদ্বেষ কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পেরেছে এমনটি কখনো হয়নি। হিংসা-জিঘাংসামুক্ত কোনো মানুষকে তালাস করে দেখতে চাইলে আমাদের সময়ে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীর দিকে ফিরে তাকাতে পারি।

অহংকার উষ্মা প্রকাশের পরিবর্তে সত্য প্রকাশের ভদ্রতাকে শ্রেয় জ্ঞান করা অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মননের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা বহুবার লক্ষ করেছি উষ্মাকে তিনি বিনয়ের বিদগ্ধ পদ্ধতিতে প্রকাশ করতেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি খুবই পারঙ্গম ছিলেন।

জাতি ও দেশ হিতৈষণায় তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতিত। নিজ জাতির কল্যাণ-সাধনের লক্ষে,কোনো কষ্টকেই তিনি কষ্ট মনে করেননি। জাতি-হিতৈষণায় তাঁর ত্যাগী মনোভাবের পরিচয় আমরা তাঁর প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যেই প্রকটিত দেখি। দলীয় দায়িত্ব পালনে শারীরিক অসুস্থতাকে কখনো অজুহাত হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন এমন কথা তাঁর সারা জীবনের কোনো সহকর্মীই বলতে পারবেন না। প্রশংসা করা ছাড়া নিন্দা করার মতো কোনো গুণই তাঁর মধ্যে ছিল না। তবু তিনি মানুষ ছিলেন বিধায় মানবীয় চ্যুতি-বিচ্যুতি ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেই সদা-সতর্ক জীবন-যাপনকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। সম্ভবত এ জন্যই সংগঠন তাঁর ওপর বহুবিধ দায়িত্ব অপর্ণ করে নিশ্চিত থাকতো। কখনো। এ সব বিচারে আমরা অকপটে বলতে পারি যে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন একজন সঠিক কাজের লোক। কর্মই ছিল তাঁর সারাজীবনের অঙ্গীকার। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, আর তারই প্রমাণ নিহিত তাঁর মৃত্যু-মুহূর্তের মধ্যেও। তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে করতেই শেষ

www.bjilibrary.com

নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি তাঁর জাতি, তাঁর দেশ ও তাঁর দেশের মানুষের জাগতিক পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের প্রতি কতটা দরদী ও একনিষ্ঠ ছিলেন। সম্পূর্ণ-দরদ ঢেলে দিয়েই তিনি তাঁর দেশ ও দেশবাসীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলে আত্মনিবেদিত পরিশ্রমে লিপ্ত ছিলেন।

এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সমাজ পরিবর্তনের ধারায় যেসব কর্মকাণ্ড বা অবদান সৃষ্টি করে রেখে গেছেন তাঁর দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরতে পারি।

বাংলাদেশের সর্বজন প্রশংসিত মাদরাসা তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এর সাথে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া বড়গাঁও মাদরাসাসহ বহু ইয়াতিমখানা তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়েছে। নিজ উপজেলায় বেশ ক'টি মসজিদ নির্মাণে তাঁর অবদান সর্বজন বিধিত। এসব কাজ তাঁর কর্মজীবনের শেষে আজ তাঁর প্রতি সদকায়ী জাড়িয়ার পরিণাম পেশ করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া ব্যক্তিগত আর্থিক লাভালাভের কথা কখনো তাঁর মাথায় কাজ করেনি। তিনি সারা উপজেলার দ্বীনি পরিবেশ স্থাপনের জন্য একই সাথে পরিবেশগত উন্নয়ন ও মানবিক উন্নয়নে সব সময়ই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতেন। তাঁর পরিশ্রমী জীবন ধারায় নিরবচ্ছিন্নতার আরো একটি প্রমাণ হলো, তিনি এত ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন বিষয়ের বহু পুস্তক রচনা করেছেন যার মধ্য দিয়ে তিনি এদেশের মানুষ তথা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মাঝে চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী কেবল যে মুসলমান মাত্রের প্রতিই মমতা পোষণ করতেন তা নয়। তিনি অন্যান্য জাতির প্রতিও মমতাশীল ছিলেন। নরসিংদী কলেজে যখন তিনি অধ্যাপনা করছিলেন তখন অনেক হিন্দু ছাত্র অর্থনীতি বিভাগে পড়তেন। আমি যতদূর জানতে পেরেছি, সকলের প্রতি তাঁর সুষম আচরণের কারণেই অনেক হিন্দু ছাত্র তাঁর ভক্তে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি সাংগঠনিকভাবে ঢাকা জেলার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছিলেন তখনও আমরা লক্ষ করেছি, তিনি হিন্দু ভাইদের মধ্যেও দাওয়াতি কাজ সম্প্রসারণে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতেন। আজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু বা খ্রিস্টান (উল্লেখ্য যে, কালিগঞ্জ থানা হিন্দু খ্রিস্টান অধ্যুষিত একটি এলাকা) ভাইকে তাঁর প্রসঙ্গে কোনোরূপ বিরোপ মন্তব্য করতে শোনা যায়নি বরং নির্বাচনের সময় সকল প্রার্থীর মধ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে একথা বলতে শোনা যেত যে, 'যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাঁর সাথে কারো তুলনা করা চলে না কিন্তু...।' মৃত্যুর সংবাদে অনেক হিন্দুকেই দুঃখ প্রকাশ ও আফসোস করতে দেখা গেছে। সত্যিকারের ইসলামী জীবন ধারায় গড়ে ওঠা এবং ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ অকুতোভয় সৈনিক হওয়ার কারণেই তিনি এক অনন্য ও বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। আজ সে ব্যক্তিত্বের তিরোধানে মর্মাহত বেদনাশ্রুতে স্নাত তাঁর প্রতিটি সহকর্মী, অনুগামী ও তাঁর এলাকার প্রতিটি মানুষ। তাঁর এ শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে ঋণী, যে ঋণ শোধ হবার নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে আজ অভিভাবকহীন। আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। যতবার আমি তাঁর কথা ভাবি ততবারই আমি নির্বাক হয়ে যাই। দেশবাসী হারিয়েছে তাঁদের জন্য অনুকরণযোগ্য এক নেতাকে, আমি হারিয়েছি আমার এক একান্ত অভিভাবককে। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন। শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করুন– আমীন।

***জয়নুল আবেদীন,** কালিগঞ্জ থেকে*

www.bjilibrary.com

মরহুমের কর্মময় জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

মোঃ আবদুল মতিন আকন্দ

আমার পরিষ্কার মনে আছে ১৯৮৩ সালে আমি জামায়াতের রুকন প্রার্থী ছিলাম এবং ১৩ একই বছর অক্টোবর ঢাকা রুকন সম্মেলনে গিয়ে প্রথম শপথ নিয়েছিলাম উনার উপস্থিতিতে। ওই বছর তিনি নেত্রকোণাসহ আরও কয়েকটি জেলার জন্য কেন্দ্রীয় খাদেম ছিলেন। প্রায় প্রতি মাসেই সাংগঠনিক সফরে নেত্রকোণা আসতেন। তখন আমি দুর্গাপুর থানার নাযেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

উনি নেত্রকোণা এলে আমি আগ্রহ করে উনার অভ্যর্থনা এবং প্রয়োজনীয় আপ্যায়ন ও দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছি। আমি লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি উনার ব্যাগ বেগেজ অন্য কাউকে সহজে বহন করতে দিতে চাইতেন না। নামায শান্ত ধীর স্থিরভাবে আদায় করতেন। লক্ষণীয় দিকটি হলো উনার কথা এবং কাজের মধ্যে অপূর্ব মিল ছিল। সকল কাজের জন্য সময় বণ্টন এমন পরিকল্পিত ছিল কাজ করার সময় একটা কাজ অন্য কাজের সাথে সংঘর্ষ হতো না। সকল কাজগুলি একটা চেইনের মধ্যে চলতো, অতি তাড়াহুড়া নেই, কোনো ভুলও নেই, যখন যে জায়গায় যে কথা বলা দরকার সে কথা সঠিক সময় বলতে পারতেন। যখন যে কাজ করতে হবে তা করতে পারতেন, উনার কাজগুলি একটা ইঞ্জিনের চাকার মত নিখুঁতভাবে হতো। আশ্চর্য মনে হতো একটা মানুষ কিভাবে অনেক কাজ এক সাথে করতেন, কোনো ভুল নেই, গ্যাপ নেই, নির্ভুল নিশানা। ভাষায় বুঝাতে পারব না। আমি দেখিছি একটা প্রসংগ বলছেন এই মুহূর্তে অন্য একটা কাজে লোক পাঠাতে হবে, প্রসংগ চলছে, লোকও প্রেরণ করেছেন। বিরল দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয় আমি উনার সংশ্রবে যতটুকু ছিলাম তাতে দেখিছি উনার আমল আখলাক ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মজবুত ও আপসহীন।

আমার মনে আছে আমার রুকনিয়াতের প্রশ্নোত্তর কয়েক বার জমা দেয়া হয়েছিল উনি শুধু বলতেন, ভুল আছে, আর কিছু বলতেন না। এভাবে যখন কিছু নির্ভুল উত্তর হয়েছে তখনও সামান্য ভুল যেমন 'র' এর ফোটাটা না দিলে 'ব' হবে। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব বলেছেন, যে ব্যক্তির ভুল তাকেই সংশোধন করতে হবে, অন্যথা মিথ্যা হবে। কোনোভাবেই মিথ্যা অথবা গোনাহের পর্যায় হলে কিছুতেই মেনে নিতেন না। আর উনার সারাটা জীবন জামায়াতের জন্য উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উনার দ্বীনের পথে কুরবানী, কথা, কাজ চলাফেরা আচার-আচরণ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর সাথে উদাহরণ চলে। আমাকে দারুণ আদর করতেন। আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না। এমন একটি সুন্দর মানুষ পৃথিবী থেকে ঝড়ে গেল, অপূরণীয় ক্ষতি হলো, মেনে নেয়ার মত নয়। আল্লাহ উনার কুরবানী ও শাহাদাত কবুল করুন এ দোয়াই করি।

মোঃ আবদুল মতিন আকন্দ, নেত্রকোণা থেকে

www.bjilibrary.com

মর্দে মুমিন

গোলাম শরীফুদ্দিন সিদ্দিকী

একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান ও নিখুঁত আদর্শ হিসেবে ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। ইসলাম স্রষ্টার মহাদান, মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ নেয়ামত আসমান থেকে কেবল থিসিস রূপে আসেনি। এসেছে এক জীবন্ত আদর্শ হিসেবে। ইসলাম হলো সর্বোত্তম ও সংর্বোৎকৃষ্ট আইডিওলজি। আর মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন সে আইডিওলজির মডেল। শুধু তাই নয়, তিনি এ আইডিওলজির পরিপূর্ণ রূপকার। মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অন্ধ ভক্তি বা আজন্ম লালিত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে একথা বলছিনা। ঐতিহাসিক চুল-চেরা বিচার-বিশ্লেষণ ও সমাজ-তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঞ্জাত অনুসিদ্ধান্তই আমাদের এ দাবির ভিত্তি। বস্তুত আদর্শ যতই সুন্দর ও প্রতিশ্রুতিশীল হোক না কেন, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা, সংগ্রাম-সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

সব আদর্শের বেলায়ই উপরোক্ত কথা সত্য। আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য চাই মানুষের সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। একটি বৈপ্লবিক আদর্শ হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের নিকট দাবি করে জান-মালের সর্বোচ্চ কুরবানীর, দাবি করে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের, আহ্বান জানায় দ্বীন কায়েমের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম সাধনার। ইসলামী জীবন-বিধানের প্রতি বিশ্বাসীদের বলা হয় মুমিন। এর অনুসরণকারীদের বলে মুসলিম। আর দ্বীন কায়েমের জন্য যারা আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে– তাদেরকে বলে মুজাহিদ বা মর্দে মুমিন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন এমনি এক মুজাহিদ ও মর্দে মুমিন।

ছাত্রজীবনেই মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ক্ষুরধার প্রতিভা ও মেধার অধিকারী ছিলেন। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স ও মাস্টার্স-এ তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর

www.bjilibrary.com

রেখেছেন। একাডেমিক শিক্ষা ও জ্ঞান-সাধনার সাথে সাথে তিনি ছাত্র-রাজনীতিতে বিরাট অবদান রেখেছেন। কর্মজীবনের সূচনাতে কলেজে অধ্যাপনা করেছেন এবং বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। জামায়াতের জেলা-আমীর, জয়েন্ট সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী-জেনারেলের পদ অলংকৃত করেছেন সাফল্যের সাথে। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার পায়নি বাংলাদেশে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে। আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলনের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোয় যারা ইসলামী আন্দোলনের হাল ধরেছিলেন, অধ্যাপক ইউসুফ ছিলেন তাঁদেরই একজন।

ইসলামী আন্দোলনের একজন নিরাপোষ সংগ্রামী নেতা, রাজনীতিবিদ ও সংগঠক হিসেবে ভূমিকার পাশাপাশি অধ্যাপক ইউসুফ একজন শিক্ষাবিদ ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসেবেও অবিরাম দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ঢাকার তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা দেশের শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ মাদরাসা কায়েমে ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। তিনি তিলকে তাল করেছেন। প্রতিকূল ও বৈরী পরিবেশে তিনি এ মাদরাসাটিকে গড়েছেন, বড় করে তুলেছেন। ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটানো থেকে শুরু করে এর নিজের পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে মাদরাসার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। যাত্রার শুরু থেকেই তিনি তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের সেক্রেটারী ও গভর্নিং বডির স্থায়ী সদস্য ছিলেন। সমাজের উন্নয়ন ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে তিনি মূল্যবান অবদান রেখেছেন। অনেক মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও মুতাওয়াল্লী ছিলেন। অনেক মাদরাসা, মক্তব, স্কুল-কলেজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। এলাকার জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের কোনো অভাব ছিল না।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী কলম সৈনিক ছিলেন। তাঁর কলমে বড় ধার ছিল। ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার, অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম, মুমিন জীবনে বৈশিষ্ট্য, মুমিনের পারিবারিক জীবন– প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি সুলেখক। তাঁর লেখাগুলো মননশীল ও উন্নত এবং বেশ সুখপাঠ্য।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন পরহেজগার ও আবেদ। তিনি ছিলেন একজন উত্তম নামাযী। তাঁর মেজাজ ও ভাষা ছিল চমৎকার। লোকদের সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিল মার্জিত, ভদ্রজনোচিত ও মোলায়েম। তাঁর কথা-বার্তা ছিল ইনসাফপূর্ণ। তাঁকে কখনো কারো প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কখনো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেননি। তিনি কারো প্রতি জুলুম বা অন্যায় করেছেন– এমন কথা বোধ করি তাঁর শত্রুও বলতে পারবে না। তাঁর আলোচনা ও বক্তৃতা ছিল উন্নত। ইংরেজি শিক্ষিত হয়েও আল কুরআনের উম্‌দা দারস্‌ দিতেন। দূর ও নিকট থেকে তাঁকে যতদূর দেখেছি– তাঁকে নিরহংকার, সরলমনা ও আত্মপ্রচারবিমুখ হিসেবে দেখতে পেয়েছি। একজন জননেতা ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে আড়ম্বরতা, বড়লোকী চালচলন ও অহংকার কখনো তাঁকে পেয়ে বসেনি।

অধ্যাপক ইউসুফের সাথে আমার সর্বপ্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে, একাশির এপ্রিল কিংবা মে-তে। তিনি তখন সংগঠনের জয়েন্ট সেক্রেটারী, আর

www.bjilibrary.com

আমি সবেমাত্র রুকন প্রার্থী। ফরমে একটি প্রশ্নের জওয়াবে আমি যা লিখেছিলাম– তা পড়ে তিনি আমাকে বাহবা দেন, অগ্রসর হওয়ার জন্য দেন বিপুল উৎসাহ। তাঁর সাথে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় রুকন- হওয়ার চার/পাঁচ বছর পর মীরহাজিরবাগস্থ তাঁর বাসগৃহে পঁচাশি অথবা ছিয়াশির জানুয়ারিতে। সমাজকল্যাণ সমিতির চাকরি ছেড়ে দিয়ে তখন আমি বেকার। তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসায় কোষাধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম। অধ্যক্ষ সাঈদ আহমদ জানালেন যে, অধ্যাপক ইউসুফ আমায় সাক্ষাতের জন্য ডেকেছেন। সকাল ৯টার দিকে তাঁর সামনে হাজির হলাম। তিনি বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে আমাকে ফিরনী খেতে দিলেন। নিজে অন্য কি যেন খেলেন ডায়বেটিসের কারণে। তারপর আমাকে বললেন, আপনি যদি চান, এখানে চাকরি না করে টাঙ্গাইলে চলে যান। আপনার যাতে সুবিধে হয় সে চেষ্টা আমি করবো। ওটা আমার খেদমতের এলাকা। ওখানকার রুকনরা আমাকে আপনার কথা বলেছেন।' অবশ্য ভিন্ন এক কারণে তাঁর এ আহ্বানে আমি সাড়া দিতে পারিনি।

অধ্যাপক ইউসুফ আমাকে পছন্দ করতেন। দেখা হলে সালাম দিতাম। হেসে সালামের জওয়াব দিতেন, কেমন আছি, জিজ্ঞেস করতেন। মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন। বিয়ে করেছিলাম তিরাশিতে। ছিয়াশিতে তা'মীরুল মিল্লাতে চাকরি পেলাম। স্ত্রীকে নিয়ে নতুন সংসার, ছোট্ট সংসার। আয়-রোজগার যা হয় সব খরচ করে ফেলি। মাসিক বেতনে মাস পাড়ি দেয়া দুষ্কর। অধ্যাপক ইউসুফ তখন চাষীকল্যাণ সমিতির নেতা। শহরের বাড়িতেই নিজের হাতে সবজির চাষ করেন। লাউ, শিম, পুঁইশাকের মাচায় নিজেই কাজ করতেন। আমাদের জন্য মাঝে মাঝে শাক-সব্‌জি উপহার পাঠাতেন। আমার স্ত্রী প্রোগ্রাম উপলক্ষে একটু বেড়াতে কখনো কখনো তাঁর বাসায় যেতেন। বেগম ইউসুফ বেশ আদর-যত্ন করতেন। ফিরে আসার সময় ওর হাতে শাক-সবজি, এটা-ওটা গুজে দিতেন। তখন আমি ছিলাম অনেকটা উদাসীন ও সংসারবিমুখ। বাইরে কাটিয়ে দিতাম সময়। সংসারে এক বাজার করে দেয়া ছাড়া আর সময় দেয়ার যেন ফুরসৎ-ই মিলতো না। ফলে নানা অসুবিধা হতো। একবার অধ্যাপক ইউসুফ আমাকে ডেকে নিয়ে বেশ দুকথা শুনিয়ে দেন। বলেছিলেন, আরে সাহেব, বাচ্চা কোলে নেয়াও তো একটা কাজ। আমরা কাজ করি না? স্ত্রীর কাজে একটু সাহায্য করা, এতো রাসূলেরই সুন্নত। ইত্যাদি... ইত্যাদি...। মগবাজার জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে অধ্যাপক ইউসুফকে রোজই যেতে হতো। তাঁকে নেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অফিসের গাড়ি আসতো। গাড়িতে অফিসে যেতে আমাকে পথে পেলে থামতেন। জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেন, কোথায় যাবেন? আমার গন্তব্য মগবাজার বা পুরানা পল্টনের দিকে হলে গাড়িতে তুলে আমাকে সহযাত্রী করে নিতেন। এমনটি মাঝে মাঝেই হতো। এভাবে রিকশায় যেতেও সুযোগ পেলে আমাকে তুলে নিতেন।

একদিনের ঘটনা। বাসা তখন আমার কর্মস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মেরাজনগরে। শিক্ষক হিসেবে সপ্তাহে ছ'দিন মাদরাসায় যাই ক্লাস নিতে। হেঁটে মেরাজনগর থেকে রায়েরবাগ আসি। ওখান থেকে বাসে বা টেম্পোতে যাত্রাবাড়ী, সেখান থেকে পায়দল মাদরাসায়। কি কারণে যেন সেদিন বাসা হতে রওয়ানা করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। যাত্রাবাড়ী এসে দেখি, ক্লাসে হাজির হওয়ার সময় অত্যাসন্ন। কি করি? রিকশায়

www.bjilibrary.com

যাওয়ার পয়সা নেই। ক্লাসে যেতে বিলম্ব হলে যে রেকর্ড খারাপ হবে। তাড়াতাড়ি মানুষটি জোর কদম চলেছি। হঠাৎ সম্মুখ থেকে রিকশায় বসে কে যেন ডাক দিলেও এই, আসেন? মানুষটি অধ্যাপক ইউসুফ। তাড়াতাড়ি গিয়ে রিকশায় উঠলাম। যাক, কর্তৃপক্ষের রোষানল থেকে বাঁচা গেল। আরেকদিন অধ্যাপক ইউসুফের সাথে রিকশায় বসে মাদরাসায় যাচ্ছি। তিনি বামে, আমি ডানে। অভ্যাসবশত কিংবা রিকশায় ক্লান্তিজনিত কারণে অধ্যাপক সাহেব রিকশায় বসে ঘুমুচ্ছিলেন আর অচেতন হয়ে বার বার পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিলেন। একবার প্রায় পড়েই গিয়েছিলেন আর কি! তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম। আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রসিকতা করে বললেন, ইস্। যদি বেল্ট থাকতো, আরাম করে ঘুমানো যেত। শুনে আমি তো হেসে খুন।

একবার ভীষণ অর্থ কষ্টে পড়ি। বাধ্য হয়ে একটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকার জন্য আবেদনপত্র লিখলাম। একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সুপারিশ দরকার। লজ্জা এবং ভয়ের সাথে গেলাম অধ্যাপক ইউসুফের কাছে সুপারিশের জন্য। শীতের পড়ন্ত বিকেলে তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিষ্টি রোদটুকু উপভোগ করছিলেন। আমার আসার কারণ জেনে আমার হাত থেকে আবেদনপত্রটা নিয়ে ঘরে গেলেন, আমি পিছে পিছে। সুপারিশ লিখলেন, সুপারিশের নিচে সই করলেন ও সীল মারলেন। তারপর সেটি আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, আপনার টাকার এত অসুবিধা, টিউশনি করতে পারেন না? নব্বই সনের আগস্টে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে ধানমন্ডির ইবনে সিনা ক্লিনিকে ভর্তি হই। ডাক্তারী পরীক্ষায় আমার পিত্তথলিতে পাথর ধরা পড়ে। পিত্তের পাথর অপসারণের জন্য সার্জারী করতে হবে, অনেক টাকার দরকার। ভীষণ চিন্তা করছি। আমার বেগম শিয়রে বসা। এমন সময় অধ্যাপক ইউসুফ এলেন। কুশল বিনিময়ের পর তিনি কিছু টাকা বের করলেন আমাকে দেয়ার জন্য, আমার চিকিৎসায় কাজে লাগবে বলে। লজ্জাবশত বিনয়ের সাথে বললাম, স্যার, আপনারা টাকা না দিয়ে আমার জন্য দোয়া করুন। এ মুহূর্তে আপনাদের দোয়া আমার বড় প্রয়োজন। অধ্যাপক সাহেব আমার অবস্থা জানতেন। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললেন, আরে, আপনার টাকার দরকার তো। আমি দিচ্ছি না। এটা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। বলে টাকাটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর সাথে আমার আর একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলছি। তিনি প্রতি বছরই মাহে রমযানের শেষ নয়-দশ দিন ইতিকাফ করতেন। বাড়ির পাশে কাজী বাড়ি জামে মসজিদে আল্লাহ্‌র দরবারে ধর্ণা দিতেন। ইতিকাফের সময় মু'তাকাফ বড় মজবুর হয়ে পড়ে। তাই আমি তাঁর ইতিকাফের সময় নিজে উপাচক হয়ে কিছু কাজ করে দিতাম। সেবার ইতিকাফের সময় তাঁর ব্যবহার্য মশারিটা একটু অপরিষ্কার দেখতে পেলাম। তারাবীর পর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম যে, মশাররিটা আমি বাসায় নিয়ে নিজেই ধুয়ে দেব। তিনি নিমরাজির ভাব দেখালেন। পরদিন ফজর নামায পড়ে ধোয়ার জন্য তাঁর মশারি চাইতে গিয়ে দেখি, তিনি তাঁর মেঝো ছেলেকে ডেকে এনে তাঁর কাছে মশারি ধোয়ার জন্য দিচ্ছেন। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, এখানে আপনার খেদমতের দরকার নেই। অন্য কোনো দরকার হলে আপনাকে বলবো।

অধ্যাপক ইউসুফ একজন স্বামী হিসেবে, সন্তান-সন্ততির জনক হিসেবে ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। দাম্পত্য জীবনে তাঁর মতো স্বামী পাওয়া ছিল যে কোনো মহিলার জন্য এক

www.bjilibrary.com

সৌভাগ্যের ব্যাপার। ছেলেদের কাউকে বাজারে না পাঠিয়ে প্রায় তিনি নিজেই বাজার করতেন। কেউ কিছু শুধালে বলতেন, কোন্ মাছের সাথে কোন্ তরকারি খাটবে, এটা বুঝে ছেলেরা বাজার করতে পারে না। তিন-চার বছর পূর্বে হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। মক্কায় হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সেরে মদীনা গিয়েছিলেন রাসূল (সাঃ) এর কবর জিয়ারতে, মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করতে। সাথে তাঁর মহল্লার আরো হাজী ছিলেন, একই হজ্জ কাফেলার লোক। কি কারণে যেন সবাইকে বাংলাদেশ ফ্লাইটে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে। একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন, অধ্যাপক সাহেব নির্বিকার। তাঁকে যাওয়ার কথা বললে উপেক্ষার স্বরে বললেন, আরে যাবনি! এত তাড়াতাড়ির কি আছে? আর কি আসা হবে?

তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসার উন্নতি, ছাত্রদের ভালো রেজাল্ট, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এসব বিষয়ে অধ্যাপক ইউসুফ অহর্নিশ মাথা ঘামাতেন। টিচার্স কাউন্সিলের জেনারেল মিটিংয়ে মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন। একবার মিটিংয়ে শিক্ষকদের মানোন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা হলো। শিক্ষকদের অনেকের নৈতিক ও আদর্শিক মানের অবস্থা দেখে তিনি আফসোস করে বললেন, এত কাঠ-খড় পুড়িয়েও মানোন্নয়ন হলো না। যেই কপাল সেই মাথা।'

পূর্বেই বলেছি, গর্ব-অহংকার বা আত্মপ্রচারের প্রবণতা তাঁর মধ্যে কখনো দেখিনি। জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রকাশনাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে অনেকে তা জানতেও পারেনি। একবারের ঘটনা। সেবার দেশে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছিল। অধ্যাপক ইউসুফ জামায়াতের ক্যান্ডিডেট তাঁর নিজের এলাকা কালিগঞ্জ থেকে। এক নির্বাচনী সভায় ঘোষক তাঁর নামের সঙ্গে কিছু বিশেষণ জুড়ে দিল। তাঁর আর সহ্য হলো না। দাঁড়িয়ে মাইকে প্রতিবাদ করে বললেন, ভাইয়েরা, আমি ওসব কিছু নই। আমি আপনাদের মত একজন সাধারণ মানুষ। যদি আপনারা আমাকে ভোট দেন, আল্লাহর দ্বীনের জন্যই দিবেন। সাধারণত সরল প্রকৃতির লোক কোনো জটিল কাজের দায়িত্ব পালন করতে পারে না বলেই আমাদের জানা। অধ্যাপক ইউসুফ এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি সরল ছিলেন, কিন্তু বহু কঠিন ও জটিল সমস্যার সার্থক মোকাবেলা করেছেন। একবার কোনো এক জায়গায় লোকদের মধ্যে ভীষণ কোন্দলের সৃষ্টি হয়। লোকেরা দু-গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, এক গ্রুপের লোকেরা মীমাংসা যাতে না হয় সেজন্য পণ করে বসে যে, কোনো সর্দার-মাতব্বর বা নেতাকে সালিসের জন্য এলাকায় ঢুকতে দেবে না। শুনে অধ্যাপক ইউসুফ চললেন আল্লাহর নামে ফয়সালা করে দেবার জন্য। এলাকার ধারে কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে। তিনি ছোট-খাট একটি বক্তৃতা দিয়ে শান্তভাবে বললেন, প্রিয় ভাইসব, ঝগড়া হয়েছে আপনাদের নিজেদের মধ্যে। আমি এর মধ্যে কোনোভাবেই জড়িত নই। আমি আপনাদের মেহ্মান, আমাকে বাঁধা দেয়া কি ঠিক হচ্ছে? ব্যস, এতটুকুতেই লোকদের মন গেল গলে। তিনি স্বচ্ছন্দে এলাকার অভ্যন্তরে গিয়ে সবাইকে লোক মারফত ডেকে এনে সালিসে বসলেন এবং খুব দক্ষতার সাথে সকল গোলমাল মিটিয়ে ফেললেন। এভাবে সরলতা-দক্ষতায় অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ। মর্দে মুমিন ।

www.bjilibrary.com

স্বজনদের স্মৃতি

www.bjilibrary.com

সহধর্মিনীর চোখে অধ্যাপক ইউসুফ আলী

মিসেস শরীফুন নেসা ইউসুফ

বর্তমানে আমার বয়স ৫৬ বছর। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাংসারিক জীবন আমরা অতিবাহিত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে আমি তাঁকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হিসেবেই দেখেছি। এ রকম একজন মানুষের সম্বন্ধে আমি আর কি লিখব! লেখার মতো কোনো ভাষা আমার জানা নেই। কারণ তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গেলে হাজার পৃষ্ঠা ভরে ফেললেও সে লেখা শেষ হবে না। তারপরও আমি দু'চারটা কথা লেখার চেষ্টা করবো আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং আমার মতো হাজারো নারীর উদ্দেশে। আমার এই লেখা পড়ে একজনও যদি ইসলামের জন্য সামান্য অনুপ্রেরণা লাভ করে তাহলে এই লেখা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার স্বামী অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। আমাদের সাংসারিক আয় ছিল খুব সামান্য। উপার্জনক্ষম ছিল মাত্র একজন ব্যক্তি- আমার স্বামী। এই অল্প ক'টা টাকা দিয়েই আমার সন্তানদের মানুষ করা, ঢাকায় বসবাস করা এবং যাবতীয় সাংসারিক খরচ চালানো হতো। বেশি অর্থের কথা বললে বা অসচ্ছলতার কথা বললেই তিনি নবী-রাসূলদের কষ্টকর জীবন-যাপনের কাহিনী শোনাতেন, হতদরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের কথা বলে আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায় করতেন এবং এ নিয়েই সুখে থাকার কথা বলতেন।

যখন আমাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভলো হয় তখন সাংসারিক আয় থেকে কিছু কিছু জমিয়ে আমি পরিবারের জন্য শোকেস, স্টিলের আলমারি, ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র করতাম। আর আমার মরহুম সাহেব আমাকে বলতেন, তোমার চাহিদার কোনো শেষ নেই। এই টাকাটা এখানে খরচ না করলেও পারতে। হাজারো মানুষের এসব জিনিস নেই, তারা কি চলছে না? যা কিছু আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।

www.bjilibrary.com

তিনি নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে কখনোই খেয়াল করতেন না। সমস্ত খেয়াল রাখতে হতো আমার। ওনার জন্য কোনো নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করলেই তিনি সরাসরি সে ব্যাপারে কিছু না বললেও একটু উষ্মা প্রকাশ করতেন এভাবে- আগের জামাটা পরতে তো আরামই লাগতো, আরেকটা এখন না বানালেও চলতো। এ ধরনের অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন তিনি। উদাহরণ পেশ করতে গেলে এ রকম আরো অসংখ্য উদাহরণ বলা যাবে। তাঁর ভিতর কোনো উচ্চাভিলাষী চিন্তা-চেতনা দেখিনি কখনো। একদম সহজ-সরল সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন তিনি। অনেকেই হয়তো মনে করতো তিনি সব সময় একই জামা ব্যবহার করেন। আমার মরহুম স্বামীর বক্তব্য ছিল- আল্লাহর কাছে নিজের জীবনের হিসাব তো নিজেকেই দিতে হবে। সুতরাং জীবনে হিসাব-নিকাশ যত কম হবে ততই ভালো। আখেরাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে কিংবা খরচ বেশি হলে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে কষ্ট বেশি হবে। সুতরাং ব্যয় কম, হিসাব কম।

মায়ের হক

আমার স্বামী মায়ের অধিকার সম্পর্কে ছিলেন সর্বদা সজাগ। আমার শাশুড়ি সব সময় গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি চেষ্টা করতেন প্রতি মাসে একবার মা'র সাথে দেখা করতে। যদি দেখা করা সম্ভবপর না হতো তবে অন্য কারো মাধ্যমে মা'র খোঁজ-খবর নিতেন। মা'র জন্য তাঁর মন সর্বদা ব্যাকুল থাকত। কিছুদিন আগে তিনি মায়ের চোখের অপারেশন করার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং চোখের অপারেশন করান। হাসপাতাল থেকে ফেরত আসার পর যখন তিনি মিরহাজীরবাগের বাসায় থাকতে শুরু করেন তখন আমার স্বামী মায়ের অসুবিধা দূর করার জন্য মাত্র একদিনের মাথায় তাঁর ঘর লাগোয়া বাথরুমের সংস্কার করেন। মায়ের জন্য যত তাড়াহুড়া করে তিনি বাথরুম ঠিক করান, এত পেরেশানী নিয়ে তিনি আর কখনো কোনো কাজ করাননি। এ ঘটনাটি তাঁর মৃত্যুর ঠিক কিছুদিন আগের ঘটনা।

আর একবারের ঘটনা। একদিন রাত ১১টার পর গ্রাম থেকে খবর এলো আমার শাশুড়ির অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর শোনার সাথে সাথে তিনি কেন্দ্রীয় অফিস থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেন এবং শরীর খারাপ থাকার কারণে আমার দুই ছেলেকে দ্রুত তৈরি হতে বলেন এবং কিছু টাকা দিয়ে বলেন, শরীর যদি বেশি খারাপ হয় তাহলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিবে আর মোটামুটি খারাপ হলে ঢাকায় নিয়ে আসবে। সাথে সাথে আমার দুই ছেলে রওয়ানা হয়ে যায়। ওরা যখন গ্রামের বাড়িতে পৌছায় তখন রাত দেড়টা। জানতে পারে যে, ওদের দাদীর ডায়রিয়া হয়েছিল, কিন্তু তখন স্বাভাবিক। আমাদের ছেলেরা তাদের দাদীকে ঢাকায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তাদের দাদী আসলেন না। ছেলেরা অনেকক্ষণ থেকে রাতেই ঢাকা চলে আসে। এসে সমস্ত খবর আমাদের বলে। সব শুনে আমার সাহেব একটু স্বাভাবিক হন এবং ছেলেরা তাদের দাদীকে নিয়ে আসতে পারেনি বলে একটু মনোক্ষুণ্ন হন।

প্রতি বছর আমার স্বামী যাকাতের টাকা সংগ্রহ করতেন গ্রামে বিতরণের জন্য। কিন্তু তিনি কখনো মাকে না জানিয়ে একটি টাকাও কাউকে দিতেন না। মা যাকে যাকে দিতে বলতেন তাদেরকেই দিতেন। একজন দায়িত্বশীল নেতা হওয়ার পরও তিনি কখনো মায়ের অমতে কোনো কাজ করেননি।

www.bjilibrary.com

আমার স্বামী মারা যান ২৬ ফেব্রুয়ারি। আমার সাথে সর্বশেষ কথাটি ছিল- মা'র ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। মাকসুদকে দিয়ে মা'র ওষুধটা এনে দিও, আমার যাতে দ্বিতীয়বার বলতে না হয়। একজন মানুষ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মা'র খেদমত, মা'র হকের ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। আমাদের কারো ব্যাপারে কিছু বললেন না। শেষ উপদেশ, আদেশ, সুবিধা-অসুবিধার কথাগুলো ছিল মাকে নিয়ে। যার কারণে আজ আমার স্বামী নেই। আছেন আমার শাশুড়ি আর আছে সর্বদা শাশুড়ির চোখে সন্তান হারানোর অশ্রু। যে অশ্রুগুলোর অর্থ হচ্ছে হায় আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানের কবরের আযাব মাফ করে দাও। কবরকে ফুলের গালিচা বানিয়ে দাও এবং আমার সন্তানকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করো। যখন আমার শাশুড়ির কাছে যাই তখন ছোট বাচ্চার মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমার ছেলে কোথায়? আমার ছেলেকে সাথে নিয়ে আসলে না? আমার ছেলে সকালে আমাকে বলে গেল মা আমি সফরে গেলাম দোয়া করবেন। সফর কি এখনো শেষ হয়নি? এ ধরনের হাজারো প্রশ্ন! যার উত্তর আমার জানা নেই।

সন্তানদের অধিকার

সন্তানদের অধিকারের ক্ষেত্রে আমি শুধু এটুকুই বলবো যে, আমার সন্তানদের সু-শিক্ষা দানে উনি ছিলেন সচেষ্ট এবং কোনো ব্যাপারেই উনি সিদ্ধান্ত না দিয়ে সেটার ভালো-মন্দের পার্থক্য করে দিতেন। এটাই আমার সন্তানদের জন্য সিদ্ধান্তের বেশি বলে মনে হতো।

পাড়া-পড়শির হক

পাড়া-পড়শির হকের ব্যাপারে আমার স্বামী ছিলেন সর্বদা সজাগ এবং সচেতন। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে খুশি হন ঠিক সেভাবেই তাদের হক আদায় করার চেষ্টা করতেন সর্বদা। প্রতি কোরবানীর ঈদে কুরবানীর বড় অংশ গরীব প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং নিজে বসে থেকে বন্টন করতেন। নিজের হাতে লাগানো গাছ থেকে শাক-সবজি এলাকার মানুষদের বিতরণ করে উনি তৃপ্ত হতেন।

গ্রাম থেকে কাঁঠাল, লিচু আনলে আত্মীয়-স্বজন, মাদরাসা এবং জামায়াত অফিসে প্রতি বছর বিলিয়ে উনি সন্তুষ্ট হতেন। একবার একটি কাঁঠাল খেতে খুব মিষ্টি হলো। উনিও অল্প কিছু কাঁঠাল খেলেন এবং কাঁঠালের স্বাদ খুব ভালো হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। কাঁঠালের দুই-চতুর্থাংশ কেটে উনি আলাদা করতে বললেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব খেয়ে খুব মজা পাবেন, তাই অফিসে যাবার সময় সাথে নিয়ে যাবেন এবং গাছের কাঁঠাল খাওয়াবেন। এ ধরনের ছোট-খাটো হাজারো ঘটনা আছে। যা বলে শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর হক আদায়ে যেমন সচেতন থাকতেন। তেমনি থাকতেন ভীত। কোনো ভুলক্রুটি যাতে না হয় ঠিক তেমনি বান্দার হকের ব্যাপারেও ছিলেন সচেতন। তিনি কখনো ধনী-গরীবের মধ্যে পার্থক্য করতেন না।

স্ত্রীর হক

অর্থাৎ আমার অধিকার। এ ব্যাপারে আসলে বলবার মতো ভাষা আমার জানা নেই। শুধু এতটুকুই বলতে পারি একজন স্ত্রী তার স্বামী থেকে যতটুকু আশা করে আমি তার থেকে হাজার হাজারগুণ বেশি পেয়েছি। আল্লাহ আমার স্বামীর আত্মাকে আজাব থেকে নাজাত দান করুন, কবরকে জান্নাতের অংশ করে দিন। জীবনের জাহেরী-বাতেনী সমস্ত গুনাহ মাফ

www.bjilibrary.com

করে দিন এই দোয়াই করি সর্বদা। আর দোয়া করি, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, আমার মৃত্যুর পর যাতে আল্লাহ তাঁর সাথে আমাকেও স্থান করেন এবং আমার সন্তান-সন্ততিকেও। (আমিন)

সকলের তরে কিছু আহ্বান

আমাদের প্রফেসর সাহেবের ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা, যোগ্যতাও ছিল অপরিসীম। তিনি চাইলে তাঁর জীবদ্দশায় কয়েক শত কোটি টাকার মালিক হতে পারতেন, হতে পারতেন বিত্তবান, কিন্তু তিনি কখনো দুনিয়ার আনন্দ, সুখ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-দৌলতের দিকে তাকাননি। তিনি সর্বদা চেয়েছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের মুক্তি। যার কারণে শত প্রলোভনের মধ্যেও নিজেকে সর্বদা এক আল্লাহর রাহে নিবেদিত করেছিলেন। নিজেকে আল্লাহর দায়ী হিসেবে ভেবেছেন সর্বদা। তিনি কখনো থমকে দাঁড়াননি। আল্লাহর ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন সর্বদা। সকাল-বিকাল, সন্ধ্যা কিংবা রাতের পার্থক্য করেননি এ আন্দোলন করতে গিয়ে। তিনি জীবনে কি পেলেন কিংবা কি পেলেন না এটা ভেবে দেখেননি কখনো। সর্বদা দেখেছেন আল্লাহর হক কতটুকু আদায় হলো। আল্লাহ যে কারণে আমাকে, আমাদের প্রেরণ করেছেন তার যথাযথ কাজ করতে পেরেছেন কিনা! সর্বদা তাঁর মনকে তাড়া দিত খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার জন্য। তিনি ইসলামের কোনো কাজকে ছোট করে দেখতেন না বরং ইসলামকে সবার উর্ধ্বে রেখে তা যথাযথভাবে করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন।

কোনো কাজকে তিনি পরে করাকে সময়ের সাথে বেঈমানী মনে করতেন। তাই অসুস্থ থাকলেও সে কাজ সমাপ্ত করার জন্য ব্যাকুল থাকতেন হরহামেশা। কে কি বলবে তার তোয়াক্কা করতেন না কখনো। ভালো যেটা সেটাই করতেন সবসময়। ভালো কাজ করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি থাকলেও তিনি সে কাজ করতে পিছপা হতেন না।

তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় গুণ যা ছিল তা হলো তিনি কারও নামে গীবত করতেন না। গীবত করাকে তিনি খুব ভয় পেতেন।

আরেকটি গুণ ছিল শত্রু-বন্ধু, ধনী-গরীব-জানা-অজানায়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তিনি কারও চুল পরিমাণ ক্ষতি করেননি। উনি ছিলেন আত্মত্যাগের এক এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিজের হাজারো ক্ষতি হোক অসুবিধা নেই কিন্তু নিজের কারণে কারও যাতে এক চুল পরিমাণও ক্ষতি না হয় এই ছিল তাঁর চিন্তা। তাই তাঁর স্ত্রী হিসেবে আপনাদের কাছে আমার আবেদন যে, প্রফেসর সাহেব পরকালের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের তরে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ঠিক তেমন হতে হবে আপনাদের সকলকে। দ্বীনের কাজ করতে করতে মুসাফির অবস্থায় আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছেন, ঠিক আপনারাও সর্বাবস্থায় মনে করুন আমি একজন মুসাফির। ক্ষণিকের তবে আমাদের জীবন। ক্ষণিকের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় কাজের মাধ্যমে ভরিয়ে তুলুন কানায় কানায়। এবং সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখুন আপনার মৃত্যু নিশ্চিত। এখনই হতে পারে আপনার মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জীবনের সমস্ত হিসাব দিতে হবে আপনাকেই। আপনার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেই করতে হবে শেষ বিচারের দিনে। প্রতি মুহূর্তে আপনি একটি ভালো কাজ করুন, এই একটি ভালো কাজই হতে পারে শেষ দিনের শেষ সম্বল।

আল্লাহ আমাকে এবং আমার পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন।

www.bjilibrary.com

ভাইকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

আসাদ বিন হাফিজ

তখনো প্রাইমারি স্কুলের সীমানা পার হইনি। মায়ের কাছে শোনতাম, তাঁর বড় ছেলে এক রাজপুত্তুর। সে থাকে শহরে, অনেক দূরের বড় শহর ঢাকায়। ভার্সিটিতে লেখাপড়া করে। এলাকার লোকজন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শুনেছি, যে গোয়ালা গ্রাম থেকে দুধ সংগ্রহ করতো, বড় ভাই ছোট থাকতে সে গোয়ালা প্রতিদিন বাড়ির কাছে এসেই তাঁকে ডেকে নিত কাছে। আদর করে কাঁচা দুধ খাইয়ে যেতো তাঁকে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ছোটবেলা থেকেই এমনি আদর ও ভালোবাসা নিয়ে যে মানুষটি বেড়ে উঠছিলেন, তাঁর নাম ইউসুফ আলী। তাঁর ছোটজনের নাম ইদ্রিস আলী। এরা দু'জনই ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। ইউসুফ ভাই প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি ক্লাসেই ছিলেন প্রথম। সিক্স থেকে পেয়েছিলেন মেধাবৃত্তি। স্বভাব-চরিত্র আর মেধার বিরল গুণে যেখানেই যেতেন, মানুষের উপচেপড়া ভালোবাসা ঘিরে রাখতো তাঁদের।

গাঁয়ে প্রাইমারির অধিক লেখাপড়ার কোনো সুযোগ ছিল না, তাই অল্প বয়সেই তাদের গ্রাম ছাড়তে হয়। গ্রাম ও এলাকার লেখাপড়া শেষ করে শহরে চলে যান তাঁরা। সেই রাজপুত্তুর দু'জন ভার্সিটির ছুটিতে বাড়ি আসতেন। তখন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতো সারা গ্রামে। পার্শ্ববর্তী কাপাসিয়া থানার একডালা থেকেও বাড়িতে মেহমান আসতেন। তারা আমাদের কেমন আত্মীয় প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, ওখানে থেকেই নাকি আমার সেই দুই ভাই এক সময় লেখাপড়া করতেন। লজিং থাকার সুবাদে একডালার সাথে সেই যে আত্মীয়তা হয়েছে, সেই আত্মীয়তা আজো আমাদের অটুট আছে। তাঁদের চরিত্রের সৌরভ ও মোহ আজো

www.bjilibrary.com

একডালার মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কয়েক বছর আগে নির্বাচনী তৎপরতায় একবার সে গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার, আমি ইউসুফ-ইদ্রিসের ভাই এ কথা শোনার পর গ্রামের বয়স্ক নারী-পুরুষ যেভাবে আমাকে ঘিরে ধরেছিল, আমাকে একনজর দেখতে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে ছুটে এসেছিল, মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করেছিল, মনে হয়েছিল আমিই তাদের বিদেশ-ফেরত কোনো হারানো ছেলে। অবলীলায় তারা আমাকে হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে অন্দরে নিয়ে গিয়েছিল। কেউ ছুটে গিয়ে গাছ থেকে ডাব পেরে এনেছিল, কেউ পেয়ারা-শশা। আর, 'আজ বাবা আমাদের ঘরে খাবে'-র সেকি আবদার!

অমি কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছিলাম না, আমার সে দু'ভাইয়ের কাছে এমন কিছু যাদু ছিল, যার কারণে ৩০/৪০ বছর পর তাদেরই ভাই হওয়ার সুবাদে অচেনা এই মানুষগুলো আপন সন্তানের মত স্নেহের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে আমাকে। ইউসুফ ভাইয়ের সংস্পর্শে আসা মানুষগুলো কিভাবে এবং কতটুকু তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে যেতো এটি তারই একটি উদাহরণ মাত্র।

যা বলছিলাম, তখনো প্রাইমারি সীমানা পেরোইনি, ঢাকা থেকে ছুটিতে বাড়ি এলেন মায়ের বড় রাজপুত্তুর ইউসুফ। আমার জন্য নিয়ে এলেন ছোটদের ইবনে সউদ, ছোটদের বেগম রোকেয়া এবং এরকম আরো কয়েকটি চটি বই। ক্লাসের বইয়ের বাইরে সেই প্রথম আমি জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার সন্ধান পাই। আজকে আমার যে লেখক ও কবিসত্তা, সম্ভবত সেই বই-ই তার বীজ বুনেছিল।

ইউসুফ ও ইদ্রিস ভাইয়ের সাথে আমার বয়সের ব্যবধান অনেক। মায়ের দশ ছেলে-মেয়ের সবার বড় ইউসুফ ভাই, সবার ছোট আমি। এর মধ্যে চারজন বাদে অধিকাংশই ছোটবেলায় মারা যায়। বেঁচে ছিলেন ইউসুফ-ইদ্রিস এবং মাঝখানে বিস্তর গ্যাপ দিয়ে ইউনুস-আসাদ।

ইউনুস ভাইও মেধাবী ছিলেন। তিনি কোরআনে হাফিজ ছিলেন এবং আলিম পরীক্ষায় বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। শাহাদাতের পেয়ালা পান করে তিনি চলে যান আল্লাহর মোবারক দরবারে।

মায়ের কাছে শুনেছি, ইউসুফ এবং ইদ্রিস ভাই দু'জনই ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েটে মেধা তালিকায় এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, যা এর আগে আমাদের এলাকায় আর কেউ করেনি। ইউসুফ ভাই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ম্যাট্রিকে ১৩তম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং ইন্টারমিডিয়েটে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ইন্টারমিডিয়েটে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলে সাতদিন ধরে পুরো থানায় আনন্দ উৎসব হয়েছিল। থানায় নাকি তৎকালীন বৃহত্তর ঢাকা জেলা জুড়ে, মা অবশ্য তা নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। তিনি শুধু বলেন, সরকারী লোকজন এবং এলাকার শিক্ষক ছাত্ররা তাকে নিয়ে কোথায় যে উধাও হয়েছিল, সাতদিন মা আর ভাইয়ের কোনো সন্ধানই পাননি। অথচ তিনি যখন এ রেজাল্ট করেন তখন তিনি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) নির্বাচিত এজিএস এবং ভারপ্রাপ্ত জিএসের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্ব প্রদান আর মেধার এ অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত খুব কমই মেলে।

অর্থনীতি খুব কঠিন সাবজেক্ট। এ সাবজেক্টে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করার পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে স্টেট ব্যাংকের লোভনীয় চাকরি অফার করেছিল, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের পথে সময় দেয়ার ক্ষেত্রে এ চাকরি অন্তরায় হবে বিবেচনা করে তিনি সে চাকরিতে যোগদান করেননি।

লেখাপড়া শেষ করে তিনি মৌলভীবাজার কলেজে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ দেওয়ান

www.bjilibrary.com

মোহাম্মদ আজরফ তখন নরসিংদী কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি ভাইকে নরসিংদী কলেজে যোগদান করার আহ্বান জানালে ভাইয়া মৌলভীবাজার কলেজ ছেড়ে নরসিংদী কলেজে যোগদান করেন নিজ এলাকায় ইসলামী আন্দোলনকে জোরদার করার স্বপ্ন নিয়ে। কারণ, নরসিংদী তখন নিজের জেলারই একটি অংশ।

ততদিনে আমি প্রাইমারির পাঠ শেষ করেছি। ভাইয়া এবার আমাকে এনে তুললেন তাঁর নরসিংদীর বাসায়। ব্রাহ্মণদী স্কুলের সামান্য উত্তরে একতলা ছিমছাম বাসা। ওই কলেজেরই আরেক প্রফেসর হুমায়ুন কবীর আর তিনি মিলে বিশাল বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন মাত্র আশি টাকায়। ছবির মতন সুন্দর একটি শহর। প্রতিটি বাড়ির সামনে বাগান, খোলা জায়গা। আমাকে ভর্তি করে দিলেন ব্রাহ্মণদী কলেজিয়েট হাইস্কুলে। গ্রাম ছেড়ে শুরু হলো আমার শহুরে জীবন। একসাথে থাকি আমি আর ভাইয়ার শ্যালক ইউসুফ (বর্তমানে ডাক্তার)। এখানেই পরিচয় হলো ইসলামী আন্দোলনের সাথে। লুলুর রহমান নামে ভাইয়ার এক ছাত্র তখন কলেজ শাখা ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি (শাহাদাত বরণ করেছেন), আবুল হোসাইন সেক্রেটারী (বর্তমানে রেডিও পাকিস্তানে চাকরি করছেন), মতিউর রহমান শিকদার এদের হাতে ভাইয়া আমাকে তুলে দিলেন। ভাইয়া তখন বৃহত্তর ঢাকা জেলা জামায়াতের আমীর। ভাইয়ার কাছে নিয়মিত আসেন জেলা জামায়াতের ও সংঘের নেতৃবৃন্দ। আসেন প্রফেসর খলিলুর রহমান (শহীদ), প্রফেসর হাফিজুল্লাহ, প্রফেসর লোকমান (আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি)। তাদের স্নেহ আর তদারকিতে শুরু হয় আমর নতুন জীবন। ভাইয়ার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে অঢেল বই, ক্লাসের পড়ার ফাঁকে সে সব বই পড়ার মধ্য দিয়ে শুরু হলো আমার মানসিক বিকাশের ধারা। এটা ১৯৬৯ সালের কথা।

তার পরের পাঁচটি বছর আমার কেটেছে ভাইয়ার একান্ত সান্নিধ্যে। সত্তরের নির্বাচনে তিনি ঢাকা-২ (কালিগঞ্জ-কাপাসিয়া) থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগের জাঁদরেল নেতা তাজউদ্দিনের সাথে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, আওয়ামী লীগের সেই গণজোয়ারের মধ্যেও ভাই কোনো কোনো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল ভাইয়ার মমত্বঘেরা ব্যক্তিত্ব ও যে কোনো অবস্থায় ইসলামের স্বপক্ষে থাকতে হবে, জনগণকে এটা তিনি বুঝাতে পেরেছিলেন বলে।

তখনকার সময়টি ছিল বড় দুর্যোগের। আওয়ামী লীগ কোথাও আমাদের জনসভা করতে দিত না। প্রচারণায় বেরোলে মাইক কেড়ে নিত। আমার স্পষ্ট মনে আছে, কালীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল মাঠে যে নির্বাচনী জনসভা হয়েছিল, তাতে প্রধান অতিথি ছিলেন জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ছাত্র নেতা মতিউর রহমান নিজামী। তারা ট্রেনে করে আড়িখোলা স্টেশনে নামার সাথে সাথে শুরু হয় আওয়ামী তাণ্ডব। কিন্তু ইসলামী জনতা শাহাদাতের তামান্না নিয়ে তার মোকাবেলা করে এবং শেষ পর্যন্ত ঠিকই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে কাপাসিয়া বাজার মাঠের জনসভায়ও আওয়ামী লীগ গণ্ডগোল করে কিন্তু জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তৃতা শুরু করলে জনতার চাপে ওরা দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। এসব নির্বাচনী জনসভার সময় প্রতিদিনই তিনি যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন মনে হতো এই তাঁর শেষ যাওয়া, হয়তো সুস্থ শরীরে আর তাঁর বাড়ি ফেরা হবে না। দ্বীনের পথে একজন মুজাহিদ কতটা অনড়, অনমনীয় ও আপসহীন হতে পারে, তা যেমন তাঁর দিকে তাকালে টের পাওয়া যেতো। তেমনি হৃদয়ভরা ভালোবাসা থাকলে সেই নেতার প্রতি কর্মীদের ভালোবাসা কেমন নিখাদ হয় তাও আমরা দেখেছি সেই দুর্যোগের মিছিলে।

www.bjilibrary.com

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি। পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভা। নরসিংদী থেকে দু'দিন আগেই আমি ঢাকায় এসেছি হোটেল ইডেনে ছাত্রসংঘের সম্মেলনে। ভাইয়া কখন কিভাবে জনসভায় এসেছেন জানি না। হঠাৎ জনসভায় হামলা করলো আওয়ামী গুণ্ডারা। চারদিক দেয়াল পরিবেষ্টিত মাঠ পল্টন ময়দান। হামলা শুরু হলে গুণ্ডারা যাতে মাঠে ঢুকতে না পারে সে জন্য গেটগুলো বন্ধ করে দিল জনতা। আদমজী মিলের শ্রমিক লীগের কর্মীরা ট্রাক বোঝাই করে মাঠের বাইরে গুলিস্তানের দিকে এসে নামল। তারপর শুরু করলো বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ। আহত হয়ে মুসল্লীরা খালি হাতেই প্রতিরোধ গড়ে তুলল। হামলা শুরু হওয়ার আগেই আমরা মাঠে প্রবেশ করেছিলাম। আমরা যারা স্কুল পড়ুয়া ছোট ছেলে, হামলা হলে একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের স্টেজের পেছনে পল্টন মসজিদে ঢুকিয়ে দিল। মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা তাকিয়ে ছিলাম বাইরে। এ সময়ই দেখতে পেলাম ভাইয়া মাঠ থেকে পাথর কুড়িয়ে হঠাৎ এক দৌড়ে ওয়ালের কাছে চলে গেছেন। তারপর সুযোগ মত সাবধানে সেসব পাথর তিনি ফেরত পাঠাতে লাগলেন হামলাকারীদের দিকে। ভাইয়ার হাতের নিশানা যে যথেষ্ট নজরসই, তখনই আমরা টের পেলাম। আমাদের অন্তরেও নতুন উদ্দীপনা ও জোশ এসে গেল। স্বেচ্ছাসেবকদের খবরদারি কমলে আমরা নেমে গেলাম পাথর কুড়াতে। আমরা ভাইয়া এবং ভাইয়ার মত যারা পাথর ফেরত পাঠাচ্ছিল তাদের হাতে তুলে দিতে থাকলাম পাথর। কিন্তু একটু পরই আরেকদল স্বেচ্ছাসেবক এসে সেখান থেকে আমাদের সরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন এসে ডিআইটির দিকের দেয়াল টপকিয়ে আমাদের বাইরে বের করে দিল। সেদিন ওই প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যেও ভাইকে দেখেছিলাম একেবারে প্রশান্ত, স্থির এবং ঠাণ্ডা মাথায় দুশমনের হামলার মোকাবেলা করতে।

একাত্তর। রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরেও তিনি যে অসাধারণ মানবদরদী ছিলেন এ সময় এলাকার মানুষ তা টের পেয়েছে মর্মে মর্মে। আমাদের গ্রামে প্রচুর হিন্দু ফ্যামিলি আছে, কিন্তু তারা সবাই গ্রামে খেটে খাওয়া মানুষ। এসব মানুষদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি, আর্মি যেতে দেননি আমাদের গ্রামে। গ্রামেই এই দরিদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ও তার প্রতিদান দিয়েছে, নির্বাচনের সময় আমি দেখেছি, গ্রামের সেই দ্ররিদ্র হিন্দু পরিবারের অনেক সদস্য রুজি-রোজগারের কাজ ফেলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তার নির্বাচনী মিছিল করে বেরিয়েছে।

বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর। দেশজুড়ে এক অরাজক পরিস্থিতি। সরকার বেআইনীভাবে ভাইয়ার জন্মগত নাগরিকত্ব বাতিল করেছে। তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য ঘুরছে পুলিশ। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নেই কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ।

এ সময়কার প্রতিটি দিন ছিল বড় কষ্টের, দুঃসহ যাতনার। বছরের পর বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোদিন তিনি সূর্যের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। ঘরের বাইরে তালা ঝুলছে। গভীর রাতে সেই তালা খুলে পরবর্তী সারাদিনের খাবার রেখে আসা হচ্ছে সেই ঘরে। দিনভর প্রাকৃতিক কাজ তাঁকে ঘরেই সারতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে রুম বদল হচ্ছে। কিন্তু নেতা তাঁর কর্তব্যে অনড়, দায়িত্বে সদা সজাগ। নষ্ট করার মত সময় তাঁর হাতে নেই। ছোট ছোট চিরকুট লিখে বিশ্বস্ত লোক মারফত পাঠাচ্ছেন এখানে ওখানে। খোঁজ নিচ্ছেন নেতা ও কর্মীরা কে কোথায় আছে, কারা বেঁচে আছে। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করছেন। পড়ছেন বই ও কোরআন হাদীস। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে লিখছেন বই। এ সময়ই তিনি রচনা করেন ইসলামী অর্থনীতির ওপর এক বিশাল গবেষণাগ্রন্থ। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এ বইয়ের

www.bjilibrary.com

পাণ্ডুলিপিটি পরে তিনি বিক্রি করে দেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের (বিআইসি) কাছে। জানি না সে পাণ্ডুলিপিটি আজ কোথায় কি অবস্থায় আছে, তবে বইটি যে আজো বাজারের মুখ দেখেনি তা বলাই বাহুল্য। তাঁর আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের এ সময়টি যে একেবারে ঘটনাবিহীন ছিল তা নয়, অনেক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে এ সময়- যার বর্ণনা দেয়ার পরিসর এটি নয়। শুধু এটুকু বলা যায়, একদিনের জন্যও তিনি বসে থাকেননি। জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর কিভাবে এদেশে আবার ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সে চিন্তায় তিনি মশগুল ছিলেন এবং মাথার ওপর হুলিয়া নিয়েই নতুন করে সংগঠিত করেছিলেন ইসলামী আন্দোলনকে। আইডিএল প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে জামায়াতের পুনরুজ্জীবনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর বয়সের স্বল্পতার কল্যাণে এমন অনেক ঘটনারই নির্দোষ দর্শক ছিলাম আমি।

ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করতে হলে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর কোনো বিকল্প নেই- এ কথা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। আগেই বলেছি মানুষ তাঁকে প্রচণ্ডরকম ভালোবাসতো। সেই ভালোবাসার বিনিময় দিতে চাইতো নানারকম উপঢৌকন দিয়ে। কিন্তু বিত্ত-বৈভবের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি চাইতেন শিক্ষার বিস্তার। নিজের শ্বশুর বাড়িতে তিনি একটি মক্তব গড়ে তোললেন। তাদের বুঝালেন ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব। তারা তাঁকে উৎসাহিত করলো, মাদ্রাসার জন্য লিখে দিল জমি। সেই জমিতে তিনি একটি মাদরাসা গড়ে তোললেন, নাম দিলেন তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা। একইভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীর কাছে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরলে এলাকার লোকজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে জমি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে নিজ গ্রামে তাঁর সহায়তায় গড়ে তোলে আরেকটি দ্বীনি মাদ্রাসা। আজ সেই বড়গাঁও মাদ্রাসার বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, অনেক এতীম সেখানে পড়াশুনা করছে। এভাবে অনেক মাদরাসা মসজিদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে- যা তাঁর নাজাতের উসিলা হয়ে টিকে থাকবে যুগ যুগ।

তিনি খুব সাদাসিদা সরল জীবন যাপন করতেন। কখনো বিচলিত বা অস্থির হতেন না। তিনি কারও ওপর রাগ করেছেন বা কেউ তাঁর ওপর রাগ করেছে- এমন ঘটনা কখনো আমাদের নজরে পড়েনি। তবে যে চরম শত্রু তাঁরও তিনি মঙ্গল চাইতেন, পারলে উপকার করার চেষ্টা করতেন। তাঁর এ ধরনের আচরণ দেখলে আমার মাঝে মাঝে মনে পড়তো প্রিয় নবীজীর কথা- তাঁর চলার পথে কাঁটা দিচ্ছে যে বুড়ি, আপন হাতে নবীজী নেই বুড়িরই সেবাযত্ন করছেন। আমার মনে হতো, প্রত্যাশাবিহীন এই মানব সেবার নামই ইসলাম। আজ তাঁর চিরবিদায়ের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে পরম করুণাময়ের কাছে এই মিনতি জানাই- হে প্রভু, তোমার যে বান্দা তোমার সৃষ্টিকে ভালবেসেছিল, ভালবেসেছিল তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে, মানবতার চূড়ান্ত মুক্তির জন্যই এ দেশে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তোমার দ্বীন- সেই ভালোবাসাকে হাজারগুণ বর্ধিত করে তুমি ফিরিয়ে দিও তাঁকে, তাঁকে তুমি আশ্রয় দিও তোমার অসীম প্রেমের ডোরে।

আসাদ বিন হাফিজ
মরহুমের ছোট ভাই

www.bjilibrary.com

অসাধারণ স্নেহশীল একজন মানুষ

সাবেরা খাতুন

মানুষ মরণশীল। এক কথাটি অবধারিত সত্য। তবুও একথাটি মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তারপরও যদি হয় কোনো নিকটজনের মৃত্যু, তাহলে তো চিন্তাই করা যায় না। আল্লাহ আমাদের সেই কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন করলেন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না, আব্বা নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পেতাম, আব্বা কদু গাছ ও অন্যান্য গাছের পরিচর্যা করছেন। বালতিতে করে পানি নিয়ে গাছের গোড়ায় ঢালছেন। না হয় হাঁটাহাঁটি করছেন। গাছগুলো ঠিকঠাক মতো আছে কিনা দেখছেন। পাঞ্জাবী-লুঙ্গি টুপি পরা পবিত্র চেহারাটার কথা কী করে এত শিগগিরই ভুলে যাব!

আজ থেকে এগার বছর আগে যখন আমি শ্বশুর বাড়ি আসি, তখন সংসার কি জিনিস সেটা কিছুই বুঝতাম না। আমার শ্বশুর ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ হার্টের অসুখ নানা রকম রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু আমি উনাকে কখনও বিছানায় পড়ে থাকতে দেখিনি। উনি সকাল বেলা উঠে হাঁটতে যেতেন, একেবারে বাজার করে ঘরে আসতেন।

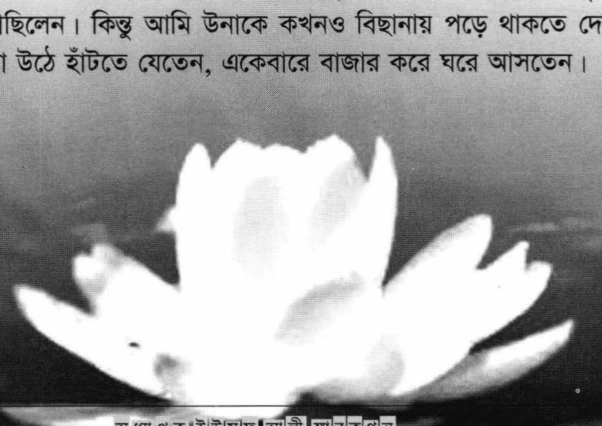

www.bjilibrary.com

তারপর অফিসের কাজে বের হয়ে যেতেন। ফিরতেন রাতের বেলা। আমি যৌথ পরিবারে ছিলাম ছয় বছর। এ সময় উনার কোনো খেদমত করতে পারিনি। আসলে উনি কারো মুখাপেক্ষী ছিলেন না। উনি কখনও আমাকে হুকুম দিয়ে কোনো কাজ করাননি। আমি চাইতাম আমার আব্বা যেমন আমাকে কথায় কথায় ডেকেছেন, আদেশ অনুরোধ করেছেন, তেমনি আমার শ্বশুরও করবেন। কিন্তু তিনি খুব কম কথা বলতেন খুব কম হাসতেন।

বিয়ের প্রথম প্রথম আমার ফজরের নামাজ কাযা হতো, আমার শ্বশুর সেটা খুব খেয়াল করতেন। তিনি প্রতিদিন সকালে উঠে সবার ঘরে প্রথমে নক করতেন। তারপর জোরে জোরে আঘাত করতেন। বাধ্য হয়ে উঠতে হতো। তখন খুব বিরক্ত লাগতো। কিন্তু এখন দেখি কেউতো আর আমার দরজায় করাঘাত করে না। প্রায়ই দেখতাম তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য অজু করছেন। রোজার সময় আমরা বাড়ি ভরা এত মানুষ কিন্তু প্রায়ই সেহরির সময় উঠতে পারতাম না। তিনি ঠিক সময়ে আমাদের সবাইকে ডেকে তুলতেন।

আমার শ্বশুর যে আমাকে কতটুকু স্নেহ করতেন তা আজ বুঝতে পারছি। আমার খুব রাগ। বাচ্চাদের সাথে খুব চিল্লাচিল্লি করি। উনি একদিন আমাকে বললেন, বউ তোমার গলা রাস্তা থেকে শোনা যায়। আসলে যখন বাচ্চাদের শাসন করি, তখন অটোমেটিক গলা বড় হয়ে যায়। তাই আমি আব্বাকে বলি, আপনার নাতিরা কথা শোনে না। তখন তিনি খুব সুন্দর করে আমাকে বোঝালেন। আমার বাচ্চাদেরকে তিনি অসম্ভব স্নেহ করতেন। যা আমি কোনোদিন দেখিনি। আমার বড় ছেলে দুটি উনাকে খুব বিরক্ত করতো, আব্বা দেখতাম শুধু মিটমিট করে হাসতেন। আর রাগে আমার গা জ্বলতো। আমার ছেলেদের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে আমার চেয়ে উনি বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আব্বা যে কত সাধারণ মানুষ ছিলেন, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। যখন যে উনার কাছে আসছে দেখা করার জন্য উনি এত অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে দেখা করার জন্য উনার নিজের ঘর থেকে খানিক দূরে হেঁটে ড্রয়িং রুমে যেতেন। সবার কথা শুনতেন।

আমার তিন ছেলে তামিরুল মিল্লাত মাদরাসায় পড়ে। ওরা প্রায় সময়ই ডায়রি, কলম, বই ইত্যাদি নিতে ভুলে যেতো। আমি আমার শাশুড়িকে বলতাম, ওরা তো ক্লাসে মার খাবে, বলেন তো কি করি। আব্বা তখুনি উঠে জামা গায়ে দিয়ে নাতিদের সেগুলো মাদরাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতেন। আমার বড় ছেলে ৫ বছর যাবত পড়ছে। এ পর্যন্ত মাদরাসার যখন বেতন, ফিস দেয়া লাগতো, তিনি নিজে গিয়ে সেগুলো দিয়ে আসতেন। এতদিন তিনি আমার মাথার উপর বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে ছিলেন।

আমি ছয় বছর যাবত আলাদা থাকি। আমাদের সংসারে কোনো আসবাবপত্র ছিল না। উনি নিজের ঘরের আসবাবপত্র আমার ঘরে দিয়ে দেন। এমনকি এ বাড়ি ও বাড়ি করতে আমার কষ্ট হতো দেখে উনার দুইটা ফ্রিজ থেকে একটা আমাকে দিয়ে দেন। দুইটা সোফা থেকে একটা আমাকে দিয়ে দেন। তারপর আমার বাপের বাড়ি উত্তরা থেকে প্রায়ই আমাকে আনা নেয়া করতেন। আমি উনার ঘরের উত্তর পাশে থাকি। পশ্চিম

www.bjilibrary.com

পাশে খোলা জায়গায় মাদরাসার মেসঘর। আমি আব্বাকে বললাম, আব্বা বারান্দায় গেলেই মাদরাসার ছেলেদের দেখা যায়। আপনি যদি একটু দেখতেন। তিনি সাথে সাথে প্রিন্সিপালকে বললেন। তারা পর্দার ব্যবস্থা করে দেয়। তাছাড়া আমার যখন কোনো সমস্যা হতো, আমি দৌড়ে উনার কাছে যেতাম। উনি যতটুকু পারতেন সমাধান করতেন। কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। এমনকি কখনও বলেননি, যে তুমি আলাদা থাকো বারবার কেন আমার কাছে সমস্যা হাজির করো।

আমার খুব পড়ার অভ্যাস। সেটা যাই হোক, পত্রিকা, বই বা অন্য কিছু। আব্বা সকালে পত্রিকা পড়তেন, আমি বিছানার এক কোণে বসে থাকতাম। আব্বার পড়া হলে পত্রিকাটি নেবো, উনি করতেন কি, আমাকে দেখেই পত্রিকার মাঝের পাতাটা আমাকে দিতেন। তখন এতকিছু বুঝতাম না, মনে হতো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকগুলোই এখন আর কেউ করার নেই।

মাস ছয়েক আগে আমার চোখে সমস্যা হলো। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মানুষ নেই। উনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন, ডাক্তারের ফিস দিলেন। আমার আব্বা যা করতেন তাই তিনি করলেন।

তিনি আমাদের তিন বউকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন মৃত্যুর কিছুদিন আগে। আমরা কে কতটুকু সাংগঠনিক দিক থেকে এগিয়ে আছি জানার জন্য। যা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল। তিনি আমাদের কতটুকু স্নেহ করতেন তা হয়তো কথা দিয়ে, আবেগ দিয়ে বুঝাননি। কিন্তু তাঁর নানা কার্যকলাপে আমি বুঝতে পারি।

আমার ছেলেদের পিটালে উনার ঘর থেকে শুনা যেত। উনি এসব সহ্য করতে পারতেন না। মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে উনার সাথে আমার খুব তর্কাতর্কি হয়। আমি ঈদের আগে বাপের বাড়ি চলে যাই। কিন্তু উনি কত বড় মাপের মানুষ যে, সবকিছু ভুলে ঈদের পরদিনই আমাকে নিয়ে আসেন।

আব্বার মতো বড় মাপের মহান মানুষকে আমরা কেউই মূল্যায়ন করতে পারিনি। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আমরা কেউ এতটুকু খেদমত করার সুযোগ পাইনি। ছোটখাটো কত ভুলক্রুটি করেছি, মাফ নেয়ার সুযোগ পাইনি।

যে ১১ বছর আমি তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি কোনো আপত্তিকর কিছু করতে দেখিনি। কোনো চাকচিক্য, পোশাক-আশাকে, খাবার দাবারের ব্যাপারেও খুব সাধারণ ছিলেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন, এটা তাঁর কোনো কথায় কোনো কাজে কখনও প্রকাশ পায়নি।

আল্লাহ এত ভালো মানুষকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছেন। আমাদের নিঃসঙ্গ করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আব্বাকে জান্নাতবাসী করেন। তাঁর যদি কোনো অন্যায় থেকে থাকে, আল্লাহ যেন মাফ করেন, আর আমাদের উপর রহমত করেন। আমরা যেন আব্বার আদর্শকে সমুন্নত রাখতে পারি। আমীন।

সাবেরা খাতুন
মরহুম ইউসুফ আলীর বড় পুত্রবধূ

www.bjilibrary.com

চিরদিনের স্মৃতি

মোঃ শফিউদ্দীন মাকসুদ

আমার আব্বা বর্তমানে নেই, তাই আব্বার কাজগুলোকে ভালবাসি। যদিও আব্বার কোনো কিছুই আমি পাইনি। এটা আমার ব্যর্থতা। আব্বার জীবনের সকল কাজই আমার কাছে ভালো লাগে। আরও ভালো লাগে যখন ভাবি আব্বা যে স্থানে ছিলেন তার যথার্থ গুরুত্ব দিতেন সর্বদা। যার বড় নজির সফরত অবস্থায় আব্বার পরলোকগমন।

আমার আব্বা একাধারে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। অহংকার কি জিনিস আব্বার একটু ছিল না। আব্বা ছিলেন একজন রাখাল। একজন চাষী। আব্বা খরচ বাঁচানোর জন্য নিজে বাসার পরিত্যক্ত জায়গায় লাউ শাক, পুঁইশাক, করলা, কুমড়া, সিম, ডাঁটা, টমেটো এ ধরনের বহু শাক-সবজি প্রতি বছর নিজে চাষ করতেন। আমি বহু ভেবেছি যে, আব্বা যে স্থানে আছেন এই স্থানের বহু নেতার দ্বারা চাষ করা কি সম্ভব?

কোনো বড় সমস্যায় আব্বাকে কোনো দিন আমরা বিচলিত হতে দেখিনি। আমরা বড় কোনো সমস্যার কথা আব্বাকে জানালে তিনি সহজ সমাধান কিংবা ধৈর্য ধারণের তাকিদ দিতেন সর্বদা।

আব্বা ইন্তেকাল করেন ২৬ ফেব্রুয়ারি আমি। ২১ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জ সফরে আব্বার সাথে সফরে যাই। যাবার আগে আব্বাকে বললাম, আপনার শারীরিক অবস্থা ভালো না আপনি সাংগঠনিক সফর বাদ দেন, তাতে আপনার শরীর ভালো থাকবে। আব্বা সাথে সাথে বললেন, সফর করলে আমি সুস্থ বোধ করি। আমি বললাম, গতবার কুমিল্লা সফর থেকে ফেরার পথে আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আব্বা বললেন, মানিকগঞ্জ কাছে তো, সফরে অসুবিধা হবে না। একথা শুনে আর কিছু বলার সাহস পেলাম না। তাঁর বান্দাকে সফররত অবস্থায় অপর পারের জন্য কবুল করবেন এই ছিল আল্লাহর ফয়সালা।

www.bjilibrary.com

প্রতি মাসে আব্বা পারিবারিক বৈঠকে আমাদের দারস দিতেন পরিবার সংক্রান্ত, যা সর্বদা আখেরাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আমাদের সুন্দর ভালো এবং কল্যাণময় আখেরাতের তাকিদ দিতেন যাতে কিয়ামতের দিন আমাদের সকলের হিসাব সহজ ও সুন্দর হয়।

মিরহাজিরবাগ আব্বা ছিলেন ৩০/৪০ বছর। এই দীর্ঘ সময় থাকাকালীন আব্বা ছিলেন এলাকার বড় সমস্যার সমাধানকারী এবং দল-মত নির্বিশেষে ভালো মানুষ।

২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরের পরে খাবার শেষ করে আব্বা কিছুক্ষণ স্টাডি করেন। আমি দুপুর ৩টার দিকে দেখি চেয়ারে মাথা রেখে মোড়ার ওপর পা দিয়ে কি যেন চিন্তা করছেন। আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছি আব্বা যেন চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন। এরপর রাতে ১০টার দিকে আব্বা বললেন, যা আমার বইগুলি প্যাকেট করে রাখ। আগামীকাল কুমিল্লা সফরে যাব। আমি সাথে সাথে প্যাকেট করে দিয়ে চলে গেলাম।

২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে নামায শেষ করে হালকা নাস্তা সারলাম আমি আর আব্বা। সকাল ৭/৮টার দিকে আব্বা নাস্তা সারলেন টমেটোর তরকারি দিয়ে। আব্বার নাস্তা শেষ হলে বাকিগুলো দিয়ে আমি নাস্তা সারলাম। আব্বা সফরে যাবার জন্য খুব দ্রুত তৈরি হতে লাগলেন এবং তাড়াহুড়ো করেই জামা-কাপড় পরে সফরের জন্য তৈরি হলেন। আমি খাটে বসে আব্বার দিকে তাকিয়ে আছি অপলক দৃষ্টিতে। আব্বার জামা-কাপড় পরা যখন শেষ আমি আব্বাকে বললাম, আব্বা আমি কি আপনার সাথে যাব? আব্বা বললেন, দরকার নেই। জেলা রোকনদের নিয়ে বৈঠক আমি যাব আর আসব। আব্বা সফরে গেলেন ঠিকই কিন্তু আর আসলেন না। এক সফরে অপর পারের যাত্রী হয়ে গেলেন। আব্বা ঘর থেকে বের হলেন আমি আব্বার জিনিসপত্র গাড়িতে রেখে আসলাম। আব্বা গাড়িতে গিয়ে আবার ঘরে আসলেন। ঘরে এসে আম্মাকে বললেন, আমার দাদীর ঔষধ শেষ হয়ে গেছে। অবশ্যই ঔষধগুলো মাকসুদকে দিয়ে আনিও। আমার যেন আর বলতে না হয়। এই বলে বিদায় নিলেন বাসা থেকে। নিজের মার জন্য এত টান, এটা ভেবে দেখার মত নজির। আমি আব্বার সাথে সাথে গাড়ি পর্যন্ত গেলাম। আব্বা গাড়িতে বসে গাড়ির দরজা টান দিলেন কিন্তু গাড়ির দরজাটা না লাগায় আমি খুললাম এবং দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে গাড়ির ড্রাইভার জুলহাস ভাইকে বললাম, আব্বার শারীরিক অবস্থা ভালো না, সাবধানে গাড়ি চালাবেন এবং যখন যা বলেন ভালো মতে বুঝে করার চেষ্টা করবেন। জুলহাস ভাই আমাকে আশ্বস্ত করলেন, আপনে কোনো চিন্তা কইরেন না, আমি আছি। আল্লাহ ভরসা কিছু হইবো না। আসলেই কিছু হয়নি। আল্লাহ তাঁর এক বান্দার আত্মাকে সবার অগোচরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেছেন এবং শিক্ষা দিয়ে গেছেন পৃথিবীর সবাই আমরা মুসাফির এবং ক্ষণিকের। এই মুহূর্তেই আমার আপনার মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যু হলো পৃথিবীর বড় সত্য।

মোঃ শফিউদ্দীন মাকসুদ
মরহুমের চতুর্থ ছেলে

www.bjilibrary.com

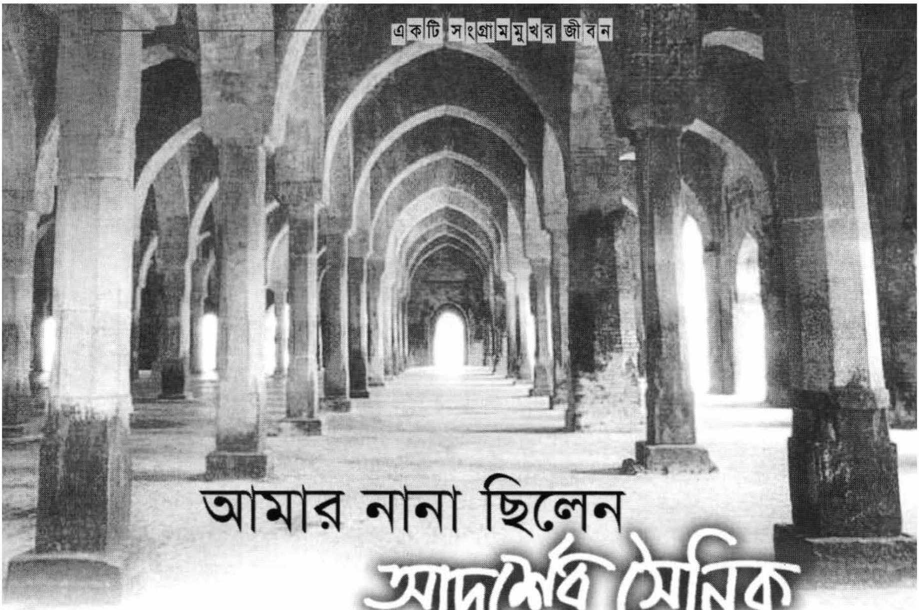

আমার নানা ছিলেন আদর্শের সৈনিক

আবদুল্লাহ আল যুবায়ের

অধ্যাপক ইউসুফ আলী এখন শুধুই স্মৃতি। ক'দিন আগেও তিনি সবার সাথে সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করেছেন। একসাথে খেয়েছেন। একসাথে নামাজ পড়েছেন। কিন্তু আজ সবাইকে ফাঁকি দিয়ে মসজিদের পাশে জান্নাতের কবরে শুয়ে আছেন। তিনি আমার নানা। মেয়ের ঘরের ও ছেলের ঘরের সবার বড় নাতি আমি। তিনি আমার নানা। আমি বলব তিনি নানা ছাড়াও আমার কাছে আরো অনেক কিছু ছিলেন। তিনি একদিকে ছিলেন আদর্শ স্বামী। তিনি ছিলেন আদর্শ নেতা, তিনি ছিলেন আদর্শ পিতা, তিনি ছিলেন আদর্শ সন্তান, তিনি ছিলেন আদর্শ সমাজসেবক। তিনি ছিলেন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন সর্বদিক হতে আদর্শ একজন মানুষ। তিনি ছিলেন নিরহংকার। সাধারণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। তিনি আদর্শ প্রচার করতে গিয়েই মারা যান। আল্লাহ তাকে শহীদি মর্যাদা দান করুন।

তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে, ৪ মেয়ে, নাতী-নাতনীসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তাঁর সুন্দর কথায় সবাই মুগ্ধ হতো। তাঁর সুন্দর আচরণে প্রভাবিত হতো সবাই। তাঁর অনেক হিন্দু, খ্রীস্টান, শুভাকাঙ্ক্ষী, ছাত্র তাঁকে শেষ পর্যন্ত একবার দেখার জন্য হাজির হন। তিনি যে কী ধরনের মানুষ ছিলেন তাঁর জানাযা ও হাজার লোকের আহাজারীই তা প্রমাণ করে দেয়। তাঁর কাছে যখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা প্রত্যয়নপত্র স্বাক্ষর নিতে আসতো তখন তিনি তাদের সাথে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করে তাদের সাংগঠনিক অবস্থান জেনে স্বাক্ষর দিতেন। তাঁর রুম ছিলো বাড়ির পশ্চিম দিকে একেবারে প্রথমে, ড্রয়িং রুম ছিল একেবারে পূর্ব দিকে রাস্তার পাশে। সেখানে তিনি বারবার উঠে আসতেন স্বাক্ষর, কথাবার্তা বলার জন্য। বারবার অনেকেই তাঁর কাছে স্বাক্ষর নিতে আসতো। কিন্তু তিনি কখনও অনাগ্রহ

www.bjilibrary.com

প্রকাশ করতেন না। একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে এসে পড়তেন ড্রয়িং রুমে। আমরা বলতাম, এই মাত্র না স্বাক্ষর দিয়ে আসলেন, চেয়ারেও বসতে পারলেন না, আবার যাচ্ছেন? তখন তিনি বলতেন, আমি যদি স্বাক্ষর না দেই তবে ওরা কার কাছে যাবে?

তিনি অফিসের গাড়ি নিয়েই সামনে বসে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতেন। যদি কখনও তাঁর সাথে মাদরাসার প্রিন্সিপাল বা অন্য কেউ যেতেন তখন তিনি তাদের সামনে দিয়ে পেছনে আসতেন। তিনি কখনও মোবাইল ব্যবহার করতে চাইতেন না। জামায়াত অফিস হতে কিছুদিন আগে একটা মোবাইল দেয়া হয়েছিল কিন্তু তাও তাঁর ভাগ্যে বেশিদিন টিকলো না। তিনি তাঁর বয়োঃবৃদ্ধ মা-মামা- স্ত্রী সন্তান, সন্ততি, নাতী-নাতনী সবাইকে রেখে যান। তাঁর মা বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাঁর আগে তাঁর সন্তান চলে যাবে। নানার যখন জন্ম তখন আমার বড়মা মানে মরহুমের মা স্বপ্নে দেখেছিলেন তাঁর কোলে একটি তারা খসে পড়েছে। আবার তারাটি চলে গেছে। এর অর্থ যে এরকম হবে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। বড়মা ভালোভাবে দেখতে পান না। কিন্তু কোরআন শরীফ পড়তে পারেন স্পষ্টভাবে। তিনি প্রতি রমজানে কোরআন শরীফ খতম দেন।

আমার নানা প্রতিবছর রমজানে ইতিকাফে বসতেন। অনেক সময় আমি তাকে খাবার দিয়ে আসতাম। জানি না আগামী রমজানে আমি কাকে খাবার দেব। তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান, দয়ালু মানুষ ছিলেন। তিনি অনেক মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। বিবির বাগিচায় পাঁচতলা মসজিদটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি এককাঠা জমি দান করেন। তিনি তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, গ্রামের বাড়ি মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার ট্রাস্টের পরিচালক ছিলেন।

তাঁর হঠাৎ করে মৃত্যুতে সবাই শোকাভিভূত। তাঁর লাশ আসার আগেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রীসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এসে হাজির হন। লাশ আনার পর কৃষিমন্ত্রীর স্ত্রী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শামসুন্নাহার নিজামী ও আরো অনেকে হাজির হন।

রাত তিনটা পর্যন্ত বাড়ির সামনে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়। ভোর ৫.১৫ মিনিটে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব আসেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর জানাযায় হাজার লোকে উপস্থিতিতে আমাদের কিছুটা সান্ত্বনা দেন। আল্লাহ রহমান রাহীম। তিনি হাজার লোকের চোখের পানির বদৌলতে তাঁকে জান্নাত দান করুন।

নানাকে নিয়ে আরো কিছু কথা

প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। একথা চিরন্তন সত্য। কিন্তু আমার নানার মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি হবে এটা প্রথম আমার কাছে সত্য, বাস্তবিক মনে হয়নি। আমার নানা মারা যান ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সন্ধ্যা ৭.৩৫ মিনিটে। আমি এবং আমার আম্মা, আন্টিরা সবাই নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করেছিলাম তখন। রাত ৮টার খবরে নানার মৃত্যু সংবাদ দেয়া হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আমরা সেদিন কেউই ৮টার সংবাদ দেখেনি। আমি যথারীতি ৮.৩০ মিনিটে এশার নামাজ আদায় করতে যাই এবং ৮.৫০ মিনিটে ফিরে আসি। এসে দেখি মা-খালারা বোরকা পরে বের হচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তারা বললেন, নানা হার্ট এটাক করেছেন। কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি নানা মারা গিয়েছেন। মা খালারাও মূল খবর জানতে পারেন নি। আমাদের বাসায় খবর আসে ময়মনসিংহ হতে মোবাইলের মাধ্যমে, ৮টার খবরের পরপরই তারা আমাদের কাছে আসল খবর জানতে চান। কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। সাথে সাথে আমরা মীরহাজীরবাগ চলে আসি। এসে দেখি বাসার

www.bjilibrary.com

সামনে অনেক মানুষ। ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখি মাকসুদ মামা। তিনি বললেন, তুই হচ্ছিস সবার বড়, তুই কাঁদবি না। তুই সবাইকে সান্ত্বনা দিবি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নানার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমার নানা আর নেই। আমার কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম সবাই বিলাপ করছে। নানু অজ্ঞান। ডাক্তার নানা এসেছেন। তখন একটু একটু বিশ্বাস জন্মাতে লাগল যে, নানা সম্ভবত আর আমাদের সাথে কথা বলবেন না। বেদনা আর কান্না আমাকে চারপাশ হতে আঁকড়ে ধরল। একের পর এক ফোন আসছিল সব জায়গা হতে। আমাকেই এগুলো Receive করতে হচ্ছিল। ফোন রাখার সাথে সাথেই রিং বাজতে থাকল। সবাই আসল খবর জানতে চান। আবার কেউ কেউ সান্ত্বনা দেবার জন্য ফোন করতে লাগলেন। নানার মৃতুর সংবাদ শুনার সাথে সাথে সবাই নানাকে দেখবার জন্য আসতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত মানুষের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। নানার প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় নানার প্রতিষ্ঠিত তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার মাঠে। হাজার লোকের উপস্থিতি হয়েছিল সেখানে। দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররমে। জানাযা পড়ান তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী বর্তমানে শিল্পমন্ত্রী মুহতারাম আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। যদিও আমি সেখানে যাইনি তবে ভিডিও ক্যাসেটে দেখেছি সেখানে অনেক মানুষের সমাগম ঘটেছিল। নানার তৃতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর নিজ গ্রামের বাড়ি বড়গাঁও-এ নানার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। নানাকে কবর দেয়া হয় তাঁর গ্রামের বাড়ি, ওয়ামীর সহযোগিতায় নানার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদের পাশে। নানা এ মসজিদের জন্য জানাযার খাটিয়া ক্রয় করেছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছা, সেই খাটিয়া নানার জন্য প্রথম ব্যবহৃত হয়।

নানা মারা যাওয়ার পর অনেক দোয়া, আলোচনা সভাসহ আরো কতকিছু হয়েছে। আমরা কখনো বুঝতে পারিনি যে আমাদের নানা ইসলামী আন্দোলনের এতবড় নেতা ছিলেন। কারণ নানা কখনো নিজেকে আমাদের কাছে বড় বলে পরিচয় দেননি। সবসময় তিনি সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। কখনো বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। নানার কাজ ছিল খাওয়া, টেবিলে বসে সারাক্ষণ লিখা, নামাজ পড়া আর সফরে যাওয়া। নানা যখন আমাদের বাসায় আসতেন অথবা আমি যখন নানার কাছে যেতাম তখন তিনি আমার পড়াশুনার খোঁজখবর নিতেন। আমাকে বিভিন্ন বই পড়তে দিতেন আর শিবিরের সাথী হওয়ার জন্য বারবার তাগিদ দিতেন।

নানার মৃত্যুর পর সবাই খোঁজখবর নেয়ার জন্য আসছেন। গত ১৬ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে সন্ধ্যায় সাবেক আমীরে জামায়াত, বর্ষীয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম এসেছিলেন নানার বাসায়। তিনি সবার খোঁজখবর নেন এবং তাঁর জন্য কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। তাঁর সাথে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী।

অধ্যাপক গোলাম আযম সূরা আত-তূর এর ২১ নং আয়াত পেশ করে বলেন, যদি কেউ জান্নাতবাসী হয় এবং তাঁর সন্তানরা যদি নেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং পিতা হতে নিম্নতর জান্নাতে অবস্থান করে তবে তাঁর সন্তানকে পিতার সাথে উঁচুমানের জান্নাতে মিলিত করে দিবেন। তিনি মরহুমের সন্তানদের উপদেশ দেন নানার হতে বড় নেকবান্দা হয়ে আরো উঁচু জান্নাতে আসন করে নেয়া, যাতে করে নানা আরো উঁচু জান্নাতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

আবদুল্লাহ আল যুবায়ের
মরহুমের বড় নাতি

www.bjilibrary.com

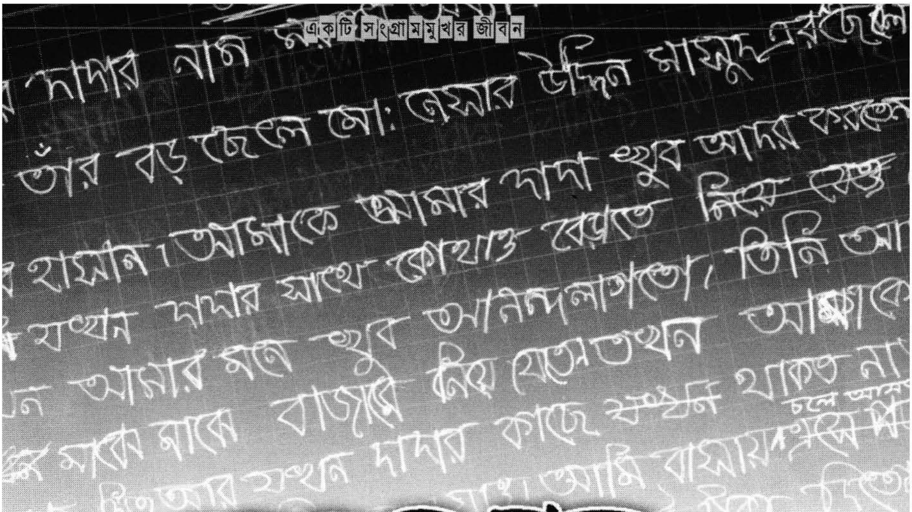

আমার দাদা

লাবিব হাসান

আমার দাদার নাম মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী। আমি তাঁর বড় ছেলে মোঃ নেসার উদ্দিন মাসুদের বড় ছেলে লাবিব হাসান। আমাকে আমার দাদা খুব আদর করতেন। আমি যখন দাদার সাথে কোথাও বেড়াতে যেতাম তখন আমার মনে খুব আনন্দ লাগতো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে বাজারে নিয়ে যেতেন। তখন আমাকে দুই টাকা দিতেন। আর যখন দাদার কাছে টাকা থাকত না তখন তিনি বলতেন, তুমি বাসায় যাও। আমি বাসায় চলে আসতাম। আর তিনিও বাসায় এসে আমাকে দুই টাকা দিতেন। দাদার কাছে আমি প্রতি মাসে জিজ্ঞাসা করতাম, দাদা আপনি কি কিশোরকণ্ঠ পেয়েছেন? দাদা খুঁজে না পেলে খুব নরম স্বরে বলতেন, আমি পাইতাছি না তুমি ক্লাস শেষে নিও। আমি বলতাম, দাদু কাউকে দেবেন না কিন্তু। দাদা বলতেন, না। সত্যি সত্যি আমাকেই দিতেন আর কাউকে দিতেন না।

দাদা যেদিন মারা যান সেদিন সকালে দাদাকে বলেছিলাম কিশোরকণ্ঠ আনতে। দাদা এনেছেন ঠিক। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে তিনি ওই দিনই ঐখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। মৃত্যুটা যে কখন দাদার শরীরে ঢুকেছিল তা আমরা বুঝতে পারিনি। আমি দেশে গেলে আমার সাথে দাদাও যেতেন। কিন্তু এবার গেলাম দাদার লাশের সাথে। দাদা আমার চির স্মরণে থাকবেন ইনশাল্লাহ।

লাবিব হাসান
মরহুমের নাতি, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র

www.bjilibrary.com

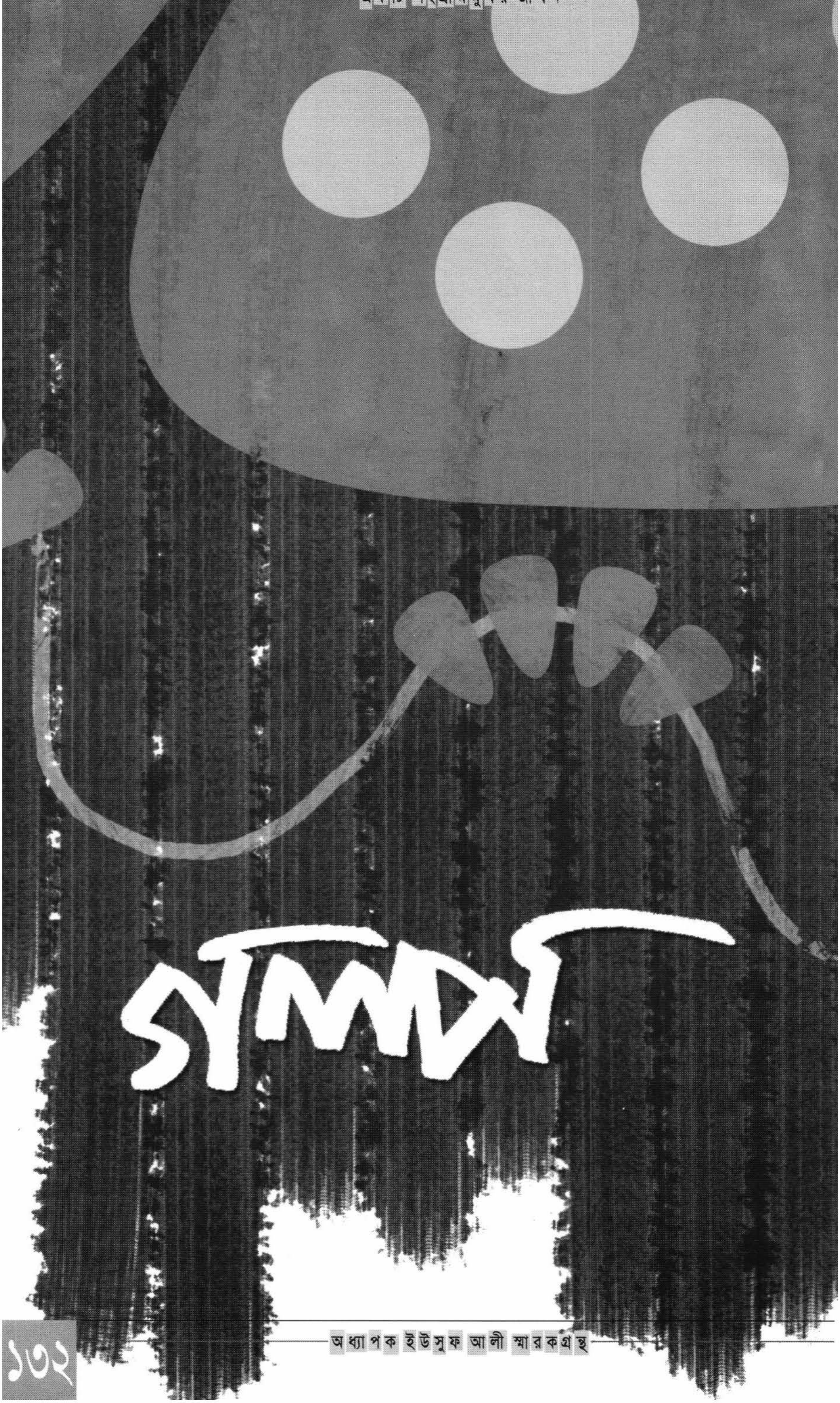

www.bjilibrary.com

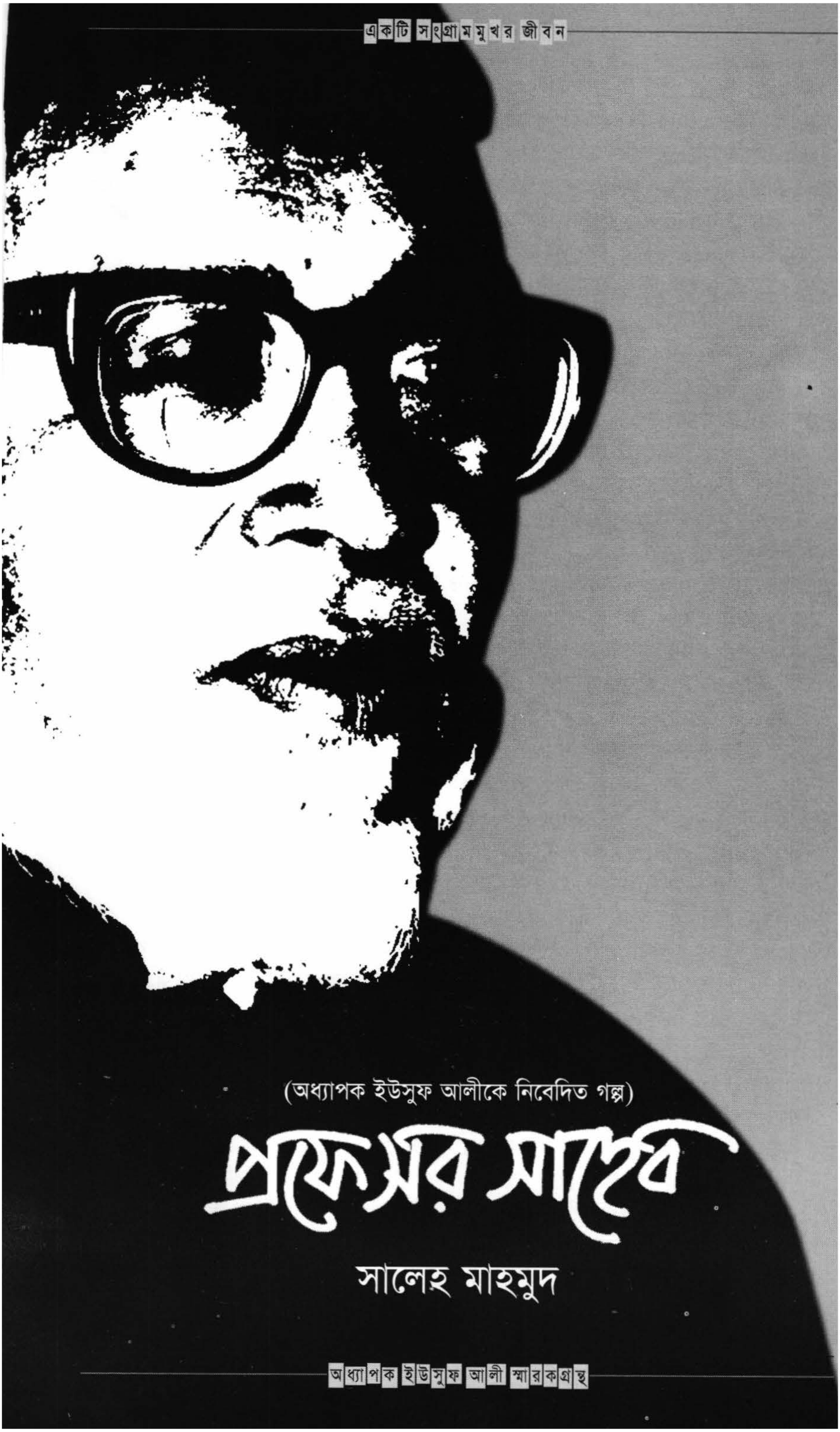

www.bjilibrary.com

১.

সকালের মিঠেকড়া রোদ এখনও পুরোপুরি পড়তে শুরু করেনি। সবেমাত্র পূর্বাকাশ তার কমলা রঙের মিঠে হলদে আভার বিচ্ছুরণ মেখে হেসে উঠলো ঝলমলিয়ে। আর একটু পরই উঁকি দেবে দুষ্টু অরুণ। প্রথমে গাছের শাখায় এবং শূন্য আকাশে আলো ছড়িয়ে ধীরে ধীরে সবগুলো বাড়িঘরে আলো বিলাতে থাকবে হাসতে হাসতে। এক নাঙ্গা তরবারীর মতো ঝিলিক দিয়ে উঠবে এবং দুর্দান্ত যুবকের মতো প্রচণ্ড প্রতাপে উত্তপ্ত করে যাবে মাঠ-ঘাট, ঘর-বাড়ি সব কিছু। তারপর সেজদাবনত যুবকের মতো ভয়কম্পিত হৃদয়ে ঢলে পড়বে প্রভুর কোলে।

প্রতিদিন এমনই হয়। প্রতিদিনই শহরের এক কোণে এক বৃদ্ধ প্রফেসর সুবহে সাদেকের সময় তাঁর সন্তানদের জাগিয়ে দেন 'আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বলে। আর তাঁর সন্তানরাও প্রত্যুত্তরে বলে ওঠে, 'আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আব্বাজান।' স্ত্রী বলে ওঠে 'জাহান্নামের আগুন তোমার জন্য হারাম হয়ে যাক।' আর সেই বৃদ্ধ প্রফেসর মুনাজাত করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। নিঃশব্দে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, আমার পরিবারকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। তোমার দ্বীনের ওপর অটুট থাকার তওফিক দাও।'

প্রতিদিনের মত আজও কোরআন তেলাওয়াত করছেন তিনি। সূর্যও উঠে গেছে। পাশের মাদ্রাসার হেফজখানা থেকে সম্মিলিত কোরআন পড়ার একটানা সুর অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে। সূর্যের আলো রাস্তার ওপাশের নারকেল গাছের চিরল পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে প্রফেসর সাহেবের জানালা ঘেঁষা বৈঠকখানার টেবিলে। প্রফেসর সাহেব হাত বাড়িয়ে দেন চিরল সূর্যালোকে। কম্বলের উষ্ণ অনুভূতি যেন।

কোরআন বন্ধ করেন প্রফেসর সাহেব। কান পেতে হেফজখানার ছাত্রদের কোরআন পড়া শুনতে চেষ্টা করেন। ভালো করে শুনতে পান না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। হেফজখানাটা মাদ্রাসার বাউণ্ডারির এক পাশে, ডাইনিং হলের সাথে। ভালো করে পড়া শুনতে হলে সামান্য একটু ঘরে যেতে হয়। কিন্তু হাঁটতে ভাল্লাগে না তাঁর। তিনি দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন অস্পষ্ট কোরআন তেলাওয়াত।

হেফজখানা, ডাইনিং এবং রাস্তার মাঝখানে বেশ বড়সড় একটা ডোবা। কচুরিপানায় ভরে আছে একেবারে। রাস্তা থেকে দেখা যায় সম্মুখ ভাগটা। হেফজখানার সামনে ছোটখাট ফুলের বাগান করেছে ছাত্ররা। গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলী, হাস্নাহেনা এবং সূর্যমুখী ফুলগাছ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো ছোট্ট বাগানটি। একটি ছোট্ট তোরণও করা হয়েছে মুলি বাঁশের চিকন ফালি বা কাইম দিয়ে। তার উপর তড়বড় করে বেড়ে উঠেছে একটা লতা জাতীয় ফুলগাছ। কিছু ছোট ছোট লাল ফুল ফুটে আছে সবুজ লতার উপর। একটা সূর্যমুখীও পুবমুখো হয়ে ফুটে আছে।

আনমনে দেখতে থাকেন প্রফেসর সাহেব। দু'টো দোতলা এবং একটি একতলা বিল্ডিং 'ইউ' প্যাটার্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উত্তর, দক্ষিণ আর পূর্ব পার্শ্বে। বিল্ডিংগুলোর পশ্চিম পার্শ্বে উত্তর-দক্ষিণে পঞ্চাশ ফুটের মত লম্বা দোচালা বেড়ার ঘর দাঁড়িয়ে আছে দারিদ্র্যতার প্রতীক হয়ে। উত্তর-পশ্চিম কর্ণারেও একই মাপের একটি বেড়ার ঘর দক্ষিণমুখো হয়ে আছে। এ ঘরেরই অর্ধেক ডাইনিং আর বাকি অর্ধেক হেফজখানা। উত্তর পার্শ্বের বিল্ডিংয়ে ক্লাস হয়। অন্য দুটো বিল্ডিং হোস্টেল এবং বেড়ার ঘরটিতে এতিমখানার ছেলেরা থাকে।

www.bjilibrary.com

মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখতে থাকেন প্রফেসর সাহেব। তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন নব রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে। অবশ্য এখনও পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেনি, কিন্তু যা হয়েছে তাই বা কম কিসে! নূর মোহাম্মদ ওস্তাগারের স্ত্রী ও শ্যালিকার ওয়াকফকৃত পৈতৃক সম্পত্তিতে একটি ছোট ফোরকানিয়া মাদরাসা দিয়ে যার শুরু, তাই আজ পরিণত হয়েছে মহীরূহে।

সেও তো প্রায় বিশ-বাইশ বছর আগের কথা। এম.এ পাস করে যোগ দিয়েছেন নরসিংদী সরকারী কলেজে লেকচারার হিসেবে। তিনি শুধু অর্থনীতির লেকচার হিসাবেই থাকলেন না। শোষণমুক্ত এক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তুখোড় বিপ্লবী হয়ে গেলেন। সবার কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন সেই আদর্শ সমাজের কথা। তিনি ভেবে দেখলেন ছাত্র যদি ছোট থেকেই ইসলামকে বুঝতে পারে, ইসলামী সমাজের রূপরেখা এবং অন্যান্য মতবাদের সাথে এর পার্থক্য স্পষ্টভাবে জানতে পারে, তবে কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে যায়।

তিনি একটি মাদ্রাসার প্রয়োজন অনুভব করলেন, যেখানে একজন ছাত্র ভালো আলেম হওয়ার পাশাপাশি বস্তুজগত এবং সমকালীন পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে আর গড়ে উঠবে একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে। তিনি ছুটে এলেন স্কুল-কলেজ আর ভার্সিটি জীবনের স্মৃতিবিজড়িত এই শহরতলীতে। তাঁর পরিকল্পনা জানতে পেরে ভাইহীন মহিয়সী ভগ্নিদ্বয় তাদের পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধেক ওয়াকফ করে দিলেন। সেই তো শুরু, তারপর!

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন প্রফেসর সাহেব। সেই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ দিনগুলোর কথা স্মরণ হতেই ভারী হয়ে যায় বুকটা। আট নয় বছর কেটে গেলো এমনিতেই। তেমন কিছু হলো না মাদ্রাসার। শুরু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধ। এবার তিনি দারুণ বিপাকে পড়লেন। একদিকে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী দেশের সহায়তায় দেশের এ অংশকে পৃথক করে সে দেশের সম্ভাব্য করদ-রাজ্যে পরিণত করার কলাকৌশল। অপরদিকে সরকারী এবং স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। তিনি চুপ করে থাকতে চাইলেন। সম্ভব হলো না। কিন্তু চাকা পাল্টে গেল ইতিহাসের। নতুন একটি দেশের অভ্যুদয় ঘটলো বিশ্ব মানচিত্রে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের যে করাল গ্রাসের আশংকা তিনি করেছিলেন তা অবশ্য ঘটলো না, কিন্তু লুণ্ঠিত হলো বাংলাদেশ। দেশের সমস্ত সম্পদ বগলদাবা করে দেশে ফিরলো ভারতীয় সৈন্যরা। দ্বিতীয়বারের মতো ধর্ষিত হলো শ্যামলিমা এই বাংলাদেশ। লাখো লাখো জারজ সন্তানের মতো দেশের অভ্যন্তরে লাফিয়ে পড়লো কোটি কোটি জাল টাকা। দেশকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টার অপরাধে নাগরিকত্ব বাতিল করা হলো দেশের সূর্য সন্তানদের। সে তালিকা থেকে প্রফেসর সাহেবের নাম বাদ গেল না। শুরু হলো তাঁর ফেরারী জীবন। কখনো চাল ব্যবসায়ী, কখনো চামড়ার ব্যবসায়ী, কখনো হোমিও ল্যাবরেটরীর সুগার প্রস্তুতকারী হিসেবে দেশের নানান প্রান্তে কাটিয়ে দিলেন দীর্ঘ ছয়টি বছর। এরমাঝে পরিবারের সাথেও তাঁর কম বেশি যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংযোগ ছিল তাঁর মানস প্রতিচ্ছবি এ মাদ্রাসার সাথে। ফেরারী জীবনে যেখানেই যার সাথে সম্ভব হয়েছে মাদ্রাসার ফান্ডের ব্যাপারে আলাপ করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।

এরপর পটপরিবর্তন হলো রাজনীতির। ফিরে পেলেন কেড়ে নেয়া রাজনৈতিক অধিকার। ফিরে এলেন সেই শহরতলীতে। নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন মাদ্রাসাকে। বাধা এলো চারদিক থেকে। ধর, মার, কাট ধ্বনি তুলল কেউ কেউ। নৈতিক প্রভাব খাটালেন তিনি।

www.bjilibrary.com

একে একে সব বাধা অতিক্রম করে গড়ে তুললেন মাদ্রাসাকে। এলাকার সবাই দু'হাত তুলে দোয়া করলো, কেউ কেউ ফুঁসতে লাগলো ভিতরে ভিতরে। আজ তাদের অন্তরে রয়ে গেছে সেই ফোঁস ফোঁসানী।

ভাবতে ভাবতে প্রফেসর সাহেবের চোখ সামান্য ঝাপসা হয়ে যায়। চশমা খুলে মুছে নেন তিনি। সূর্যালোকে শরীরে এক ধরনের মিষ্টি আমেজ অনুভব করেন। নিজেকে বেশ চাঙ্গাবোধ করেন। সূর্যমুখী ফুলটার দিকে দৃষ্টি চলে যায় আবার। সূর্যের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে যেন। তিনি হেসে ফেলেন অকস্মাৎ। মাদ্রাসার প্রতিটি ইট এবং প্রতি ইঞ্চি জমিন যেন একসাথে বলে ওঠে সোবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি।'

২.

আজ সকালটাই যেন কেমন। সূর্য মেঘের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে। সামান্য ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। কিছু জরুরী কাগজ প্রস্তুত করছিলেন প্রফেসর সাহেব। খুব তাড়া তাঁর। এতিমখানার জন্য এক বিদেশী সংস্থা নিয়মিত কিছু অনুদান দেন। সে জন্য এতিমদের ছবিসহ মাদ্রাসার একটি প্রতিবেদন পাঠিয়ে আবেদন করতে হবে। প্রতিবেদন তিনি নিজেই প্রস্তুত করেছিলেন। প্রতিবেদনের টাইপ করা কপিতে চোখ বুলিয়ে স্বাক্ষর করেন, ছবিগুলো দেখে নেন এক নজর। আরো কাগজপত্র নেড়েচেড়ে চেয়ারে হেলান দেন তিনি। হাই তুলে তাকান বাইরে।

টিনের চাল বেয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা কুয়াশা ঝড়ে পড়ে। আকাশ এখনো মেঘলা। কুয়াশা কুয়াশা ভাব চারদিকে। একটা ট্রাক ঘরঘর করে জানালা অতিক্রম করে। এক দলা কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় জায়গাটা। বিরক্ত হন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবেন এমন সময় বাইরে থেকে ডাক আসে,

- প্রফেসর সাব আছেন নাকি বাসায়?
- জ্বি, আসসালামু আলাইকুম, ভিতরে আসেন মামা।

বলে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে যান। মাদ্রাসার একাডেমিক বিল্ডিংয়ের বিপরীত দিকে দোতলা বাড়ির মালিক কাজী আবদুল খালেক দরজায় এসে দাঁড়ান। প্রফেসর সাহেব সোৎসাহে বলে ওঠেন,

- মামা ভালো আছেন তো? আসেন ভিতরে আসেন।
- ভালো আর থাকতে দিলেন কই আপনারা? একটু উঁচু গলায় কথাটা বলতে বলতে চেয়ারে বসেন কাজী আবদুল খালেক। প্রফেসর সাহেব চমকে ওঠেন। তার কথা এক ঝলক ভেবে দেখেন তিনি। নাহ কিছু তো ঘটেনি ইদানিং। তিনি বলে ওঠেন,
- কেন, কি হয়েছে? তাঁর কণ্ঠে সংশয় ফুঠে ওঠে। খালেক কাজী বলেন,
- কি হয়েছে সাথে! কি হয়নি তাই বলেন। আপনারা একেবারে আলেম না জালেম বলছি তাহলে, বুঝবেন।

প্রচণ্ড ঘৃণা এবং রোষ ভরে কথাগুলো বলেন খালেক কাজী। প্রফেসর সাহেব ফ্যাসাদে পড়েন ভীষণ। খালেক কাজীর স্বভাব খুব ভালোভাবেই জানেন তিনি। ক'দিন পরপরই মাদ্রাসার কোনো না কোনো দোষ নিয়ে ঝগড়া করতেই হবে তার। কিন্তু তার কথায় আজকের ব্যাপারটা খুবই গুরুতর বলে মনে হয়। সংশয় ভরা কণ্ঠে তিনি বলেন,

- আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মামা। একটু খুলে বলুন কি হয়েছে?

www.bjilibrary.com

আমাদের ছেলেরা কি করেছে তা না বললে কিভাবে বুঝব?
- কিভাবে বোঝবেন, এ্যা? সারা জীবন তো ওই একটা কথাই কইয়া আইলেন। কেন আপনাগো কই নাই মাদ্রাসার ছাদে ছাত্রদের ওঠা বন্ধ করেন। কই, বন্ধ করছেন? ইশ একটা বিকাল যদি ছাদে উইঠ্যা শান্তি পাইত মাইয়্যাগুলা।
আস্তাগফেরুল্লা আস্তাগফেরুল্লা, একেকটারে বদমাইশ বানাইতাছেন আপনেরা।
প্রফেসর সাহেবের বুক থেকে পাথর নেমে যায় যেন। এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারেন সবকিছু। খালেক কাজীর বিরক্তিকর তিক্ত কথা শেষ হলে তিনি তিনি বলেন,
- আপনারা প্রথম যেদিন ছাদের কথা বলেছেন, সেদিন থেকেই ছাদের গেটে তালা দেয়া। কোনো ছাত্র ছাদে উঠেছে শুনলে এবং দেখলে হোস্টেল থেকে তাকে বহিষ্কার করবো বলে জানিয়ে দিয়েছি ছাত্রদের। এখন আপনি বলুন কবে কোনো ছেলেকে ছাদে উঠতে দেখেছেন আপনি? প্রমাণ হলেই ব্যবস্থা নেব আমরা।
খুব ধীরস্থির শান্ত মেজাজে কথাগুলো বললেন প্রফেসর সাহেব। প্রমাণের কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন খালেক কাজী। গলা চড়িয়ে বলেন,
- আবার প্রমাণ! আমি কি মাদ্রাসার ছাত্র একেকটাকে চিন্যা রাখছি নাকি? একটা ছাত্রের নামও তো আমি জানি না।
- ঠিক আছে, আপনি না ওঠেন আপনার মেয়েরা ওঠে তো, ওদেরকেই বলুন সেই ছেলেদের দেখিয়ে দিতে। সমঝোতার সুরে বলেন প্রফেসর সাহেব। কিন্তু ক্ষেপে যান খালেক কাজী। চোখ মুখ লাল হয়ে যায় তার। ভীষণ অপমানিত বোধ করেন তিনি। বলেন,
- আপনে তামাশা করতাছেন না? আমি বলতাছি আমার কথা একটুও বিশ্বাস হয় না আপনাদের?
- না মামা, আপনি ভুল বুঝছেন। এখানে আসলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন না, বাস্তবতার প্রশ্নই বড়। আপনার মেয়েরা যাদের কথা বলেছে তারা কেউই মাদ্রাসার ছেলে না, সবাই আপনার ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা ইত্যাদি। আমরা ছাদের গেইটে ঠিকই তালা মেরে রাখি। কিন্তু ওরা কার্নিশ বেয়ে উঠে যায় ছাদে। এখন বলেন আমরা কি করতে পারি? না করলে শোনে না, ধমক দিলে গালি দেয়। আপনাদেরকে বলেও কোনো গা লাগান না, বলেন এরকম হবেই। তাহলে আমরা কি করতে পারি?
প্রফেসর সাহেবের এ রকম যুক্তিপূর্ণ কথায় কাজী আব্দুল খালেকের বিরক্তি আরো বেড়ে যায়। নিজের হারকে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না তিনি। বলেন-
- কই, কবে আপনাদেরকে এ ধরণের কথা বললাম।
- কেন, মাস তিনেক আগে এলাকার সমস্ত মুরুব্বিকে এখানে ডাকিয়ে বললাম না যে, এলাকার ছেলেরা মাদ্রাসার ছেলেদের খেলতে দেয় না। বিকেলে ছাত্ররা মাদ্রাসার মাঠে খেলা শুরু করলেই ওরা সেখানে গিয়ে ডিস্টার্ব করে, সকালে ক্লাসের আগে ছাত্রদের গোসলের সময় এলাকার ছেলেরাও সেখানে ভিড় করে, অনর্থক হৈ চৈ করে মাদ্রাসায় গিয়ে। এ সব কথা কি বলিনি। তখন আপনারা কি উত্তর দিয়েছিলেন স্মরণ আছে?
এবার একেবারে চুপসে যান কাজী আব্দুল খালেক। যুৎসই জবাব খুঁজে পান না তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। গোঁয়ার্তুমি করে বলেন,
- আমি অত কিছু বুঝি না। শুধু এতটুকু বুঝি, মাদ্রাসার ছাত থেকে ছেলেরা আমাদের

www.bjilibrary.com

মেয়েদের ডিস্টার্ব দেয়। আর একদিন এই রকম হইলেই আমি শালিস ডাকমু বইলা গেলাম।' ধমকের সুরে কথাগুলো বলেই খালেক কাজী হন হন করে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। প্রফেসর সাহেব একটু ভাবনায় পড়েন। কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় ভাবতে থাকেন।

হঠাৎ ভীষণ কোলাহলের শব্দ আসে মাদ্রাসার ওদিক থেকে। চমকে ওঠেন প্রফেসর সাহেব। ধক্ করে ওঠে তাঁর বুক। কি হলো আবার? তিনি দ্রুত ওঠে পড়েন। ছুটে যেতে থাকেন মাদ্রাসার মূল গেটের দিকে। হঠাৎ একটা ছেলে পাশের বিল্ডিংয়ের আড়াল থেকে দৌড়ে এসে পথরোধ করে তাঁর। একটু চাপা কণ্ঠে বলে,

- আপনি ওদিকে যাবেন না স্যার।

- কেন কি হয়েছে?

- এলাকার ছেলেরা রড, লাঠি, হকিস্টিক, চাপাতি নিয়ে হামলা করেছে মাদ্রাসায়।

- কেন? দ্রুত বলো।

ভীষণ সংকিত হন প্রফেসর সাহেব। দৌড়ে যেতে চান। কিন্তু ঘটনাটা সামান্য না জানলেও নয়। সেই ছেলেটা বলে,

- একটু আগে আমরা যখন গোসল করছিলাম, এলাকার একটা ছেলেও তখন গোসল করতে যায়। আলেমের একটা বালতি কলের নীচ থেকে সরিয়ে নিজের বালতি পাতলে সে আপত্তি করে। এলাকার ছেলেটা হঠাৎ ভীষণ খারাপ একটা গালি দিয়ে ঘুষি মেরে বসে আলেমের ছেলেটাকে। আলেমের ছেলেটাও ঘুষি মারে ওকে। এলাকার ছেলেটা তখন দৌড়ে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পরই ওরা এসে...

- ঠিক আছে আর বলতে হবে না, তুমি আমাদের বাসায় লুকিয়ে থাকো, যাও। আমি এদিকে দেখছি। বলে প্রায় দৌড় দেন তিনি। ছেলেটা চিৎকার করে ওঠে,

- খোদার কসম আপনি যাবেন না স্যার। ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে।

উনি ঘুরে দাঁড়ান। তাঁর চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে উজ্জ্বল জ্যোতি। তিনিও চিৎকার করে বলেন,

- মৃত্যুর ফায়সালা জমীনে নয় আসমানে হয়। তুমি যাও, তোমাকে যা বলেছি তাই করো।'

তিনি ছুটে যান মাদ্রাসার দিকে। ছেলেটি প্রফেসর সাহেবের বাসার দিকে দৌড় দিতে যেয়েও থেমে পড়ে। কি ভেবে সেও প্রফেসর সাহেবের পিছু পিছু দৌড়ে আসে।

মাদ্রাসার গেটে তখন চরম অবস্থা। প্রফেসর সাহেব দূর থেকেই দেখতে পান কলাপসিবল গেট ভেঙে ঢুকে পড়েছে এলাকার ছেলেরা। এলাকার মুরুব্বি কেউ কেউ ওদের থামানোর চেষ্টা করছে, আর কেউ কেউ উৎসাহ দিচ্ছে দ্বিগুণভাবে। সম্মিলিত অনেকগুলো কণ্ঠের আর্ত চিৎকার ভেসে আসে মাদ্রাসার ভিতর থেকে। তিনিও চিৎকার করে ওঠেন,

- থামো, থামো তোমরা। আমার কথা শোন। খোদার দোহাই তোমরা আমার কথা শোন, জোনাব আলী কাজীর দোহাই তোমরা আমার কথা শোন, ওদেরকে তোমরা মেরো না...

চিৎকার করতে করতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েন তিনি। জোনাব আলী কাজীর দোহাই কানে যেতেই চমকে ওঠে সবাই। মুরুব্বির চোখে চকচকে তরবারীর মতো ঝলসে ওঠে আট ফুট লম্বা বিশাল দেহী জোনাব আলী কাজীর তীক্ষ্ণ এবং ক্ষিপ্র দেহ। যার পরাক্রমে একটি চোর কিংবা ডাকাতও এ তল্লাটে পা দিতে সাহস করতো না তিন যুগ আগে। কিন্তু

www.bjilibrary.com

সবাইকে চমকে দিয়ে আরেকটি কণ্ঠ চিৎকার করে ওঠে, 'ওই যে আইছে বড় শয়তান, আগে ঐডারে শেষ কর।' সাথে সাথেই তিনটি লাঠি আর হকিস্টিক ছুটে আসে প্রফেসর সাহেবের দিকে। ঝিলিক দিয়ে একটি হকিস্টিক মাথার উপরে উঠে যায়। প্রফেসর সাহেবকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায় কে যেন। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে ততক্ষণে। সাঁ করে একটি বাড়ি এসে পড়ে তাঁর ঘাড়ে। চিৎকার করে টলে ওঠেন তিনি। কিন্তু পেছন থেকে কে যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরে দেহের আড়াল করে।

প্রফেসর সাহেবের গায়ে হাত পড়েছে দেখে পাশে দাঁড়ানো সেই ছেলেটির বাবা দৌড়ে এসে চটাস করে থাপ্পড় মেরে বসেন সেই ছেলেটির গালে আর চিৎকার করে বলে ওঠেন,

- তুই কার গায়ে হাত তুলছস হারামজাদা? ক-অ তুই কার গায়ে হাত তুলছস?

ছেলেটি এতক্ষণে তার ভুল বুঝতে পারে। নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানেই। তার বাবা জড়িয়ে ধরে প্রফেসর সাহেবকে। হু হু করে কেঁদে দেয়। বলে,

- আমার ছেলেরে মাফ কইরা দেন প্রফেসর সাহেব...

একটু ধাতস্থ হয়েই প্রফেসর সাহেব বলে ওঠেন,

- না না, ওরা আমাকে মেরে ফেলুক, কিন্তু দোহাই মাদ্রাসার একটা ছাত্রকেও মারতে দেবেন না।

প্রফেসর সাহেবের কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় সবাই। বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। সবাই একে একে মথা নীচু করে প্রফেসর সাহেবকে ঘিরে ধরে।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে আকাশ থেকে। মাথার উপরে নারকেল গাছের আগায় একটা কাক প্রচণ্ড রাগে তার বহু কষ্টে বোনা বাসা ভেঙে ফেলতে শুরু করে। কয়েক জোড়া চোখ বার কয়েক জ্বলে ওঠে ঢুকে পড়ে গলির অন্ধকারে।

প্রফেসর সাহেব চিৎকার করে বলতে শুরু করেন,

- তোমরা ছাত্রদেরকে মারার জন্য এভাবে ছুটে এলে কেন? আমরা কি মরে গিয়েছিলাম? না তোমাদের বাপ-চাচারা মরে গিয়েছিল? জবাব দাও? ছাত্রদের মারার আগে অন্তত: আমাকে শেষ করে দেয়া উচিত ছিল তোমাদের। আমার গায়ে যখন হাত তুলেছ তখন শেষ করে দিলে না কেন? অন্তত খোদার কাছে এতটুকু বলতে পারতাম যে, যাদের আসর-সোহাগে আমি বড় হয়েছি, তোমার দ্বীনের খেদমতের অপরাধে তাদের সন্তানরাই আমাকে হত্যা করেছে।

এলাকার মুরুব্বিরা- যাদেরকে প্রফেসর সাহেব মামা-কাকা বলে ডাকতেন, তারা লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে চাইলেন। যুবকদের সবার হাতের অস্ত্র পড়ে যেতে লাগলো একটা একটা করে।

অনেকগুলো এ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসার শব্দ শোনা গেল।

এ্যাম্বুলেন্স কর্মীরা খুব দ্রুত আহতদের গাড়িতে ওঠাতে শুরু করলো। প্রফেসর সাহেব নির্বাক পলকহীনভাবে দেখতে লাগলেন। গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বইতে শুরু করলো।

সালেহ আহমদ
তরুণ গল্পকার, মরহুমের মেজো ছেলে
গল্পটি ১ মার্চ ২০০৩ তারিখে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় প্রকাশিত হয়।

www.bjilibrary.com

নিবেদিত কবিতা

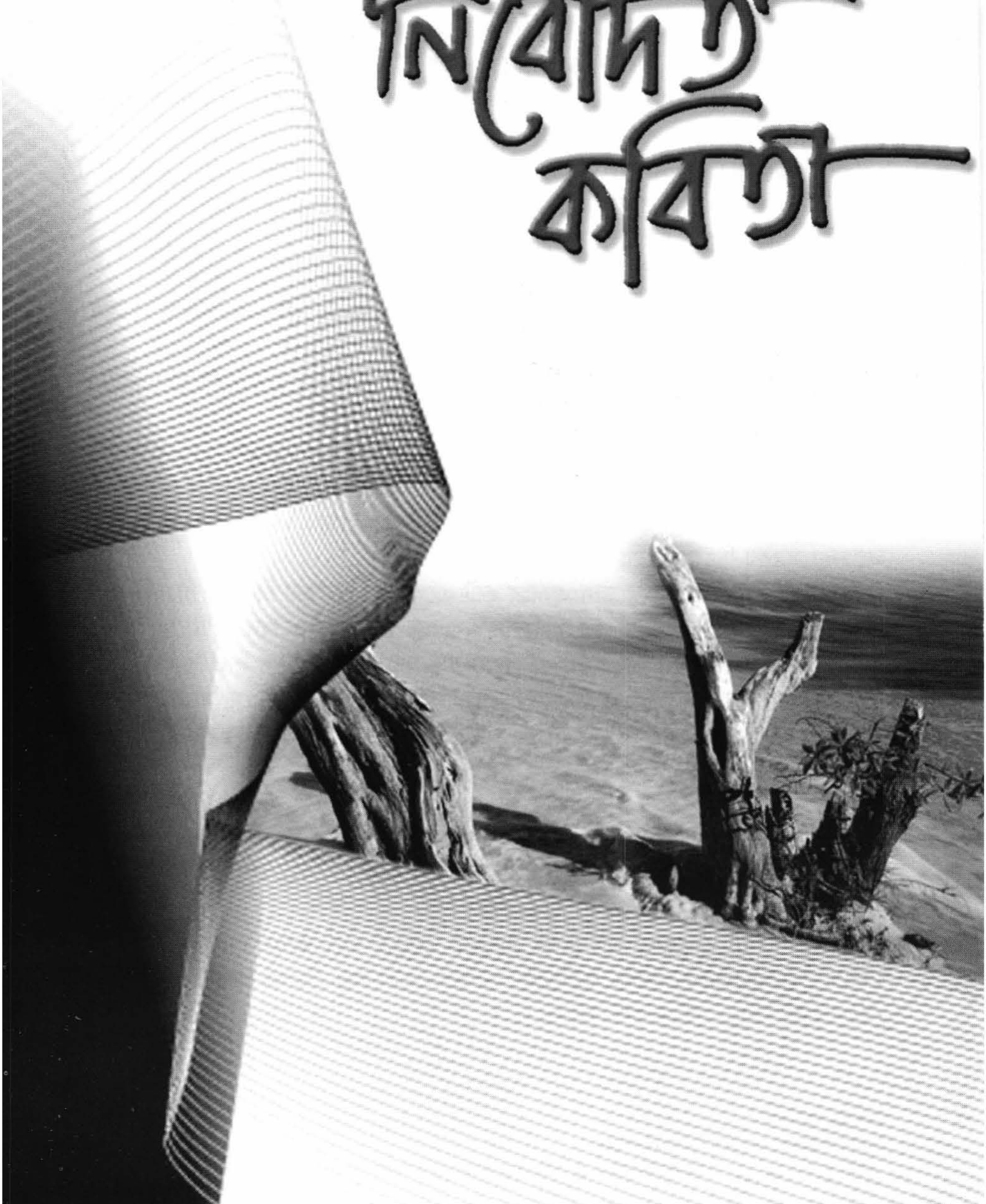

www.bjilibrary.com

নৈঃশব্দের মতো

হাসান আলীম

বুকের রক্তক্ষরণে তখনও
জ্বলছিল অদৃশ্য আগুন
ভয়াবহ অদেখা এক আগুন।
আমাকে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে বুঝি
আমার মাথার 'পর থেকে এইমাত্র সরে গেল
মেঘের আঁচল
বটবৃক্ষের শ্যামল ছায়া, পিতার দু'হাত।
কি এক অসহ্য বেদনার চাবুকে রক্তাক্ত
মিরপুর থেকে
ঢুকে যাচ্ছি প্রীতি প্রকাশনে,
অজানা ব্যথায়, বুকটা তেতে ওঠে পুনর্বার
দোকানের দরজা ঝাপ কেন নেমে এসেছে
সন্ধ্যার আবছায়া হয়ে?
কেন সংক্ষিপ্ত হলো প্রাণখোলা মেলা?
আসাদের বাষ্পময় চোখ দু'টো
বৃষ্টি হয়ে গেল।
চারদিক থেকে কালো মেঘ নেমে আসে শাঁ শাঁ
ভিড় হচ্ছে ক্রমে ক্রমে
তিনি নেই।
আসাদের ভাই
আমার ভাই নীরব কর্মের বীর।

নিরহংকার নিঃশব্দের নেতা,
তিনি হেসে হেসে
কর্মের ময়দানে নিঃশব্দে চলে গেছেন।
সান্ত্বনার ভাষা নেই-
আমি জ্বলজ্যান্ত দুঃখের সমুদ্র
বক্ষ বাড়িয়ে দিলাম
সালেহ মাহমুদ
তুমি আর আমি আজ সমব্যথী
আমরা দু'জনে এখন পিতৃহীন।
পিতৃহীন এতিমেরা রোরুদ্যমান।
এতিমের মাথার ওপর আল্লাহর আরশের ছায়া

www.bjilibrary.com

প্রভু এখন আমাদের নিকট হয়েছেন খুব
পিতৃস্নেহের রুমাল
তিনিই ঝুলিয়ে দেবেন, হয়ত
তবুও যন্ত্রণার রাজহাঁস সারাবক্ষ জুড়ে
সাঁতার কাটে
পিতৃহারাদের দুঃখ কি কখনো মুছে যায়?
পিতৃহারাদের অভাব কি কখনো পূরণ হয়?

নিভে গেল দীপটি

আবুবকর সিদ্দিকী

মহান স্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর শিল্প নৈপুণ্যতা
স্রষ্টার সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলছে
চলছে জীবন ও মৃত্যু দুটি শব্দ পাশাপাশি
ধপ করে নিভে গেল দীপ্ত দীপটি।

অনন্তকালের জন্য নিভে গেল দীপটি
কালের পবন কি নিভাতে পারে!
অবিনাশী প্রজ্ঞা যার জ্বালানি
বিদগ্ধ জ্ঞানের মশাল যার সলতে।
পৃথিবীর আঁধার গলির মনুষ্যদের
পথভোলা দিশাহারাদের আলো দিতে।
যে দীপ শিখাটি জ্বলে উঠেছিল ভবে
সে হিরন্ময় স্বচ্ছ আভা বিচ্ছুরিত হবে।
কালের কালো রাত্রির অচল পর্দা ছিঁড়ে।

আলোকোজ্জ্বল দিশা সংগ্রামী কাফেলার
অধ্যক্ষ ইউসুফ আলী মর্দ্দে মুমীন সিপাহসালার
ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি প্রাণ প্রদীপ নির্বাণ
হতভাগা আমরা নিশ্চিত বেহাল বেভুল।
অজানা ব্যথায় ব্যথাহত বুকঝাঁঝরা অস্থির।
দীপটির জন্য গড়তে পারিনি একটি বাতিঘর
পারিনি তো এগিয়ে চলার পথে দিপ্ত বহরে।
তাঁকে রাখা হয় ফেরদৌসের বাতিঘরে

www.bjilibrary.com

মাঝে পড়ে রইল ব্যথার অথৈ অশ্রু সরোবর।
জানাযার শবমিছিলে যেন মহামিলনের আসর
মাগফিরাতের কামনাতে গায় গান মহান আল্লাহর।
তব হৃদয় বাগে যে ফোঁটে কত রায়হান
তোমার পরশ ঢালিয়া ভর কত শত সিনায়।
স্মরি ওগো হৃদয় বন্ধু
ব্যথার বাণ প্রাণসিন্ধু
হৃদয়বন্দর হতে ব্যথার বীণ বাজে
বক্ষভিজায় আঁসুর জলে প্লাবিত সব অন্তরে
বাকরুদ্ধ অব্যক্ত ভাষারুদ্ধ মূক ও বধির।

দেখেছি যার মূর্তবদন
বুদ্ধিদীপ্ত মানব রতন
দীনের কাজে এখলাস যার খাস
সে খোদাভীরুতায় অতুল
প্রজ্ঞাদীপ্ত বক্তৃতা ও উচ্চারণে নিখাদ
কঠিন বিষয়বস্তুকে সহজ ভাষায়
তুলে ধরায় নিখুঁত নির্ভুল।

কি করে জানাই বলুন?

গোলাম শরীফুদ্দিন সিদ্দিকী

নব্বই বছর বয়সের বৃদ্ধ মাকে
তেষট্টি বছরের ছেলের মৃত্যুর খবর
কি করে জানাই বলুন?
টেলিফোনে মৃত্যুর খবর এলো ঘরে
অসীম ব্যথা বুকে নিয়ে ক্ষীণ স্বরে
তাঁকে শুধু বললাম ঃ চলুন।
মা জানেন, দেশের নেতা ছেলে তাঁর
গেছে কুমিল্লা শহরে দ্বীনি সফরে
সফরের শেষে সে আসবে ঘরে।
পথ চেয়ে ছেলের ফিরে আসার

www.bjilibrary.com

মা আশায় বুক বাঁধেন,
ছেলের পছন্দের খাবার রাঁধেন।
অনেক রাত হয়, ছেলে আর ঘরে ফেরে না
গাড়ি এসে দরজায় ভেড়ে না
জানালা খুলে দেখেন লোকের মিছিল
ভীষণ আশংকায় কাঁপে তাঁর মন
বৌকে শুধান ঃ সে আসবে কখন?
কাকের কা-কা রবে কাঁদে তাঁর দিল
এ সময় আসে কফিনের গাড়ি
আহাজারী সাথে শোরগোল ভারী
পিতার শোকে কাঁদে পুত্রতরুণ।
মা পাগলিনীর মতো এলায়িত কেশে
ছুটিয়া রাজপথে নেমে এসে
শুধান ঃ লাশ কার? প্রশ্ন সকরুণ!

নব্বই বছর বয়সের বৃদ্ধ মাকে
তেষট্টি বছরের ছেলের মৃত্যুর খবর
কী করে জানাই বলুন?

মূল্যবান জীবনটি

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

উত্তম হাল নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে
বেহাল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমাজ,
শ্রেষ্ঠ পথের সাধকরা নিশ্চুপ নতজানু নয়;
দেশ জনতার শাশ্বত স্বার্থ রক্ষায় বাধা কিংবা
ব্যঙ্গবিদ্রূপে ক্ষুব্ধহীন অনুত্তেজিত, বরং সুকৌশলী এগিয়ে ব
বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী
কোটি কোটি প্রাণে আলো পৌছে দিতে
সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে।
বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটি আপনি সতত ছিলেন উদ্যোগী
মহান স্রষ্টার হুকুম প্রতিপালনে;
চিড় ধরেনি কখনও বিকল বিষণ্ন সমাজ সমৃদ্ধির মনোযোগে

www.bjilibrary.com

জবাবদিহিতে যদি কিঞ্চিৎও ব্যর্থ মালিকের কাছে,
শেষ শয্যায় খলিফা ওমর ভেবে অস্থির
কেঁদে বুক ভাসালেন!
তাইতো আপনি ভয়ে কম্পিত হয়ে নিবেদিত রইলেন
চির বিদায়ের ক্ষণপূর্বেও।

মূল ঠিকানায় তাকিয়ে জীবন গড়েন যারা
আসল বুদ্ধিমান তারাই, -তাড়িত সঠিক কর্মে দায়িত্বে।

বিমর্ষ যদিও আপনাকে হারিয়ে আজ,
মূল্যবান জীবনটি আপনার
সুখের সান্ত্বনার আমাদের সবার।

বাবা তুমি কোথায়

সায়মা ফেরদৌস

বাবা তুমি কোথায় আছ
আমায় বলে দাও
একটু খানি দেখবো তোমায়
আমায় নিয়ে যাও।
সবই দেখি, সবই বুঝি
মন তো বুঝে না।
বাবা তুমি কোথায় আছ
আমায় নিয়ে যাও।
কেন আমায় রেখে তুমি চলে গেলে
এখন আমি এতিম হলাম বিশ্ব ভুবনেতে।
স্বপ্নেতে দেখি তোমায়
কল্পনাতেও দেখি
কিন্তু তুমি কোথায় আছ
বুঝি নাতো আমি।

সায়মা ফেরদৌস : মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কনিষ্ঠ কন্যা

www.bjilibrary.com

মন তোমাকে খোঁজে

শেখ সাফওয়ানা জেরীন

প্রতিদিন ফজর নামাজের পরে
তোমাকেই শুধু মনে পড়ে
যখন যাই দাওয়াতের কাজে
তোমার স্মৃতি শুধু চোখে ভাসে।

তুমি আছো মোদের অন্তরে
তোমার স্নেহের কথা মনে পড়ে।
কাঁদি মোরা খোদার কাছে
তোমার আত্মা যেন শান্তিতে থাকে।
হু হু করে কেঁদে উঠি ঘুমের ঘোরে।
তোমার স্মৃতি যখন মনে পড়ে।
ফজর নামাজের পর আসতে মোদের ঘরে
তাইতো বেশি মনে পড়ে
প্রতিদিন ফজর নামাজের পরে।
তোমাকে দেখলে আনন্দ আসতো মনে
মন তাই বারে বারে তোমাকেই খোঁজে।

সত্যের নির্ভীক সৈনিক

আস হোমায়দী

বাতিলের প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বার তর্জন
মহারুদ্রের উলঙ্গ ভৈরব গর্জন
সবি করে উপেক্ষা যে জন
সত্যের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে
বাংলার সবুজ ময়দানে নির্ভয়ে
চলেছিল সবারি অগ্রজ হয়ে
কোরান হাদীস করে অনুসার
জমিয়েছে সাহস হৃদয়ে যার
মাওলানা ইউসুফ নাম তার।
সে মহান গুরুজন
প্রভুর কাছে গেছে নির্জন
রেখে সব আত্মীয় স্বজন
যখনই তাঁর কথা স্মরণে পড়ে
দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়ে
স্বজন হারার ব্যথিত হৃদয়ের পরে
মহান প্রভুর কাছে করি মোনাজাত
সত্যের এ নির্ভীক সৈনিকে দেন
যেন তিনি রাহাত
শেষ বিচারের দিনে পায় যেন
উঁচুমানের জান্নাত।

www.bjilibrary.com

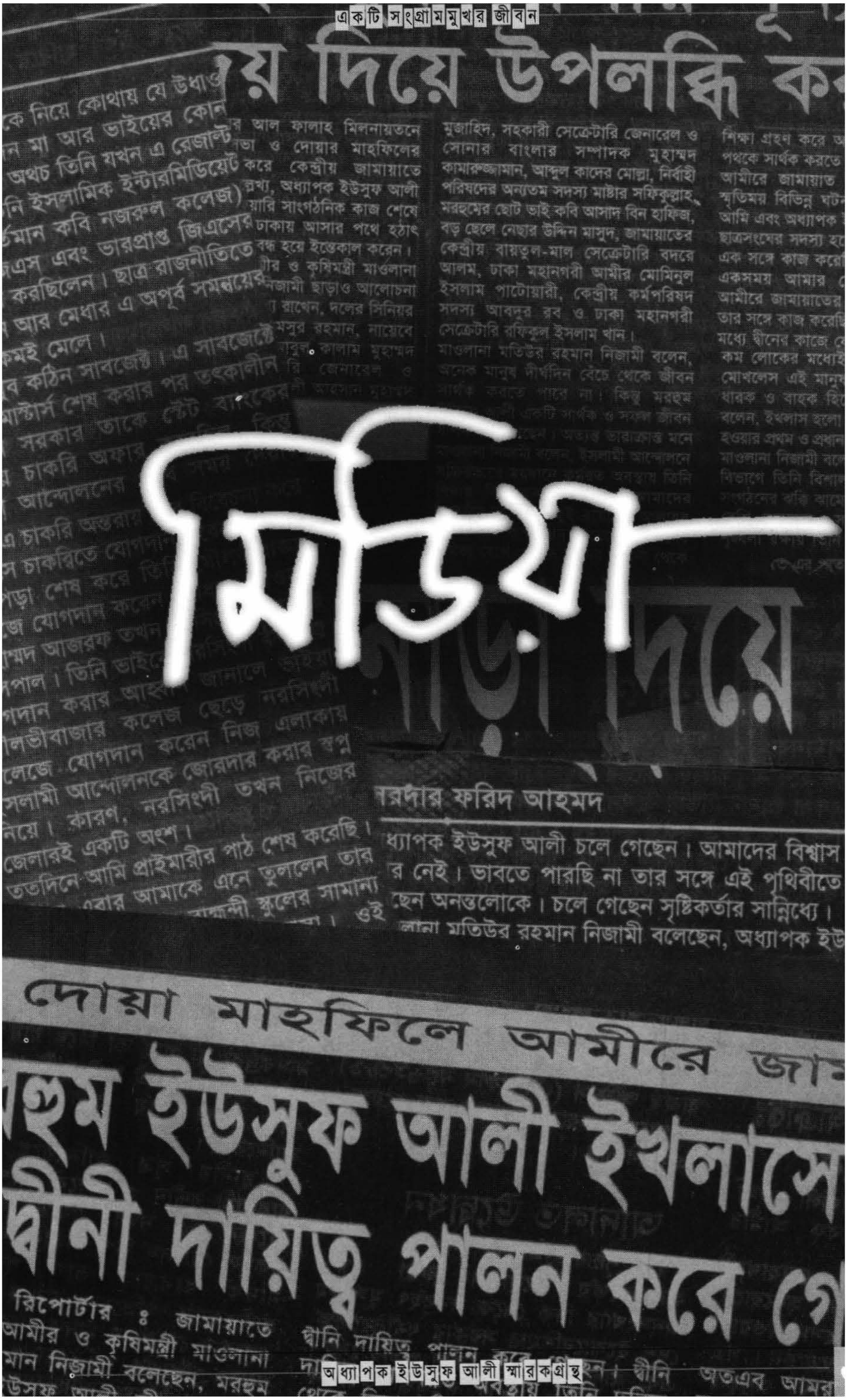

www.bjilibrary.com

যে মৃত্যু নাড়া দিয়ে গেলো সবাইকে

সরদার ফরিদ আহমদ

অধ্যাপক ইউসুফ আলী চলে গেছেন। আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না যে তিনি আর নেই। ভাবতে পারছি না তার সঙ্গে এই পৃথিবীতে আর দেখা হবে না। তিনি চলে গেছেন অনন্ত লোকে। চলে গেছেন সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর শূন্যতা আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি। জনাব নিজামী আমাদের সবার মনের অব্যক্ত কথাটাই বলে দিয়েছেন।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর চেয়ে কত বেশি বয়সী মানুষ এখনও দিব্যি বেঁচে আছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তিনি দীর্ঘদিন হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। ডাক্তার বলেছিলেন, তাকে এখন ওষুধের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হবে। তিনি যে এতোটা অসুস্থ তা কিন্তু কেউ জানতোই না। অবশ্য জানার উপায়ও ছিল না। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর দায়িত্ব থেকে অনুপস্থিত থাকেননি। নিজের অসুস্থতার কথাও কাউকে বলতেন না। এ কারণেই কেউ ভাবতে পারেননি তিনি এতোটা তাড়াতাড়ি চলে যাবেন।

মরহুমের এক মামার বয়স ১১০ বছর। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন তার ৮৬ বছর বয়সী বৃদ্ধা মা। কাজেই তাঁর এই হঠাৎ চলে যাওয়াকে মেনে নেয়া কঠিন ৫ পুত্র নেছারউদ্দিন মাসুদ, সালেহ মাহমুদ, শরীফ উদ্দিন মওদূদ, শফিউদ্দিন মাকসুদ ও মোহসীন উদ্দিন মাসুমের পক্ষে। পিতার বিদায়ে কাঁদছেন প্রিয় চার কন্যা রহিমা আখতার রিনা, শাহীনা পারভীন, সায়িদা জাহান ও সায়মা ফেরদৌস। তার বিধবা স্ত্রী নির্বাক হয়ে গেছেন। দুই ভাই অধ্যাপক মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী ও কবি আসাদ বিন হাফিজ কী হারিয়েছেন তা কেবল তারাই জানেন। বৃদ্ধা মা কী করে এই দুঃসহ পুত্রশোক সইবেন ভাবলেই ভারী কষ্টরা এসে বুক চেপে ধরে।

কী বর্ণাঢ্যই না ছিল তাঁর শিক্ষাজীবন। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কখনো দ্বিতীয় হননি। প্রথম স্থানটি ছিল যেন তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। ষষ্ঠ শ্রেণীতে মেধাবৃত্তি লাভ করেন।

www.bjilibrary.com

ম্যাট্রিকে মেধা তালিকায় স্থান করে নেন। তাঁর অবস্থান ছিল ১৩তম। ইন্টারমিডিয়েটে তৎকালীন পাকিস্তান শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় তাঁর নামটি একদম শীর্ষে অর্থাৎ এক নম্বরে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হন। বিষয় অর্থনীতি। অনার্স ও মাস্টার্স করেন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়ে।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রায় ১২টি গ্রন্থ লিখে গেছেন। এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইসলামের বিভিন্ন দিক এবং ইসলামী আন্দোলন। তিনি যেমন অত্যন্ত সহজভাবে বলতে পারতেন, তেমনি তাঁর লেখাও অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। লেখায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা সহজে বোঝা যায়। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যেমন প্রয়োজনীয়, তেমন প্রিয়ও বটে।

ছাত্রজীবন থেকেই এই মানুষটি ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর গোটা জীবনটাই ইসলামের পথে ব্যয় করেন। জীবনের একটি মুহূর্তেও তিনি ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকেননি। মৃত্যুকালেও তার প্রমাণ রেখে গেলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় সংগঠনের কাজ শেষে ঢাকা ফেরার পথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ দ্বীনের পথে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। এ মৃত্যু সাধারণ কোনো মৃত্যু নয়। নিঃসন্দেহে এটি শহীদি মৃত্যু। আর এই ধরনের মৃত্যুর সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দারাই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। আর তিনি তো তাঁর গোটা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই ব্যয় করেছেন প্রিয় প্রভুর প্রিয় বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তিনি তা হতে পেরেছিলেন।

কেমন মানুষ ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী? একদম সাধারণ। কিন্তু লক্ষ্যের ক্ষেত্রে, আদর্শের ক্ষেত্রে অসাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়ার পরপরই করাচীস্থ স্টেট ব্যাংকে তাঁর অফিসারের চাকরি হয়েছিল। ব্যাংক তাঁকে বিমানের টিকিটও পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি যোগ দেননি। বেছে নিয়েছিলেন কলেজে শিক্ষকতার পেশা। উদ্দেশ্য একটাই, এতে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা যাবে।

এমন নিরহংকার মানুষ দেখা যায় না। স্মরণসভার আলোচনা সভায় এক বক্তা বলেছেন, তাঁর মধ্যে রাগ বলতে কিছু ছিল না। মনে হতো যেন তিনি রাগতেই জানতেন না। সংগঠনের ঝামেলাপূর্ণ কাজগুলো তিনি নীরবে করে যেতেন। কোথাও তাঁর উপস্থিতিকে তিনি সরব করতে চাইতেন না।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী তাঁর গোটা পরিবারকেই ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন। এটি তাঁর একটি বড় ধরনের কৃতিত্ব। পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরিবারের সদস্যদের কাছে একজন ব্যক্তি একেবারে খোলামেলা থাকেন। তার দোষত্রুটি পরিবারের কাছে গোপন রাখা সম্ভব নয়। কাজেই ইউসুফ আলীর চরিত্র, আচরণ এবং ইসলামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এমনই ছিল যে, পরিবারের সদস্যরা তাকেই অনুকরণীয় মানুষ হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ ধরনের অনুকরণীয় মানুষ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তিনি তা হতে পেরেছিলেন।

দুনিয়ায় বিরাট কিছু হতে হবে- এরকম ভাব তাঁর মধ্যে কোনোদিন কেউ লক্ষ্য করেনি। অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন যাপনকে তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি অনেক বড় হয়েছিলেন। অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। একারণেই তাঁর সহকর্মীরা নির্দ্বিধায় স্বীকার

www.bjilibrary.com

করতে বাধ্য হয়েছেন- তাঁর শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার যোগ্যতাই সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। এটি ইউসুফ আলীর মধ্যে একশ' ভাগই ছিল।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর এই বিদায়ে সোনার বাংলা পরিবার শোকাভিভূত। এই মানুষটির প্রচারবিমুখতা দেখলে অবাক হতে হয়। নিজের খবর কিংবা ছবির ছাপার অনুরোধ কিংবা নির্দেশ জানিয়ে সোনার বাংলায় কম টেলিফোন আসে না। কিন্তু এই মানুষটি একদিনের জন্যও তাঁর কোনো নিউজ কিংবা ছবির ছাপানোর ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিতময় আচরণও করেননি। তাঁর সাথে কোনো সংবাদ নিয়ে কথা বলতে গেলে বলতেন, এটি সম্পাদক কামারুজ্জামান দেখবে। আমার কাজ কী করে সোনার বাংলার জন্য অর্থের যোগান বাড়ানো যায়।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় গত সংখ্যায় একটি ঘোষণা ছাপা হয় যে, পরবর্তী সংখ্যায় (চলতি সংখ্যা) অধ্যাপক ইউসুফ আলীর স্মরণে বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে। এই ঘোষণায় যে সাড়া পাওয়া গেছে তা দেখে আমরা অভিভূত। মরহুমের ঘনিষ্ঠজনরা অসংখ্য লেখা পাঠিয়েছেন। এটি তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসারই নিদর্শন। সব লেখা চলতি সংখ্যায় ছাপানো সম্ভব হয়নি জায়গার অভাবে। হয়তো সামনের সংখ্যাগুলোতে ওইসব লেখা ছাপা হবে। এসব লেখায় তাঁর চরিত্রের মাধুর্যময় অসংখ্য দিক সম্পর্কে জেনে আমরা অবাক হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি।

জানাযায় মানুষের ঢল নেমেছিল

মরহুমের তিনটি জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসায়। দ্বিতীয়টি হয় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে। তৃতীয়টি হয় তার গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জে। প্রতিটি জানাযায় ছিল উপচেপড়া ভিড়। বায়তুল মোকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত জানাযায় ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও কৃষিমন্ত্রী (বর্তমানে শিল্পমন্ত্রী) মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জানাযার আগে মাওলানা নিজামী ও জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

মাওলানা নিজামী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, ১৯৬১ সালে অধ্যাপক ইউসুফ আলী আলীয়া মাদরাসায় আসেন ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতে। আমি ভেবে অবাক হয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র মাদরাসার ছাত্রদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি বলেন, মরহুমের অধীনে কর্মী হিসেবে আমি ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেছি। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য গোটা জীবনকেই ওয়াকফ্ করে গেছেন।

বায়তুল মোকাররমে মরহুমের জানাযায় জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, বস্ত্রমন্ত্রী ও বিএনপি'র নেতা আবদুল মতিন চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান এমপি ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সেক্রেটারী বদরে আলম, সংগঠনের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা,

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের ও এটিএম আজহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের ও মীর কাসেম আলী, কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী অধ্যাপক মুহাম্মদ তাসনীম আলম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা রফিউদ্দিন আহমদ, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব, সাইফুল আলম খান মিলন, এডভোকেট শেখ আনসার আলী, সাবেক যুগ্ম সচিব নূর মুহাম্মদ আকন, অধ্যাপক ফকির মুহাম্মদ শাহেদ আলী, মুহাম্মদ আবদুর রব, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর মুমিনুল ইসলাম পাটওয়ারী, চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমীর আবদুল ওয়াহেদ, সিলেট দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমীর মোঃ আবদুস সাত্তার, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আউয়াল, নারায়ণগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা মঈনুদ্দীন আহমদ, গাজীপুর জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক ফজলুল করিম, টাংগাইল জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবদুল হামিদ, নোয়াখালী জেলা জামায়াতের আমীর আবদুল মোনায়েম, কিশোরগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবদুল হামিদ, ঢাকা জেলা উত্তর জামায়াতের আমীর মাওলানা আমীর হোসাইন, লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর মাস্টার রুহুল আমীন, গাইবান্ধা জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আজিজ এমপি, শাহজাহান চৌধুরী এমপি, মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী এমপি, মাওলানা রিয়াছত আলী এমপি, মিজানুর রহমান চৌধুরী এমপি, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর পরিচালক মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের নায়েবে আমীর এডভোকেট জসীমউদ্দিন সরকার ও মাওলানা এটিএম মাসুম ও সেক্রেটারী রফিকুল ইসলাম খান, শরীয়তপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম খান, কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরার সদস্য ও জামায়াতের অফিস সেক্রেটারী অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী জামায়াতে সহকারী সেক্রেটারী আমিনুল ইসলাম ও মরহুমের সহোদর ছোট ভাই কবি আসাদ বিন হাফিজ, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুজিবুর রহমান মনজু ও সেক্রেটারী জেনারেল সেলিম উদ্দিন ও জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরীর নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক জামায়াত নেতা-কর্মী ও মুসল্লী শরীক হন।

বায়তুল মোকাররমের নামাজে জানাযা শেষে মরহুমের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বড়গাঁও গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। বড়গাঁও মাদরাসা প্রাঙ্গণে তৃতীয় নামাজে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়। দাফন অনুষ্ঠানে শরীক হন জামায়াতের তিন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবু তাহের ও এটিএম আজহারুল ইসলাম। গ্রামের বাড়ির জানাযায় যারা শরীক হয়েছেন তাদের অনেকেই বলেছেন, এলাকায় মরহুমের কী যে জনপ্রিয়তা ছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সরদার ফরিদ আহমদ, *সাংবাদিক*

৭ মার্চ ২০০৩ তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সোনার বাংলার প্রধান প্রতিবেদন।

www.bjilibrary.com

আসুন আমরা অধ্যাপক ইউসুফের জন্য দোয়া করি

জীবন এবং মৃত্যু দুটি শব্দ পাশাপাশি চলে আসছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। ইসলামী আকিদা বিশ্বাসে জীবন ও মৃত্যুকে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্ধারিত সীমারেখা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে কারীমে বলা হয়েছে কেউ যদি সুরক্ষিত দুর্গের ভিতরেও থাকে তবুও তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। জীবন মৃত্যুর এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানুষ নানাভাবে সুখ্যাতি অথবা কুখ্যাতি অর্জন করে। যারা নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ মানবেতিহাসে তাঁরা স্মরণীয়। জালেম বাদশাহ খোদাদ্রোহী সবাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। আল্লাহ প্রেরিত মহামানবরা (আঃ) যুগযুগ ধরে স্মরণীয়। আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানব জাতির জন্য আদর্শ। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেইনরা রাসূলের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তী যুগেও বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা নবীর (সাঃ) আদর্শ অনুসরণে অগ্রবর্তী ছিলেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী তাঁর সমসাময়িক লোকদের মধ্যে নবীর (সাঃ) আদর্শের অনুসরণে তুলনামূলকভাবে অগ্রবর্তী ছিলেন। বিলাসিতার এই যুগেও তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। বিত্ত সম্পদ গড়ার পিছনে মানুষের যে ছোটাছুটি তিনি তা থেকে ছিলেন মুক্ত। তাঁর মীরহাজিরবাগের বাড়িটি স্ত্রীর মিরাসী সূত্রে পাওয়া জায়গা। আমাদের সমাজে অনেকেই আঙ্গুল কেটে শহীদ সাজতে চায়। কিন্তু অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। ক্যারিয়ার সেক্রিফাইজ বলতে যা বোঝায় সত্যিকার অর্থে তিনি তাই করেছেন। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারী হয়েও তিনি সরকারী চাকরিতে না গিয়ে কষ্টের জীবন বেছে নিয়ে আন্দোলনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অনেক মানুষের মধ্যে লোভ, লালসা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদি দেখা যায়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী এসব থেকে দূরে ছিলেন। তাঁর মধ্যে অহংকার বলে কোনো জিনিস ছিল না। তাঁর যে ক্যারিয়ার সে হিসাবে তাঁর বিশাল অহংকারী হবার কথা ছিল। তিনি একেবারেই নিরহংকার ছিলেন। ভালো রেজাল্ট বা ভালো ক্যারিয়ারই যে তাঁর ছিল শুধু তাই নয়, তিনি সত্যিকার অর্থে লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কঠিন বিষয়বস্তুকে সহজ ভাষায় তুলে ধরার যে ক্ষমতা সেটাও

www.bjilibrary.com

তাঁর ছিল। তাঁকে কেউ কখনো রাগ করতে কিম্বা ক্ষিপ্ত হতে দেখেছে এমন দৃষ্টান্ত হয়তো মিলবে না। তিনি একজন আমানতদার মানুষ ছিলেন। সোনার বাংলার এমডি হিসেবে এর আয় উন্নতি নিয়ে চিন্তাভাবনাই ছিল তাঁর বড় কাজ। তিনি বেহিসাব খরচ করা অপছন্দ করতেন। খরচের আউটপুট কি আসবে তা নিয়ে আগেই চিন্তাভাবনা করতেন। ধুম ধারাক্কা গোছের কাজ কর্ম পছন্দ করতেন না। যে তিনটি আমল মানুষের মৃত্যুর পরও কাজে আসবে বলে রাসূলে খোদা (সাঃ) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন ইউসুফ আলী সে কাজগুলো করে গেছেন। তাঁর সন্তান তাঁর মৃত্যুর পর দোয়া করবে পিতার রুহের মাগফেরাতের জন্য। অপর দিকে তিনি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে গেছেন। যাত্রাবাড়ীর যে জমিতে এখন দেশের অন্যতম শীর্ষ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তা'মিরুল মিল্লাত মাদরাসা সেই জায়গাটি তিনি তাঁর শ্বশুর গোষ্ঠির লোকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। জামাই হিসাবে তাঁদের উপর অধ্যাপক ইউসুফ আলীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি শ্বশুর গোষ্ঠির লোকদের কাছ থেকে এই জায়গাটি মাদরাসার জন্য না নিয়ে নিজের জন্যও নিতে পারতেন। এই মাদরাসা যতদিন থাকবে অথবা এই প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া আলেমরা সারাজীবন তাঁর জন্য দোয়া করে যাবে। তিনি বুদ্ধি খাটালে জায়গাটি দখল করে কোটিপতি বা বহু কোটিপতি বনে যেতে পারতেন। তিনি তা না করে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করে গেছেন- যা তাঁর অনন্ত জীবনে কাজে আসবে। তিনি নিজের এলাকায়ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অধ্যাপক ইউসুফ আলী সোনার বাংলার এমডি ছিলেন। দেখা যায়, অনেকেই নিজের নিউজ ছাপানোর জন্য টেলিফোনের পর টেলিফোন করতে থাকেন। আবার নিউজটি মনমত ছাপা না হওয়ায় ক্ষোভ, বিরক্তি, হুমকি ইত্যাদিও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই পাঁচ বছরে অধ্যাপক ইউসুফ আলী কোনো নিউজ ছাপানোর জন্য কোনো অনুরোধ নির্দেশ বা টেলিফোন করেননি। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর বহু লেখা এখনো সোনার বাংলার ড্রয়ারে পড়ে আছে। তিনি কোনোদিনই সে লেখা কেন ছাপা হচ্ছে না- এমন কথা বলেননি।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী জ্ঞানে গুণে কর্মে আমলে একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। আসুন, আমরা সবাই তাঁর পরকালীন নাজাতের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করি।

৭ মার্চ ২০০৩ তারিখের সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদকীয়।

www.bjilibrary.com

Yusuf Ali 1940-2003

Islamic politics in Bangladesh

A prominent intellectual dedicated academic, author and journalist, Professor Yusuf Ali, 63, was essentially a tireless campaigner for Islamic change in Bangladesh. He played an important role in the Islamic movement of Bangladesh to which he was attached for some 44 years. When he died of heart attack on 26 February 2003, he was assistant secretary general of the Jamaat-e-Islami Bangladesh.

As a journalist he achieved fame early in his career in the first half of the 1960s when he was working for the prestigious English-language weekly The Young Pakistan.

Soon after taking a masters degree in economic from the University of Dhaka. Yusuf Ali joined the Maulavi Bazar Degree College as a lecturer of economics. He then moved to Narshingdi Degree College where he taught economics from 1964-1971.

He was also a key figure in promoting the concept of Islamic economics to the economic and banking community that was reluctant to embrace such a new discipline. The title of the first of his many books- all in Bengali- was 'Economic Equality and Islam.'

However, Yusuf Ali did not write on economics alone, but on other areas, too; always with an eye on furthering the cause of Islam. His involvement with the Islamic struggle, which extended throughout his entire adult life, began in 1959 when he joined the Islami Chatra Shangha (Islami Jami-at-e-Talaba), moved profoundly by an inspiring speech of the late Khurram Jah Murad (1932-96, Obitury, impact, February, 1997).

Yusuf Ali went on to serve the movement in a number of capacities pioneering a whole range of successful institutions in Bangladesh, including the famous Tamir-e-Millat Trust. He was also involved with a number of educational institutions.

As his long journey on the path of Islamic dedecation began so did it end; he breathed his last on his way back after addressing convention of party leaders of their zone in Chandina in the district of Comilla.

Professor Yusuf Ali left behind his mother, two brothers, wife five sons and four daughters as well as many friends and admirers. He was laid to rest at Bargaon in Kaligonj.

Chowdhury Mueen-Uddin
Impact International, April 2003.

www.bjilibrary.com

দোয়া মাহফিলে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর শূন্যতা আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মরহুম অধ্যাপক মুহম্মদ ইউসুফ আলীর স্মরণে গত সোমবার আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। আমীরে জামায়াত থেকে শুরু করে প্রত্যেক বক্তাই মরহুমকে একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, দ্বীনি কাজে রত থাকা অবস্থায় মৃত্যু নিঃসন্দেহে শাহাদাতের মৃত্যু। সেই মর্যাদাশীল মৃত্যুই অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ভাগ্যে হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

মগবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করে কেন্দ্রীয় জামায়াতে ইসলামী। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ইউসুফ আলী গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সাংগঠনিক কাজ শেষে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় আসার পথে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন।

জামায়াতের আমীর ও কৃষিমন্ত্রী (বর্তমানে শিল্পমন্ত্রী) মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছাড়াও আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন দলের সিনিয়র নায়েবে আমীর শামসুর রহমান, নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সোনার বাংলার সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা, নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য মাস্টার সফিকুল্লাহ, মরহুমের ছোট ভাই কবি আসাদ বিন হাফিজ, বড় ছেলে নেছার উদ্দিন মাসুদ, জামায়াতের কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সেক্রেটারি বদরে আলম, ঢাকা মহানগরী আমীর মোমিনুল ইসলাম পাটোওয়ারী, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য আবদুর রব ও ঢাকা মহানগরী সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম খান।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, অনেক মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে জীবন সার্থক করতে পারে না। কিন্তু মরহুম ইউসুফ আলী একটি সার্থক ও সফল জীবন যাপন করে গেছেন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে মাওলানা নিজামী বলেন, ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ময়দানে কর্মরত অবস্থায় তিনি বিদায় নিয়েছেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই রয়েছে। আল্লাহর যেসব প্রিয় বান্দা দ্বীন কায়েমে এ ধরনের ভূমিকা রেখে গেছেন তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা আমাদের চলার পথকে সার্থক করতে পারি।

www.bjilibrary.com

আমীরে জামায়াত মরহুমের সঙ্গে তাঁর স্মৃতিময় বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বলেন, আমি এবং অধ্যাপক ইউসুফ আলী একসঙ্গে ছাত্রসংঘের সদস্য হয়েছিলাম। সেই থেকে এক সঙ্গে কাজ করেছি। অধ্যাপক ইউসুফ এক সময় আমার নেতা ছিলেন। পরে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব নেবার পরও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর মধ্যে দ্বীনের কাজে যে ইখলাস দেখেছি তা কম লোকের মধ্যেই থাকে। প্রচারবিমুখ, মোখলেস এই মানুষটিকে দ্বীনের একজন ধারক ও বাহক হিসেবে পেয়েছি। তিনি বলেন, ইখলাস হলো আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত।

মাওলানা নিজামী বলেন, জামায়াতের প্রচার বিভাগে তিনি বিশাল ভূমিকা রেখেছেন। সংগঠনের ঝক্কি ঝামেলার কাজগুলোই তিনি বেশি করতেন। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর শূন্যতা আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি। আবেগআপ্লুত কণ্ঠে আমীরে জামায়াত বলেন, মরহুমের কর্মকাণ্ডের ওপর একটি স্মারক বের হওয়া উচিত। যাতে করে ভবিষ্যতে যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে শরীক হবে তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মাওলানা নিজামী বলেন, ইসলামী আন্দোলন আজ যে পর্যায়ে এসেছে তা হঠাৎ একদিনে আসেনি। আমাদের যাদের ছবি প্রতিদিন পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁদের জন্যও নয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মতো নীরব কর্মীদের ত্যাগ ও অবদানের জন্যই আজ ইসলামী আন্দোলন এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সিনিয়র নায়েবে আমীর শামসুর রহমান বলেন, মরহুম ইউসুফ আলী কখনো ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পেছনে ছিলেন না। ইসলামী আন্দোলনে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কোনো দায়িত্ব পালনে তাঁর মধ্যে কোনো রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।

মাওলানা আবুল কালাম ইউসুফ বলেন, তিনি এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যা অন্য লোক দিয়ে পূরণ করা যাবে না। তিনি সবসময় নীরব ও নিরহংকার ছিলেন। তাঁকে জীবনে কেউ রাগের চেহারায় দেখেনি। তিনি তাঁর জীবনের বিশেষ দু'টি দিকের উল্লেখ করেন। একটি হচ্ছে তিনি তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক করতে পেরেছেন। অন্যটি হচ্ছে তিনি তামীরুল মিল্লাত মাদরাসাসহ অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যার সওয়াব তিনি কবরে বসেও সদকায়ে জারিয়া হিসেবে পেতে থাকবেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, এমন কিছু জীবন আছে যে জীবনগুলোর কথা রক্তের সম্পর্কের না হলেও বারবার মনে পড়ে। অধ্যাপক ইউসুফ আলী তাদের একজন। কতগুলো পদ আছে সেগুলো শূন্য হলে অফিসিয়ালি হয়তো পূরণ করা সম্ভব, কিন্তু তেমন গুণের লোক দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী জামায়াতের তেমন কিছু পদে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মরহুমের সহকারীদের সে ধরনের গুণাবলীসম্পন্ন জীবন গঠনের চেষ্টা চালানো উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ইসলামী আন্দোলনের একজন মজবুত সংগঠক ছিলেন। সারাজীবন তিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য আন্দোলন করে গিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

সংগঠনের কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক বদরে আলম বলেন, মরহুমের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তিনি যেভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন আমরা যদি সেইভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারি তাহলেই মরহুমের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে।

সংগঠনের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী অত্যন্ত সহজ-সরল, সাধা-সিধে জীবনযাপন করতেন। জামায়াতে ইসলামীর অগ্রযাত্রা ও অগ্রগতির পেছনে মরহুমের বিরাট অবদান রয়েছে। মরহুম একজন প্রতিভাবান ও মেধাবী রাজনৈতিক নেতা ও দরদী মানুষ ছিলেন। তিনি বহুবিধ দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন।

সংগঠনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা ছিলেন। মৃত্যুভীতি তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি একজন মহৎপ্রাণ ও প্রশান্ত আত্মার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

মাস্টার শফিকুল্লাহ মরহুম ইউসুফ আলীকে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি বলে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর মৃত্যু নিঃসন্দেহে শহিদী মর্যাদার দাবিদার। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।

মরহুমের ছোট ভাই আসাদ বিন হাফিজ বলেন, মরহুম নিজেই কেবল ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে শরীক হননি- গোটা পরিবারকে তিনি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য সরকারী চাকরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেননি।

বদলে আলম মরহুমকে তাঁর দীর্ঘদিনের সাথী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর লাশের সঙ্গে তাঁর এলাকায় গিয়ে দেখেছি জনগণ তাঁকে কেমন ভালোবাসে। এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা চোখে না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

মুমিনুল ইসলাম পাটোওয়ারী বলেন, এই মৃত্যু আমাদের জন্য একটি বড় ধরনের আঘাত। তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের মূর্তপ্রতীক। গোটা জীবন তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য ব্যয় করে গেছেন।

মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের ও এটিএম আজহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা সরদার আবদুস সালাম, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব, সাইফুল আলম খান মিলন, ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, মাওলানা এটিএম মাসুম, সহকারী সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম ও আহমদুল্লাহ, মরহুমের ভাই অধ্যাপক ইদ্রিস আলী এবং জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরী নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক তাসনীম আলম।

আলোচনা শেষে মাহফিলে উপস্থিত জনতাকে সাথে নিয়ে মরহুমের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

৭ মার্চ ২০০৩ তারিখে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ

জাতি ইসলামী আন্দোলনের একজন মহান ব্যক্তিকে হারালো

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে সারাদেশে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন মহান ব্যক্তিত্বকে হারালো। বিদায় নিলেন একজন খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক ও সমাজহিতৈষী মানুষ। তাঁর শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়।

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মৃত্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তি গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। এসব বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, তাঁর এই মৃত্যু ইসলামী আন্দোলনের জন্য অপূরণীয়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান, নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।
শোকবাণীতে তাঁরা বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে জাতি একজন খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিকে হারালো। মরহুম ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের বলিষ্ঠ সংগঠক ও নেতার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সেশনে বৃহত্তর ঢাকা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকা জেলায় সংগঠনের কাজের অগ্রগতির পেছনে মরহুম বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৮৮ সাল থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন। ষাটের দশক থেকে শুরু করে এ দেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।
শোকবাণীতে তাঁরা আরো বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে জড়িত থেকে সমাজসেবক হিসেবেও বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন। ঢাকা মহানগরী যাত্রাবাড়ীর মীরহাজীরবাগে অবস্থিত তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এ মাদরাসার উন্নতির পেছনে মরহুমের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন যা ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের চলার

www.bjilibrary.com

পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। মরহুম ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, খোদাভীরু, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নিরহংকার সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও উত্তম ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করতো। তাঁর ইন্তেকালে ইসলামী আন্দোলনের যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। আল্লাহ তাঁর জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

তাঁরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাদের এ শোক সহ্য করার তওফিক প্রদানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সৌদী আরব থেকে এক শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তিনি বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবত আমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে ইসলামী আন্দোলন করে এসেছেন। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালে ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। তাঁর স্থান সহজে পূরণ হওয়ার নয়। আল্লাহ তাঁর জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতে সম্মানজনক স্থান দান করুন। তিনি মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাদের এ শোকে সান্ত্বনা দান করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

আহমদ তুতুনজী

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আহমদ তুতুনজী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক শোকবাণী পাঠিয়েছেন। শোকবাণীতে তিনি বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী ইসলাম ও বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য যে বিরাট খেদমত করে গিয়েছেন তা কবুল করে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। তিনি মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজন এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে ইসলামী ফোরাম ইউরোপের নেতা মোসলেহ উদ্দিন ফরাজী ও ডাঃ আবদুল বারী এক শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তারা মরহুমের জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

জামেয়া ইসলামিয়া

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে জামেয়া ইসলামীয়া ঢাকার চেয়ারম্যান মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি ও সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ এক শোকবাণীতে মরহুমের জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী করার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসার পরিচালনা

www.bjilibrary.com

কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন বলেন, মরহুমের জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

নেত্রকোনা জেলা জামায়াত

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর মাগফিরাতের জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ নেত্রকোনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এক দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ফজলুল করিম, নেত্রকোনা জেলা জামায়াতের আমীর আবদুল হাকিম ও সেক্রেটারি মাওলানা এনামুল হক, সদর থানার আমীর মাওলানা জয়নাল আবেদীন, নেত্রকোনা পৌরসভা জামায়াতের আমীর মাওলানা কামালউদ্দিন।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি ড: মোহাম্মদ লোকমান, সহসভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও অধ্যাপক ফজলুল হক এবং সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ আলী আকবর এক শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তারা মরহুমের জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী করার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির সভাপতি মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, সহসভাপতি মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল খালেক মজুমদার ও সেক্রেটারি ডা. মতিয়ার রহমান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবাণীতে তারা বলেন, মরহুমের জীবনের সকল দ্বীনি খেদমত কবুল করে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। তারা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ওমানের বন্ধু সমাজ

ওমানের বন্ধু সমাজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান ও সহসভাপতি আবদুল মালেক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে পাঠানো এক শোকবাণীতে মরহুমের জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার, ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সংকটময় মুহূর্তে ছিলেন একজন অনুকরণীয় সাহসী ও নিবেদিত সিপাহসালার। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ আজীবন শ্রদ্ধাভরে তাঁকে স্মরণ করবে। নেতৃবৃন্দ বলেন,

www.bjilibrary.com

তিনি অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে যারা জন্ম নেবে আশা করা যায় তারা সকলেই আল্লাহর সৈনিক হবে। নেতৃবৃন্দ মরহুমের দ্বীনি সকল কর্মকে কবুল করে পরকালে সর্বোচ্চ জান্নাত দানের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে কায়মন বাক্যে দোয়া করেন। নেতৃবৃন্দ সকল দ্বীনি ভাই বিশেষ করে মরহুমের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা জানান।

রাজশাহী মহানগর জামায়াত

রাজশাহী মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর আতাউর রহমান ও সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ এক শোকবাণীতে বলেন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ইন্তেকালে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। তিনি সারাজীবন আল্লাহ দ্বীন কায়েমের জন্য আন্দোলন করে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী করার জন্য তারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। তারা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ডঃ মানাজির

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকের মহাপরিচালক ডঃ মানাজির আহসান। এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। তিনি মরহুমের খেদমত কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করার জন্য দোয়া করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

দিনাজপুর জেলা জামায়াত

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দিনাজপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর আফতাবউদ্দিন মোল্লা, নায়েবে আমীর এডভোকেট আবুল কাসেম ও সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল আজিজ। এক শোকবাণীতে তারা মরহুমের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

বাংলাদেশ মসজিদ মিশন

বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন ও জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান আল মাদানী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

শেখ মাহবুব উল্যাহ ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শেখ মাহবুব উল্যাহ ফাউন্ডেশনের সভাপতি শেখ মোতাহার হোসাইন ও নির্বাহী পরিচালক শেখ আবদুল্লাহ। এক শোকবাণীতে নেতৃদ্বয় বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মৃত্যুতে জাতি একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবককে হারালো। মরহুমের সর্বশেষ লিখিত গ্রন্থ 'মুমিনের পারিবারিক জীবন' বইটি পড়ে আদর্শ পরিবার গঠনে এগিয়ে আসার জন্য সর্বস্তরের জনতাকে তারা আহ্বান জানান।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মাগফিরাত কামনা করে

তা'মীরুল মিল্লাতে দোয়া মাহফিল

গত ৩ মার্চ ২০০৩ তারিখে তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল ও তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল আবদুর রব।

প্রধান অতিথি বলেন, দীর্ঘ দুই যুগ ধরে আমি তাঁর সাথে এই মাদরাসার কাজ করেছি। তিনি যে অসম্ভব রকমের বিনয়ী ও নিরহংকার ছিলেন তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে। তিনি তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠার শুরুলগ্ন থেকেই এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে অত্যন্ত পেরেশানী ও যথেষ্ট সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রিন্সিপাল আবদুর রব বলেন, এই সবুজ শ্যামল বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হিসেবে তাঁর অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করবে। জীবনের প্রতিটি দিকেই তিনি সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রতিটি কর্মপর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন ও সঠিকভাবে তা অনুসরণের ক্ষেত্রে এ মহৎ হৃদয়ের মানুষটি ছিলেন আধুনিক জামানার জীবন্ত মডেল। তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের শোক বহন করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের জন্য জনসাধারণকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে অধ্যাপক ইউসুফ আলীর আজীবন লালিত স্বপ্ন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর জনাব মুমিনুল ইসলাম পাটোওয়ারী বলেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি তাঁর জীবনকে ইসলামী সমাজ কায়েম ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পুরোপুরিভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। ভোগ বিলাসকে পরিত্যাগ করে আখেরাতমুখী জীবন গঠন করার জন্য সহজসরল সাদাসিধা জীবন যাপন করেছেন। তিনি সারাজীবন আত্মপ্রচার বিমুখ থেকে ধৈর্য, মেধা, প্রজ্ঞা এবং যোগ্যতার সবটুকু আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

মুমিনুল ইসলাম পাটোওয়ারী আরো বলেন, তিনি ছিলেন আবেগমুক্ত নীরব সংগঠক। নিজের জীবনকে যেমন তিলে তিলে খাঁটিভাবে ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক তেমনি সমাজ ও দেশকে সেই আলোকিত পথে পরিচালনা করার জন্য আজীবন সাধনা করে গেছেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন মরহুমের ছোট ভাই কবি আসাদ বিন হাফিজ, কাজী আবু আখতার, আলতাফ হোসাইন, আবদুস সবুর ফকির, হাফেজ আলাউদ্দিন, দীন মুহাম্মদ মামুন, ভিপি মাজহারুল ইসলাম ও জহিরুদ্দীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও স্থানীয় গণ্যমান্য মুরুব্বী ও মরহুমের নিকটাত্মীয় উপস্থিত ছিলেন।

৪ মার্চ দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়।

www.bjilibrary.com

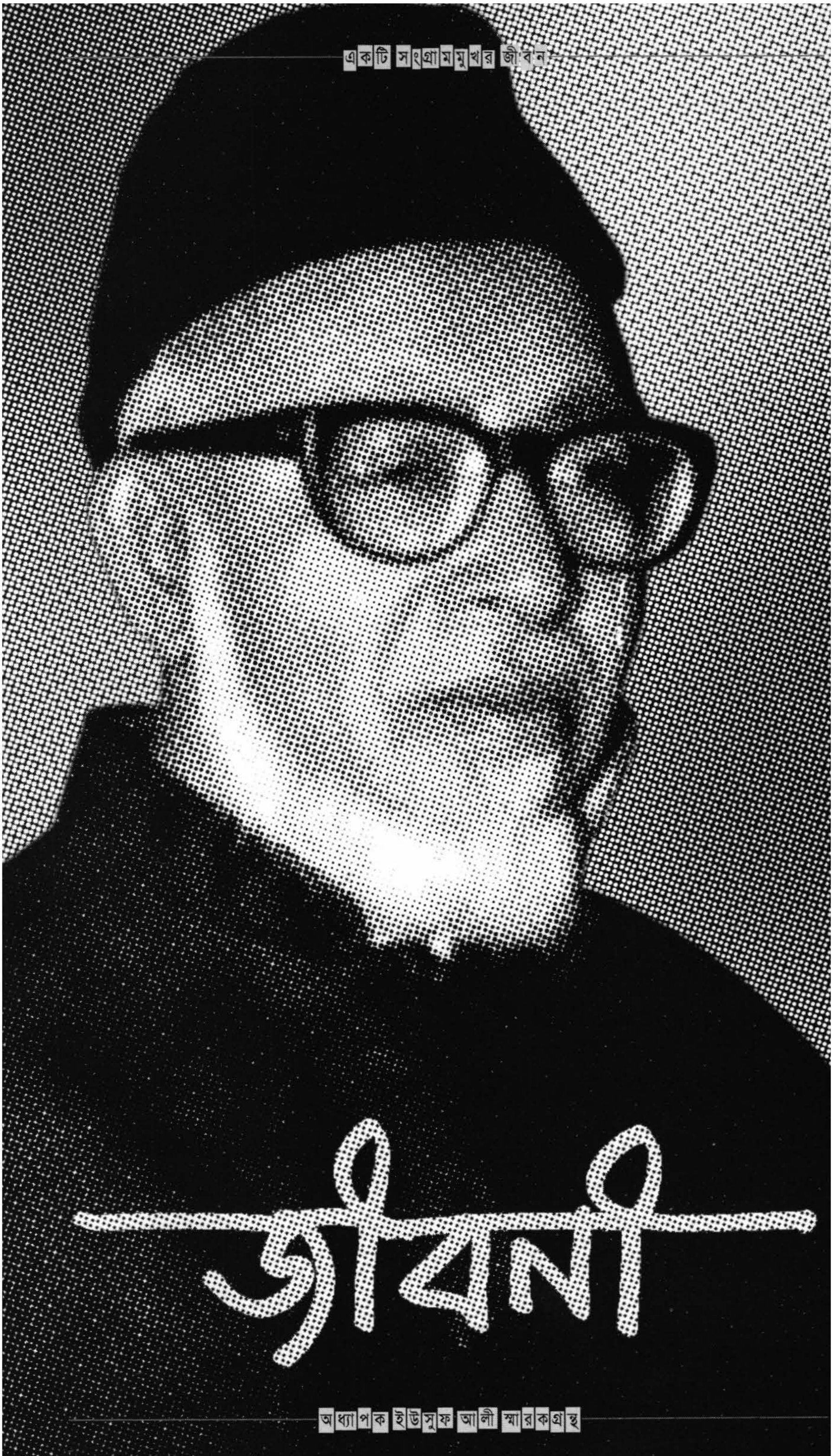

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

জন্ম	ঃ	১ মার্চ ১৯৪২ সাল
পিতা	ঃ	মোহাম্মদ হাফিজউদ্দিন মুন্সী
মাতা	ঃ	জুলেখা বেগম
জন্মস্থান	ঃ	গ্রাম- বড়গাঁও, ডাকঘর- সাওরাইদ বাজার, ইউনিয়ন- মোক্তারপুর, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর।

শিক্ষা জীবন

প্রাথমিক শিক্ষা	ঃ	বড়গাঁও পূর্বপাড়া ফোরকানিয়া মাদরাসা।
প্রাইমারি শিক্ষা	ঃ	বড়গাঁও প্রাইমারি স্কুল।
মাধ্যমিক শিক্ষা	ঃ	খিরাটি জুনিয়র মাদরাসা (মনোহরদী)। একডালা জুনিয়র মাদরাসা (কাপাসিয়া)। ইসলামিক ইন্টামিডিয়েট সরকারি কলেজ (ঢাকা)।
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	ঃ	ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (ঢাকা)।
উচ্চতর শিক্ষা	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা জীবনের কৃতিত্ব

ঃ প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ।

ঃ ষষ্ঠ শ্রেণীতে জুনিয়র মাদরাসা মেধা বৃত্তি লাভ।

ঃ ১৯৫৭ সালে ১৩তম স্থান অধিকার করে হাই মাদরাসা (মেট্রিক) পাস। (ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট (গভঃ) কলেজ, ঢাকা)।

ঃ ১৯৫৯ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে ইন্টারমিডিয়েট পাস। (ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট সরকারি কলেজ, ঢাকা)।

ঃ ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে (২য় শ্রেণী) অনার্স ডিগ্রি লাভ।

ঃ ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে (২য় শ্রেণী) মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ।

সংগঠন ও সাংগঠনিক জীবন

১. কৈশোরেই উদ্যোগী হয়ে বড়গাঁও জনকল্যাণ সমিতি গঠন করেন।

২. ছাত্রজীবনে কালীগঞ্জ থানা ছাত্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তৎকালীন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল আজিজ বাগমারকে সঙ্গে নিয়ে 'কালীগঞ্জ থানা ছাত্রকল্যাণ সমিতি' গঠন করেন।

www.bjilibrary.com

৩. ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদ-এর নির্বাচিত এ,জি,এস। জি,এস-এর অনুপস্থিতিতে সেশনের পুরো সময় জি,এস-এর দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন

এ দেশে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সূচনাপর্বে ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগদান করেন এবং সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক জীবন

১. আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বৃহত্তর ঢাকা জেলা।
২. এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

চাকরি জীবন

১. ১৯৬৪ সালে করাচীতে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের কেন্দ্রীয় অফিসে রিসার্চ অফিসার পদে নিয়োপত্র লাভ করেন এবং বিমানে করাচী যাবার টিকেট পান। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে সে চাকরিতে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।
২. অধ্যাপনা, অর্থনীতি বিভাগ, মৌলভীবাজার ডিগ্রি কলেজে।
৩. বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, নরসিংদী ডিগ্রি কলেজে।
৪. খণ্ডকালীন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জামালপুর ডিগ্রি কলেজ।

সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব পালন

১. সভাপতি, বাংলাদেশ তাঁতী কল্যাণ সমিতি।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৩. ম্যানিজিং ডিরেক্টর, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।
৪. চেয়ারম্যান, আল ইসলাহ ট্রাস্ট, কালীগঞ্জ।
৫. চেয়ারম্যান, বড়গাঁও ঈদগাহ কমিটি।
৬. চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় জামায়াত প্রকাশনী।
৭. চেয়ারম্যান, বড়গাঁও মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা।
৮. প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সেক্রেটারি, তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট।
৯. সেক্রেটারি, বড়গাঁও পূর্বপাড়া ফোরকানিয়া মাদরাসা ও মসজিদ কমিটি।
১০. পরিচালনা পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
১১. নির্বাহী পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি।
১২. কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ সদস্য, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
১৩. প্রতিষ্ঠাতা ফেলো, ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো।

www.bjilibrary.com

স্মৃতির পাতা : কতিপয় খন্ডচিত্র

অধ্যাপক মু. ইদ্রিস আলী

১. বড়ভাই অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী বয়সে আমার প্রায় চার বছরের বড়। পিঠাপিঠি হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মাঝে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকার কথা। কিন্তু তিনি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'বছর পড়ার পরই বাড়ি থেকে ৬/৭ মাইল দূরে খিরাটি জুনিয়র মাদ্রাসায় লজিং থেকে পড়াশুনা শুরু করেন। সেই যে বাড়ি ছাড়লেন আর তিনি ছাত্রজীবনই বলুন আর কর্মজীবনই বলুন স্থায়ীভাবে বাড়িতে বসবাস করতে পারেননি। বাড়ি এলে উনাকে অনেকটা মেহমানের মতই ভাবতাম- পিঠাপিঠি ভাই হিসেবে খেলাধুলা, খুনশুটি, ঝগড়াঝাটি ইত্যাদির তেমন সুযোগই আমাদের মধ্যে হয়ে উঠেনি।

২. বড়গাঁওয়ে অবস্থানরত আমাদের বংশের তিনি আমাদের প্রজন্মের ৯ম সন্তান। শুনেছি তিনি জন্মের পর থেকেই বংশের সকলের এত আদর-যত্ন ও সুনজর পেয়েছেন যা আর কেউ পাননি। এমনকি গোয়ালারাও দুধ নেয়ার সময় প্রতিদিন তাকে খুঁজে নিয়ে কাঁচা দুধ পান করিয়ে তবে যেতেন।

৩. শুনেছি ভাইয়ের জন্মের পূর্বেই মা ভাইয়ের ব্যাপারে চমকপ্রদ শুভ স্বপ্ন দেখতেন। একবার কে যেনো ভাইকে দেখে তার ব্যাপারে এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে চমকপ্রদ সব ভবিষ্যৎবাণী করেন যা পরবর্তীতে যথার্থ হয়েছে।

৪. আমি দেখেছি ভাই সেই ছোট থেকেই যখন ছুটিতে বাড়ি আসতেন তখন পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তাকে আদর আপ্যায়ন করতেন। কারো সাথে দেখা না হলে তারা অনুযোগ করতেন, দুঃখ প্রকাশ করতেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাগানের বিভিন্ন ধরনের ফল বাড়িতে ডেকে নিয়ে খাওয়াতেন। ভাই কারো বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ না পেলে তারা ফল ও অন্যান্য জিনিস আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।

৫. ভাই ক্লাস টু থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত নিজ গ্রামের বাইরে অবস্থান করেই বেশির ভাগ সময় লজিং থেকে লেখাপড়া করেছেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী, লজিং বাড়ি ও ওই এলাকার লোকজন তাকে পরম আদর করতেন- দীর্ঘদিন পরও তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতই আমাদের সাথে এখনও মেলামেশা করেন।

৬. ভাই প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করতেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জুনিয়র মেধাবৃত্তি; হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় ত্রয়োদশ স্থান এবং ইন্টারমিডিয়েটে ইসলামী স্টাডিজ গ্রুপে ১ম স্থান লাভ করেন। প্রতিবার ফলাফলের পরই ৫/৬ মাইল এলাকার বিশিষ্ট লোকজন তাঁকে দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে মিষ্টি মুখের আয়োজন করতেন বিভিন্ন বাড়িতে।

৭. আব্বার পীর ছিলেন নোয়াখালীর মরহুম হযরত মাওলানা হাফেজ মনসুর আহমেদ (শাহওয়ালী উল্লাহ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাফেজ নেছার উদ্দীন আহমেদ ও আল কোরান একাডেমী লন্ডনের প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের পিতা) তিনি তার মুরিদানদের নিজ ছেলেমেয়েদেরকে মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিতেন। কিন্তু ভাইয়ের আমল আখলাক ও উন্নত চরিত্র দেখে তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বলেছিলেন আব্বাকে। তিনি প্রায় প্রতি বছরই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং ভাইয়ের পড়ার খোঁজখবর নিতেন। এ ব্যাপারে তিনি আব্বাকে উৎসাহ ও তাগাদা দিতেন এবং ভাইয়ের জন্য প্রাণভরে দোয়া করতেন।

৮. ভাই আমাদের এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কাজ শুরু করার পর বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একদিন সাওরাইদ বাজারে এক চা স্টলে জামায়াত ও ভাইকে নিয়ে আলোচনায় আমাদের এ শ্রদ্ধেয় স্যার প্রাইমারী শিক্ষক মরহুম জনাব আলী নেওয়াজ খান (অলী পন্ডিত) বলছিলেন, "ইউসুফের মতো মেধাবী চরিত্রবান ছেলে আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি- সেও কিনা শেষ পর্যন্ত জামাত করে।" পরে আমি সুযোগমত স্যারকে বলেছিলাম, "যে মেধাবী, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান- অর্থাৎ সব দিকেই ভালো- সে যে দল করে সেটাও তো ভালো হবারই কথা। সে কি না বুঝেই তা করে!" স্যার থমকে গেলেন। একটু চুপ থেকে বললেন, "তাইতো! ইউসুফকে আমার সাথে দেখা করতে বলবে।"

www.bjilibrary.com

তারপর এক সময় তিনি জামায়াতভক্ত হয়ে গেলেন এবং "ইউসুফ যা করে তা ভালোই হবে, তা খারাপ হতে পারে না"- এ কথা বলে অনেক সুধীজনকেই তিনি জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিলেন।

৯. এক সময় আমাদের মসজিদের ইমাম ছিলেন আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় ভাই মাওলানা আজিম উদ্দিন। তিনি ছিলেন শর্ষিনা পীরের মুরীদ। পীর সাহেব সে সময় প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন এই বলে- "জামায়াত গোমরাহ ও ইসলামী বিকৃতকারী। জামায়াতের লোকদের ইমামতীতে নামাজ পড়া জায়েজ নয়।" মাওলানা আজিম উদ্দিন এ প্রচারপত্র বিলি করে এলাকার লোকজনকে জামায়াতের ব্যাপারে খেঁপিয়ে তুলছিলেন। এ সময় ভাই ঢাকা জেলা জামায়াতের আমীর। বড় ভাই বাড়ি এলে তিনি সাধারণত: ভাইকে জুমার নামাজে ইমামতি করতে বলতেন। ফতোয়া বিলিকালীন বড় ভাই বাড়ি এলেন আর তিনি তাকে জুমার ইমামতি করতে বললেন। ভাই বললেন, "আপনি তো জামায়াতীদের ইমামতিতে নামাজ জায়েজ নয় বলে ফতোয়া দিচ্ছেন! আমি কিভাবে নামাজ পড়াই?" তিনি বললেন, "আমি তো একেবারে জন্ম থেকেই তোমাকে ভালো করে জানি, আমি বলছি, তোমার পিছে একশো বার নামাজ হবে।" এভাবেই জামায়াত বিরোধী ফতোয়া আমাদের এলাকায় হাস্যরসের খোরাক হয়েছিল এবং তা সাধারণ্যে কোনো আবেদনই রাখতে পারেনি।

১০. ভাইয়ের সততা, বিশ্বস্ততা, সাক্ষ্যের গুরুত্ব সাধারণ জনমনে কতটা প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নের ঘটনা থেকে। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন। কালিগঞ্জ-কাপাসিয়া নির্বাচনী এলাকা হতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, ন্যাপের ডাকসাইটে কেন্দ্রীয় নেতা আহমেদুল কবীর (মুন মিয়া) এবং জামায়াতে ইসলামীর সদ্য সংগঠিত জেলা সংগঠনের তরুণ নেতা ইউসুফ আলী প্রার্থী। নির্বাচনী প্রচারণা পুরোদমে চলছে। ঘোড়াশাল স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় বাচ্চাদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল হচ্ছে। তারা মনের সুখে নির্বাচনী ছড়া কাটছে:

মনু মিঞা গরু চোর
বিচার করবে মজিবুর
দেখছে কেডা ইছবালী
চলবে না আর তালিবালি।

নির্বাচনে ভাই মনু মিঞাকে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে তৃতীয় স্থানে রেখে দ্বিতীয় হয়েছিলেন।

১১. বাংলাদেশ আমলের বিভিন্ন সময়ের জাতীয় নির্বাচনে দেখেছি ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউ তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা বা সমালোচনা করতেন না। বরং বক্তৃতায় "আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার" সম্বোধন করে কথা বলতেন। দেখা গেছে একই দিনে একই মাঠে জামায়াতের আগে পরে অন্য কোনো দলের নির্বাচনী সভা থাকলে তাদের মঞ্চ ও মাইক জামায়াতকে দিয়ে দিতেন এবং প্রার্থী নিজে বা স্থানীয় ব্যবস্থাপক নেতা মাইকে ঘোষণা দিতেন- "এরপর এখানে জামায়াতের জনসভা অনুষ্ঠিত হবে এবং শ্রদ্ধেয় স্যার জননেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী বক্তব্য রাখবেন- সবাইকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ রাখছি।"

১২. ভাই পড়ুয়া ছাত্র হলেও ছোটবেলা থেকেই সাংগঠনিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন। স্কুল জীবনে তিনি গড়ে তোলেন বড়গাঁও জনকল্যাণ সমিতি। কলেজ জীবনে সরকারী ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছাত্র সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এজিএস নির্বাচিত হয়ে পুরো সেশন জিএস-এর দায়িত্ব পালন করে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ইসলামী ছাত্র সংঘের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেও ছাত্রলীগের নেতা আবদুল আজীজ বাগমারকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন কালিগঞ্জ থানা ছাত্র কল্যাণ সমিতি।

১৩. তিনি সামাজিক কাজে বিশেষ করে আপস মিমাংসায় ছিলেন সদা তৎপর। দেখা গেছে ছাত্রজীবনেই অস্ত্রধারী দাঙ্গা সৃষ্টিকারী দু'গ্রুপের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতেন। দাঙ্গাকারীরা আর সামনে অগ্রসর হতো না। ভাই বলতেন, "মারামারি করে কোর্ট আদালতে যাবেন তারপর তো সামাজিক চাপে আপস করবেন- মাঝখানে খুনাখুনি ও বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্চা দিতে হবে। বরং এখনই সম্মানে আপস করে নিন।" শেষে তাই হতো। এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

www.bjilibrary.com

১৪. আমরা বলতাম ভাই জিন্দা ঘুম দেন। কারণ তিনি যত অল্প ঘুমের সুযোগ পান না কেন নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের জন্য বিনা নোটিশে সময়মত জাগতে পারতেন। এমনও দেখা গেছে, উনি বলছেন, "আমার সময় ঠিকই আছে ঘড়ির টাইম ঠিক নাই।" যাচাই করে দেখা গেল তাই, ঘড়ির সময়ই ভুল ছিল।

১৫. ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে চোখের অপারেশনের জন্য মাকে ঢাকায় আনা হলো। ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। অপারেশন হলো। পরদিন দুপুরে মার বেডের পাশে ভাই ও আমি। ভাই ফার্মগেট থেকে যাত্রাবাড়ির বাসায় গিয়ে খেয়ে দেয়ে বিকেলে আবার হাসপাতালে আসবেন। দেখলাম উনি যেন খুব অসুস্থ বোধ করছেন।
বললাম, "বাসায় না গিয়ে পাশের খালি বেডে বিশ্রাম নিন। সাঈদার জামাই যে খাবার আনবে তাতেই মার ও আপনার চলে যাবে।"
ভাই বললেন, "সাথে ওষুধ নেই। এখনই খাওয়া দরকার।" ভাই অনেকদিন ধরেই হার্টের অসুখে ভুগছিলেন।
বললেন, "ওষুধ বাসায় রয়ে গেছে।"
বললাম, "লিখে দিন, নিয়ে আসি।"
ওষুধ আনলাম, তিনি খেলেন। মনে হলো কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন। জামাই (মোতাহার হোসেন) এলো খাবার নিয়ে। জামাইকে বললাম, "মাসুদকে আগেও বলেছি এবার তোমাকে বলছি, সবাইকে নিয়ে যথা শিগগির একবার বসার ব্যবস্থা করো। ভাইকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠাতে হবে।"
জামাই চলে গেল। ভাই আমাকে কাছে ডাকলেন। গেলাম। বললেন, "জামাইকে এসব বলতে গেলি কেন? আমি এ পর্যন্ত কাউকে কিছু বলিনি। তুই শুনে রাখ, আমি আজ তিন বছর যাবৎ এক্স্টেনশনে আছি। যে কোনো সময়ই হার্ট বন্ধ হয়ে যাবার কথা। হার্টের অপারেশন বা চিকিৎসার স্টেজ পার হয়েছে কয়েক বছর আগেই। তুই যে ট্যাবলেট আনলি ডাক্তার ওটাই শুধু খেতে বলেছে বেঁচে থাকা পর্যন্ত।

১৬. মার চোখ ভালো হয়নি। তাঁকে মাঝে মাঝেই হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হতো। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা। আমি ২৩ তারিখে ময়মনসিংহ (আমার তখনকার কর্মস্থল) থেকে ঢাকা আসি। ২৪ তারিখ অনিবার্য কারণবশত মাকে নেয়া যায়নি। ২৫ তারিখ ডাক্তার জানালেন পরবর্তী শনিবার (১/৩/০৩) সকাল ৮টায় নিয়ে যাবার জন্য। আমি ২৬ তারিখ ময়মনসিংহ ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। ২৬/২/০৩ তারিখ সকালে ভাই সাংগঠনিক কাজে কুমিল্লা যাবেন বলে জানালেন এবং রাতে ফিরে আসার কথাও বললেন। দু'জন এক সাথেই মার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ভাই বললেন, মাকে হাসপাতালে নেয়ার সময় যেন আমিও সাথে থাকি। আমি বললাম, "সকাল ৮টার মধ্যে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা পৌঁছা সম্ভব হয়ে উঠবে না।" তখন ভাই বললেন, "আমার পক্ষে হয়তবা তখন ডাক্তার দেখানো কঠিন হবে। তুই তাহলে এ ব্যাপারে আসাদকে দায়িত্ব দিয়ে যা।"
কুমিল্লা রওয়ানা হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বললেন, "তুই ওয়ামীতে যে চিঠি নিয়ে যেতে চেয়েছিলি তা এখনই লিখে দিচ্ছি।" বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা লিখলেন। সম্ভবত এটিই তার জীবনের শেষ লেখা চিঠি। মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা দু'ভাই এক সাথেই বাসা থেকে বের হলাম। উনি কুমিল্লার উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলেন আর আমি উত্তরাস্থ ওয়ামী অফিসের কর্মকর্তা মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের সাথে দেখা করতে চললাম। আসাদকে সাথে নিয়ে গেলাম ওনার অফিসে। দেখা করে ভাইয়ের চিঠিটি তুলে দিলাম তার হাতে। সেখান থেকে বিকেলে ময়মনসিংহ গিয়ে পৌঁছলাম। রাতে এশার জামাত পড়ে ঘরে ফিরে দেখি গিন্নি কাঁদছে। পাশের বাসার বন্ধুপত্নী জানালেন, আমার মেঝো ছেলে মকবুল তাদের বাসায় ফোন করে বলেছে, "চাচা মারা গেছেন। আব্বা যেন রাতেই সরাসরি দেশের বাড়ি পৌঁছেন।"
আমি মনে করলাম ভাই তো এখন কুমিল্লা থেকে ঢাকার পথে থাকার কথা। মকবুল যেহেতু সরাসরি দেশের বাড়ি যেতে বলেছে- বোধহয় দেশে আমার বৃদ্ধ ও অসুস্থ চাচা মারা গেছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিস থেকে মাজহার ভাইয়ের ফোন এলো। তিনি জানালেন, ভাই আর নেই। তিনি ঢাকার পথে চান্দিনায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অধ্যাপক মু. ইদ্রিস আলী
মরহুমের ছোট ভাই

www.bjilibrary.com

একটি সংগ্রামমুখর জীবন

স্মৃতি এ্যালবাম

অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্মারকগ্রন্থ

www.bjilibrary.com

১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অধ্যাপক ইউসুফ আলী গাজীপুর-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চুপাইর হাইস্কুল মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল বর্তমানে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে অধ্যাপক ইউসুফ আলী

নিজের এলাকায় অধ্যাপক ইউসুফ আলীর এক নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত বিশাল জনতার একাংশ

www.bjilibrary.com

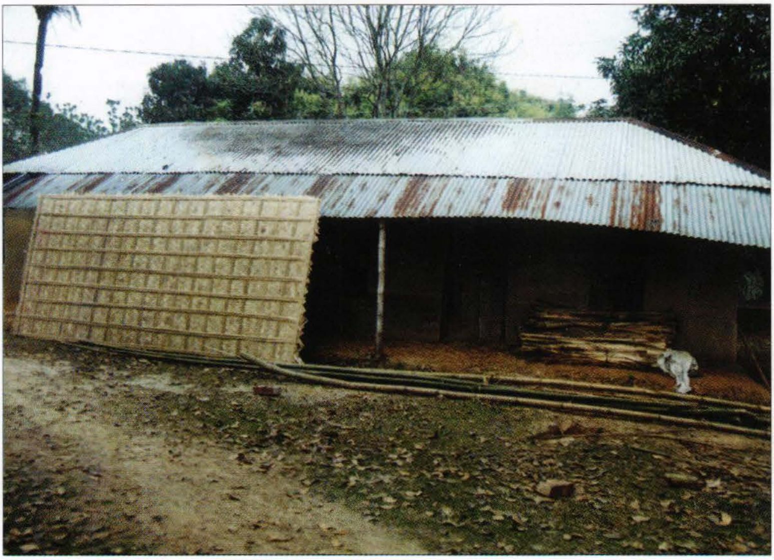

মরহুমের গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন ফুরকানিয়া মাদরাসা। এটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুমের পিতা মুহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন মুনশী

এটি মরহুমের পারিবারিক মসজিদ। পরে অধ্যাপক ইউসুফ আলীর উদ্যোগেই মসজিদটি কাঁচা ঘর থেকে পাকা বিল্ডিংয়ে রূপান্তরিত হয়

www.bjilibrary.com

মক্তব ও মসজিদের মাঝখানে পারিবারিক গোরস্তানে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী

মরহুমের গ্রামের বাড়ির একটি ঘর। গ্রামে আসলে তিনি এই ঘরেই ঘুমাতেন

www.bjilibrary.com

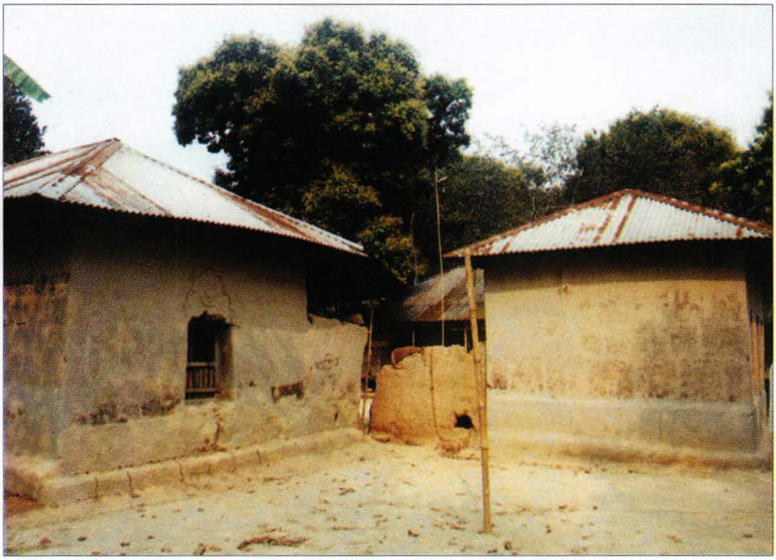

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর গ্রামের বাড়ি।

কালিগঞ্জের ভাওয়াল জামালপুর কলেজের পুরনো ভবন। এই কলেজে অধ্যাপক ইউসুফ আলী বেশ কিছুদিন খণ্ডকালীন অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন

www.bjilibrary.com

এটি কাপাসিয়া উপজেলার একডালা জুনিয়র মাদরাসার পুরাতন ঘর। এখানে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ক্লাস থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত পড়াশুনা করেন

একডালা জুনিয়র মাদ্রাসায় পড়াকালীন অধ্যাপক ইউসুফ আলী একডালার জমাদার বাড়িতে লজিং থাকতেন

www.bjilibrary.com

লজিং বাড়ির এই ঘরটিতে অধ্যাপক ইউসুফ আলী থাকতেন। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত ঘর হিসেবে রয়েছে

বড়গাঁও বায়তুল উলুম সিনিয়র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী

www.bjilibrary.com

বড়গাঁও বায়তুল উলুম মাদরাসার ক্লাশরুম

বড়গাঁও বায়তুল উলুম সিনিয়র মাদরাসার নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন

www.bjilibrary.com

বড়গাঁও বায়তুল উলুম সিনিয়র মাদরাসার প্রিন্সিপালের বাসভবন (বামে), বায়তুল আমান এর এতিম ছাত্রদের হোস্টেল (ডানে)

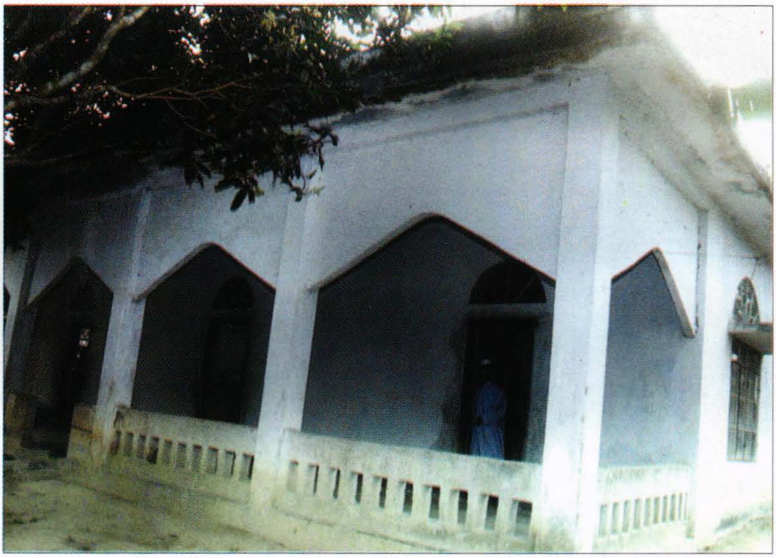

বড়গাঁও জামে মসজিদ ও বায়তুল আমান হাফেজিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাও অধ্যাপক ইউসুফ আলী

www.bjilibrary.com

বড়গাঁয়ের এই প্রাইমারি স্কুলেও কিছুদিন পড়েছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী

মূলগাঁও মাদরাসারও প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী

www.bjilibrary.com

তিলে তিলে গড়ে তোলা অধ্যাপক ইউসুফ আলীর তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা। একটি ভাঙাচুরা টিনের ঘরে এই মাদরাসার যাত্রা শুরু। আজকের এই বিশাল ভবন এবং মাদরাসার সুনামের সাথে মরহুমের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে

তামিরুল মিল্লাত মাদরাসার বাইরের দিকের একটি অংশ

www.bjilibrary.com

তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা মসজিদ

তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট অফিস, অধ্যাপক ইউসুফ আলী আজীবন এই ট্রাস্টের সেক্রেটারি ছিলেন

www.bjilibrary.com

তামিরুল মাদরাসার ছাত্রাবাস

তামিরুল মিল্লাত ইয়াতিমখানার ভেতরের অংশ

www.bjilibrary.com

বাসার এই ইজি চেয়ারে শুয়ে বসে অধ্যাপক ইউসুফ আলী বিশ্রাম নিতেন

অধ্যাপক ইউসুফ আলী কাঠের চেয়ারে বসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। বাসার এই চেয়ারে বসে তিনি লেখালেখি করতেন

www.bjilibrary.com

মিরহাজীরবাগের বাড়ির সম্মুখভাগ

অধ্যাপক ইউসুফ আলী এই বিছানায় ঘুমুতেন

www.bjilibrary.com

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে অধ্যাপক ইউসুফ আলীর জানাযার আগে কফিনের পাশে আমীরে জামায়াত, তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী এবং বর্তমান শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং বি.এন.পি'র কেন্দ্রীয় গভর্নিং কমিটির সদস্য ও তৎকালীন বস্ত্রমন্ত্রী ও বর্তমানে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী

জানাযার আগে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

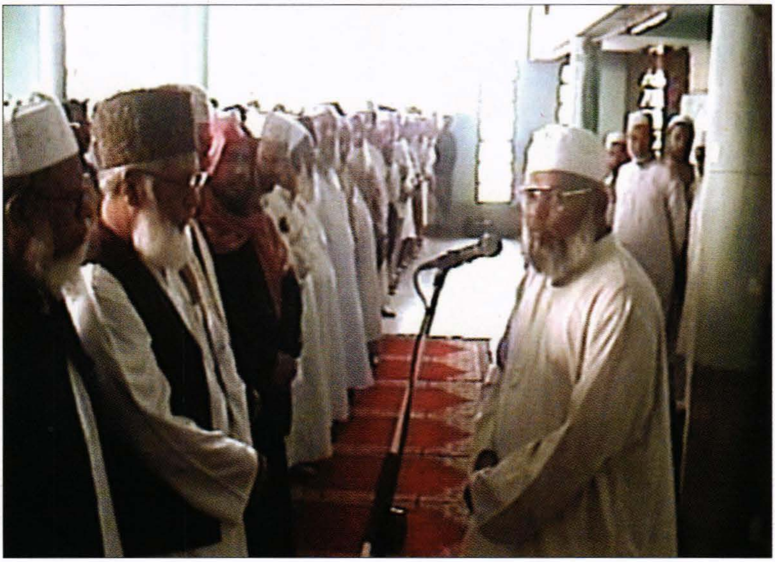

জানাযার আগে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

জানাযার ইমামতি করেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

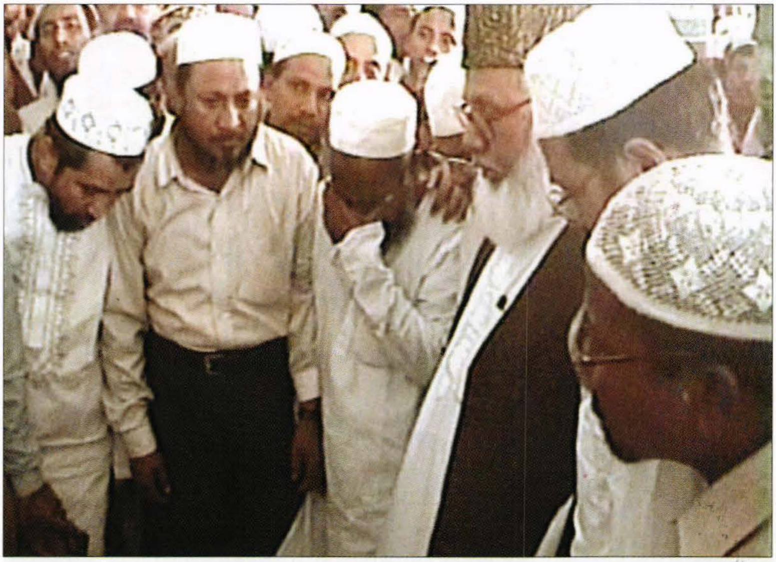

জানাযা শেষে মরহুমকে শেষ দেখা দেখতে গিয়ে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন

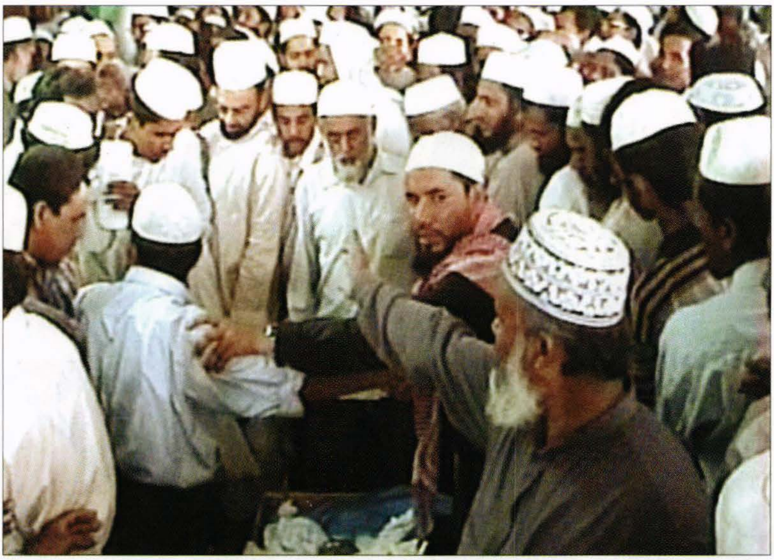

প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো একনজর দেখতে জনতার ভিড়

www.bjilibrary.com

বায়তুল মুকাররম থেকে কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে

বায়তুল মুকাররম থেকে কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর গ্রামের বাড়িতে জানাযার জন্য অপেক্ষা করছেন মরহুমের ১১০ বছর বয়সের বৃদ্ধ মামা

বড়গাঁও মাদ্‌রাসা মাঠে লাশ নেয়ার পরে এলাকার মানুষ প্রিয় নেতা কিভাবে কোথায় ইন্তেকাল করলেন তা জানার জন্য মরহুমের ছোটভাই কবি আসাদ বিন হাফিজকে ঘিরে ধরেন

www.bjilibrary.com

বড়গাঁও মাদ্‌রাসা মাঠে মরহুমের জানাযার আগে উপস্থিত শোকার্ত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবু তাহের

বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ফজলুল হক মিলন

www.bjilibrary.com

বক্তব্য রাখেন তামিরুল মিল্লাত মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল যয়নুল আবেদীন

বক্তব্য রাখেন গাজীপুর জেলা আমীর আবুল হাশেম খান

www.bjilibrary.com

বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামায়াত নেতা আখতারুজ্জামান

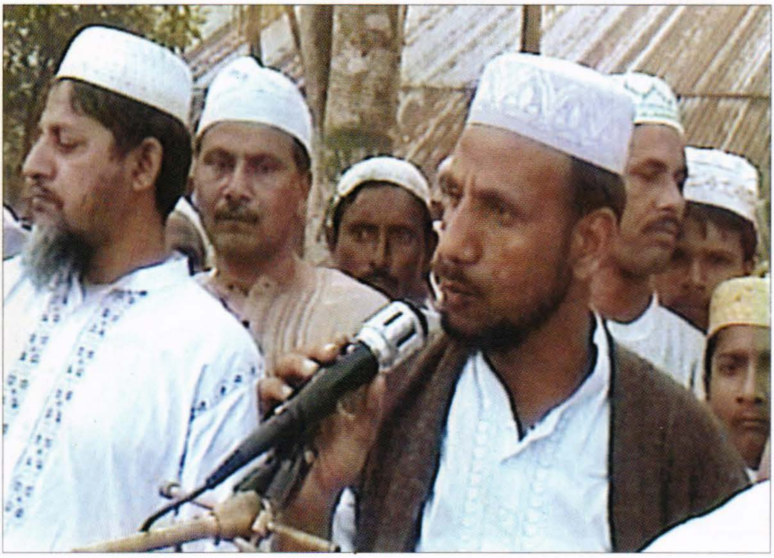

স্থানীয় বি.এন.পি নেতা আলী হোসেন

www.bjilibrary.com

স্থানীয় জামায়াত নেতা কফিল উদ্দিন

স্থানীয় বি.এন.পি নেতা

www.bjilibrary.com

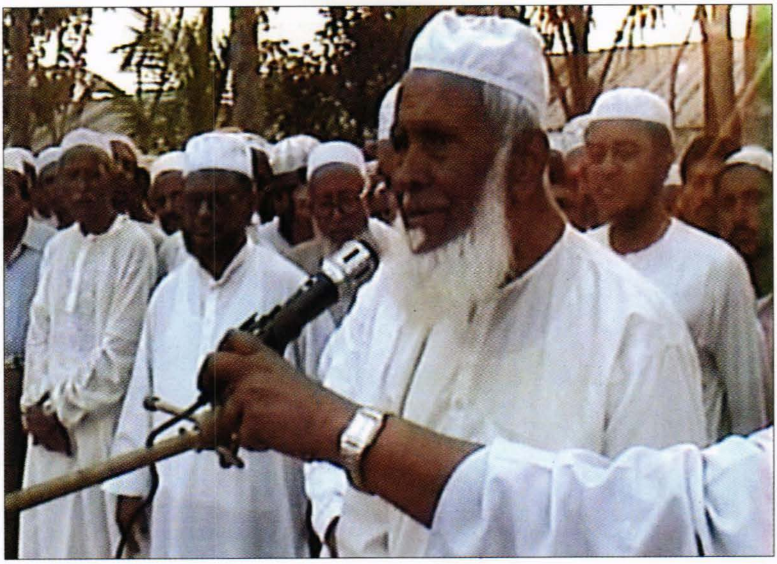

মরহুমের চাচা রহম আলী মেম্বার

ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করেন কবি আসাদ বিন হাফিজ

www.bjilibrary.com

মরহুমের বড় ছেলে নেসার উদ্দিন মাসুদ বক্তব্য রাখেন

তীব্র রোদ উপেক্ষা করে জানাযায় শরীক হতে আসা হাজার হাজার জনতা গভীর মনোযোগের সাথে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেন

www.bjilibrary.com

বড়গাঁও মাদ্‌রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জানাযায় ইমামতি করেন মরহুমের বড় জামাতা

শেষবারের মতো প্রিয় মানুষটি দেখার জন্য এলাকাবাসীর উপচে পড়া ভিড়

www.bjilibrary.com

প্রিয় মানুষটিকে শেষবারের মতো একনজর দেখার প্রাণান্তকর চেষ্টা

মাকে বড়ছেলের লাশ দেখাচ্ছেন তাঁর ছোট ছেলে কবি আসাদ বিন হাফিজ

www.bjilibrary.com

সন্তানের মাথায় মায়ের শেষ স্নেহের হাত

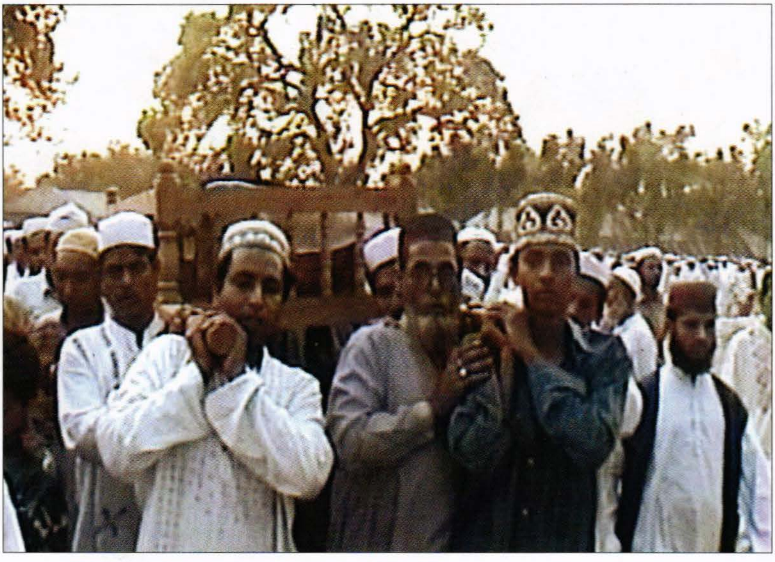

জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে কফিন নিয়ে যাচ্ছেন মরহুমের পুত্র ও স্বজনরা

www.bjilibrary.com

কবরে মরহুমের লাশ নামানোর অপেক্ষায় তার দুই পুত্র মাসুদ ও মাহমুদ এবং চাচাত ভাই মাওলানা মমতাজ উদ্দিন

মরহুমের বাড়িতে লাশ দাফনের জন্য গিয়েছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম

www.bjilibrary.com

লাশ দাফনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সংসদ সদস্য

দাফন শেষে মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়

www.bjilibrary.com

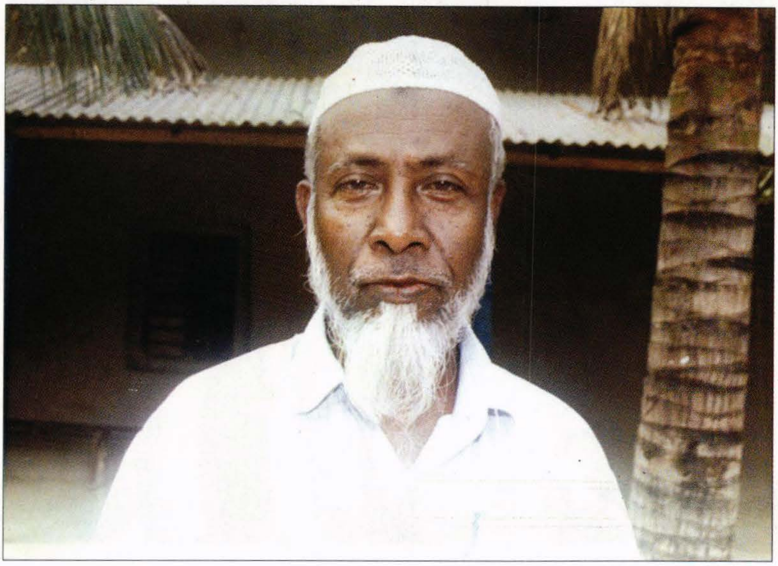

মরহুমের ছোট ভাই অধ্যাপক মু. ইদ্রিস আলী

মরহুমের পাঁচ পুত্র

www.bjilibrary.com